মুহাদ্দিস সম্রাট ইমাম বুখারী (রহঃ)

মুহাম্মাদ আব্দুল আলিম

হানাফী মাযহাবের ব্যারিষ্টার

ইমাম তাহাবী (রহঃ) এর স্মৃতির ***উদ্দেশ্যে***

MUHADDIS SAMRAT IMAM BUKHARI RH.

WRITTEN BY: MUHAMMAD ABDUL ALIM

প্রকাশক

লেখা প্রকাশনী

৫৭ ডি, কলেজ স্ট্রিট

কলকাতা-৭০০০৭৩

ফোন-২২৪১৯৭১৮

৯৬০৯৫২৭০০৬

উৎসর্গ

ফারহান আখতার আল নুমান এর উদ্দেশ্যে

প্রকাশকালঃ ১৫ ডিসেম্বর ২০১৫

মূল্য-৪০/- (চল্লিশ টাকা মাত্র)

ভুমিকা

সমস্ত প্রসংসা একমাত্র মহান আল্লাহ তাআলার জন্য যিনি সারা বিশ্বের অধিশ্বর, সকলের স্রষ্টা, প্রতিপালক এবং একমাত্র উপাস্য । তাঁর প্রিয় হাবীব তাজেদারে মদীনা, আহমাদ মুজতাবা, মুহাম্মাদ মুস্তাফা রাসুলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এঁর প্রতি কোটি কোটি দরুদ ও সালাম; যিনি রাহমাতুল্লিল আলামিন, সাইয়েদুল মুরসালিন, শাফিউল মুজনেবিন ।

ইমাম বুখারী (রহঃ) একটি চিরন্তন নাম । ইমামুল মুহাদ্দিসীন, আমিরুল মুমিনীন ফিল হাদীস, মুহাদ্দিস সম্রাট, যুগশ্রেষ্ট মুহাদ্দিস, মুহাদ্দিকুল শিরোমণি । এমন এক মুহাদ্দিস যাঁকে বাদ দিলে যেন পুরো হাদীস শাস্ত্রটাই অচল । ইমাম বুখারী (রহঃ) এমন এক মুহাদ্দিস যাঁর লেখা বুখারী শরীফ বাদ দিলে আজ কোন মাদ্রসাসার ছাত্র আলেমই হতে পারবে না । সেজন্যই পৃথিবীর সমস্ত মাদ্রাসায় বুখারী শরীফ আবশ্যিক পাঠ্যগ্রন্থ । এমন কোন মাদ্রাসা নেই যেখানে বুখারী শরীফ পাঠ করা হয় না । এমনকি মাওলানা কোর্সের শেষ বছর যে বছর ছাত্ররা সনদ নিয়ে পাশ করে বেরোই সেই বছরটাকে বুখারীর বছর বলা হয় । বুখারী শরীফের নামানুসারেই এই বছরের নাম বুখারীর বছর । এই আজিমুস শান মুহাদ্দিস সম্পর্কে কে না জানতে চান । অথচ পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে বাংলা ভাষায় ইমাম বুখারী (রহঃ) জীবনীগ্রন্থ আমার দৃষ্টিতে পড়ে নি । যদিও অন্যান্য মুহাদ্দিসদের জীবনী বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে । তাই এই মহান মুহাদ্দিসের জীবনী পাঠক পাঠিকাদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্যই আমার জীবনীগ্রন্থটি লেখা । বহু বাধা বিপত্তি মাথায় নিয়ে এই জীবনীটি লিখেছি । আশা করি বইটি সকল পাঠককেই ভাল লাগবে । কারণ ইমাম বুখারী (রহঃ) কে কার না ভাল লাগে ।

পাঠকদের বলি মানুষ মাত্রেই ভুল হয় । তাই এই পুস্তকের মধ্যে যদি কোনো ভুল-ভ্রান্তি নজরে পড়ে আমাকে জানাবেন । তাহলে পরবর্তী সংস্করনে সংশোণ করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ ।

পরিশেষে পাঠকদের জানাই, আপনারা দোয়া করবেন; আল্লাহ তাআলা যেন আমাদের ঈমান বৃদ্ধি করে দেন এবং খাতিমা বিল খায়ের দান করেন ।

মুহাম্মাদ আব্দুল আলিম

শালজোড়, বীরভূম (পশ্চিমবঙ্গ, ভারত)

মোবাইলঃ +৯১ ৮৯২৬১৯৯৪১০

হুয়াট্স এ্যপঃ +৯১ ৯৬৩৫৪৫৮৩৩১

E-Mail:- md.abdulalim1988@gmail.com

প্রথম অধ্যায়

নাম এবং বংশপরম্পরা

হযরত ইমাম বুখারী (রহঃ) এর প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ । কুনিয়াত আবু আব্দুল্লাহ । পিতার নাম ইসমাইল । ইমাম বুখারী (রহঃ) এর বংশপরম্পরা এই রকমঃ মুহাম্মাদ বিন ইসমাইল বিন ইবরাহীম বিন মুগিয়াহ বিন বারদিযবাহ । বারদিযবাহ পারসিক (অগ্নিপূজক) ধর্মাবলম্বী ছিলেন এবং পারসিক অবস্থায় তিনি মারা যান । বারদিযবাহর পুত্র মুগিরাহ হলেন প্রথম ব্যাক্তি যিনি বুখারা শহরের আমীর ইয়ামানী জু'ফীর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন । এই সম্পর্কেই ইমাম বুখারী (রহঃ) এর খান্দানকে জু'ফী খান্দান বলা হয় তাছাড়া ইমাম বুখারী (রহঃ) এর সাথে যুফি খান্দানের সাথে কোন সম্পর্ক নেই । প্রাচীন কাল থেকে এই প্রথা চলে আসছে যে যার হাতে ইসলাম গ্রহণ করবে তার বাংশের সাথেই তাকে নিসবত করা হবে । 'বারদিযবাহ' শব্দটি হল ফারসী শব্দ, এর অর্থ কৃষক । ইমাম বুখারী (রহঃ) বুখারা শহরের অধিবাসী ছিলেন বলে তাঁকে বুখারী বলা হয় ।

আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) বলেছেন, "হযরত ইমাম বুখারী (রহঃ) এর দাদা ইবরাহীমের অবস্থা সম্পর্কে কিছু জানা যায় না ।" (হাদীউস সারী মুকাদ্দামা ফাতহুল বারী, পৃষ্ঠা-৪৭৭)

ইমাম বুখারী (রহঃ) পিতা ইসমাইল (রহঃ) তাঁর জামানার বিখ্যাত মুহাদ্দিসদের মধ্যে একজন ছিলেন এবং তাঁর মাশায়েখদের মধ্যে হযরত ইমাম মালিক (রহঃ), হযরত ইমাম হাম্মাদ বিন জায়েদ (রহঃ) এর মত মহান ব্যাক্তিগণ ছিলেন । তিনি হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এর বিখ্যাত ছাত্র হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহঃ) এর খিতমতে থাকার সৌভাগ্য ও সুযোগ পেয়েছিলেন । ইরাকবাসীরা তাঁর থেকে অধিক সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেছেন ।

হযরত ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেছেন, “আমার পিতা ইমাম মালিক (রহঃ) এর কাছে হাদীস শ্রবণ করেছেন, হাম্মাদ বিন জায়েদকে সচক্ষে দেখেছেন এবং আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারকের সাথে দুই হাতে মুসাফাহ করেছেন ।” (সিয়ারু আলামিন নুবালা, খণ্ড-১২, পৃষ্ঠা-৩৯)

ইমাম যাহাবী (রহঃ) বলেছেন, হযরত ইমাম বুখারী (রহঃ) এর পিতা ইসমাইল (রহঃ) এবং আবু হাফস কাবীর (রহঃ) এর সাথে বড়ই মুহাব্বত এবং আন্তরিকতার সম্পর্ক ছিল । একবার আবু হাফস কাবীর (রহঃ) স্বপ্নে দেখলেন যে নবী (সাঃ) আগমন করেছেন এবং তিনি জামা পরিধান করে আছেন । তাঁর পিছনে একজন মহিলা দাঁড়িয়ে কান্নাকাটি করছে । নবী (সাঃ) সেই মহিলাকে বললেন, কান্না করো না, আমি যখন মারা যাব তখন কান্না করো । ইমাম আবু হাফস কাবীর বলেন, এই স্বপ্নের তাবির (ব্যাখ্যা) কেউ বলেনি । আমি এর বর্ণনা যখন ইমাম বুখারী (রহঃ) এর পিতা ইসমাইল (রহঃ) এর কাছে করি তখন তিনি বলেন, এর তাবির হল, নবী (সাঃ) এর এন্তেকালের পরেও তাঁর সুন্নাত জীবিত থাকবে । (সিয়ারু আলামিন নুবালা, খণ্ড-১১, পৃষ্ঠা-১৫৭)

ইমাম বুখারী (রহঃ) এর পিতা ইসমাইল (রহঃ) এর যখন এন্তেকাল হয় তখন সেখানে আবু হাফস কাবীরও উপস্থিত ছিলেন । এন্তেকালের সময় ইমাম ইসমাইল (রহঃ) তাঁকে বলেন, “আমি আমার সম্পত্তির মধ্যে এক দিরহামও হারাম বা সন্দেহযুক্ত পাইনি ।” ইমাম আবু হাফাস কাবীর বলেন, এই কথা শুনে আমার যোগ্যতা যে কতটুকু তা বুঝতে পারলাম । (সিয়ারু আলামিন নুবালা, খণ্ড-১২, পৃষ্ঠা-৪৪৭)

এখানে স্মরণ রাখা উচিৎ যে হযরত হাম্মাদ বিন জায়েদ (রহঃ), হযরত আব্দুল্লাহ বিন মুবারক (রহঃ) হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এর জলীলুল কাদীর ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন । এবং আবু হাফস কাবীর হযরত ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ) এর সঙ্গীদের মধ্যে ছিলেন ।

শারিরিক গঠন

হযরত ইমাম বুখারী (রহঃ) এর শারীরিক গঠন ছিল হালকা পাতলা ধরণের । তিনি খুব লম্বাও ছিলেন না আবার খুব বেঁটেও ছিলেন না । বরং তিনি মধ্যবর্তী গঠনের ছিলেন । তিনি ছিলেন দরবেশ প্রকৃতির লোক, আবেদ, জাহেদ ব্যাক্তি ।

জন্ম এবং প্রাথমিক অবস্থা

হযরত ইমাম বুখারী (রহঃ) ১২ শাওয়াল জুমার নামাযের পর ১৯৪ হিজরীতে স্বাধীন রাষ্ট্র উজবেকিস্তানে ঐতিহাসিক শহর বুখারাতে জন্মগ্রহণ করেন । (হাদীউস সারী মুকাদ্দামা ফাতহুল বারী, পৃষ্ঠা-৪৭৮) যেহেতু ইমাম বুখারী (রহঃ) এর বাল্যকালেই পিতা ইমাম ইসমাইল (রহঃ) এর এন্তেকাল হয়েছিল তাই তিনি তাঁর মায়ের স্নেহের আঁচলে লালিত পালিত হন । তাঁর মাতা ছিলেন পরহেজগার ও বুদ্ধিমতী মহিলা । স্বামীর রেখে যাওয়া বিরাট ধনসম্পত্তি দ্বারা তিনি তাঁর দুই পুত্র আহমদ ও মুহাম্মাদকে (ইমাম বুখারী) লালন পালন করতে থাকেন ।

হযরত ইমাম বুখারী (রহঃ) বাল্যকালেই দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেন এবং তিনি অন্ধ হয়ে যান । এতে তাঁর মা খুবই ব্যাথিত হন । তিনি আল্লাহর দরবারে কান্না করে দুয়া করতেন যেন তাঁর পুত্রের দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসে । একদিন রাত্রে তিনি স্বপ্নে দেখলেন যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ) বলছেন, হে মহিলা আল্লাহ তোমার অত্যধিক দুয়ার বদলৌতে তোমার ছেলের দৃষ্টি ফিরিয়ে দিয়েছেন । এরপর ইমাম বুখারী (রহঃ) এর মাতা ঘুম থেকে উঠলেন তখন দেখলেন সত্যিই তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরে এসেছে । (হাদীউস সারী মুকাদ্দামা ফাতহুল বারী, পৃষ্ঠা-৪৭৮)

ইমাম বুখারী (রহঃ) এর সন্তানাদি

‘মিসকাতুল মাসাবীহ’ নামক গ্রন্থের রচয়িতা আল্লামা ওলীউদ্দীন খত্বীব (রহঃ) স্বীয় গ্রন্থে এবং আল্লামা মুল্লা আলী কারী হানাফী (রহঃ) ‘মিরক্বাত শারাহ মিসকাত’ এর মধ্যে লিখেছেন যে, ইমাম বুখারী (রহঃ) কোন সন্তান রেখে যাননি । মুল্লা আলী কারী হানাফী (রহঃ) বলেন, তাঁর সন্তানগুলি মারা গিয়েছিল । (মিরক্বাত, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৫) আল্লামা ওলীউদ্দীন খত্বীব (রহঃ) বলেন, তাঁর কোন পুত্রসন্তান ছিল না ।

আল্লামা ইজলানী (রহঃ) তো ইমাম বুখারী (রহঃ) এর বিবাহতে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন । তিনি বলেন, ইমাম বুখারী (রহঃ) যদি বিবাহ করে থাকেন তাহলে নিশ্চয় তার ব্যাপারে বর্ণনা থাকত । তবে আমার বক্তব্য হল, ইতিহাসবিদদের এটা নিয়ম নয় যে বিবাহের অবস্থাও বর্ণনা করবেন । কেননা ইতিহাসে অনেক এমন নাম রয়েছে যাঁদের বিবাহের ব্যাপারে কোন বর্ণনা নেই, তাহলে কি তাদের বিবাহই হয়নি । সুতরাং এই দুর্বল কিয়াসের উপর ভিত্তি করে একথা কখনোই বলা যায়না যে ইমাম বুখারী (রহঃ) বিবাহ করেননি । যতক্ষণ না সহীহ সূত্রে তা প্রমাণিত না হয় ।

আমাদের বক্তব্য হল, ইমাম বুখারী (রহঃ) যদিও কোন সন্তান দুনিয়াতে রেখে যাননি তবে তাঁর রুহানী সন্তান সারা পৃথিবীতে রয়েছে ।

জ্ঞানার্জন

বাল্যকাল থেকেই ইমাম বুখারী (রহঃ) জ্ঞানার্জন শুরু করেন । পাঁচ বছর বয়সে তিনি বুখারার এক প্রাথমিক মাদ্রাসায় ভর্তী হন । তিনি বাল্যকাল থেকেই প্রখর স্মৃতিশক্তি ও মেধার অধিকারী হন । মাত্র ছয় বছর বয়সেই তিনি কুরআন মজীদ হিফজ করেন এবং দশ বছর বয়সের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন ।

শুরু থেকেই তিনি হাদীসের সাথে সাথে ইলমে ফিক্বাহর প্রতি দৃষ্টিপাত করেন এবং ইমাম ওকীহ ইবনুল জারাহ (রহঃ) ও ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহঃ) এর মত উস্তাযুল মুহাদ্দীসিনের ফিকাহকে অধ্যায়ন করেন এবং তাঁদের কিতাবকে মুখস্ত করে নেন । (সিয়ারু আলামিন নুবালা, খণ্ড-১২, পৃষ্ঠা-৩৯৩) তিনি দেশের মধ্যেই ইমাম আবু হাফস কাবীর (রহঃ) এর কাছে 'জামে সুফিয়ান' কিতাবটি শ্রবণ করেন । বাল্য অবস্থায় ইমাম বুখারী (রহঃ) অধিকাংশ সময় ইমাম আবু হাফস কাবীর হানাফী (রহঃ) এর খিদমতে আসা যাওয়া করতেন । একবার আবু হাফস কাবীর (রহঃ) বলেছিলেন, "এই যুবক খুবই বুদ্ধিমান । আমি আশা করি ভবিষ্যতে এর প্রচুর খ্যাতি এবং চর্চা হবে ।" (সিয়ারু আলামিন নুবালা, খণ্ড-১২, পৃষ্ঠা-৪২৫) ইমাম আবু হাফস কাবীর (রহঃ) এর এই ভবিষ্যতবানী অক্ষরে অক্ষরে ফলেছিল । ইমাম বুখারী (রহঃ) খ্যাতি ও চর্চার উচ্চতম শিখরে পৌঁছেছিলেন । ইমাম আবু আবু হাফস কাবীর (রহঃ) যেহেতু ইমাম বুখারী (রহঃ) পিতা ইসমাইল (রহঃ) এর সাথে গভীর সম্পর্ক ছিল সেই সূত্রে ইমাম বুখারী (রহঃ) এর সাথেও সম্পর্ক ভাল ছিল । আল্লামা মিযযী (রহঃ) ইমাম আবু হাফস কাবীর (রহঃ)কে ইমাম বুখারী (রহঃ) এর উস্তাদ ও মাশায়েখদের মধ্যে গণ্য করেছেন ।

সেই সময় ইমাম বুখারী (রহঃ) বুখারা শহরের সমস্ত মাশায়েখদের কাছ থেকে অসংখ্য হাদীস সংকলন করেন যাঁরা সেই সময়ে মুহাদ্দিসদের শিরোমনী বলে গণ্য হতেন । তাঁদের শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলো হাদীসের ছাত্রদের জন্য মারকাজ ছিল । সেই শিক্ষকদের মধ্যে মুহাম্মাদ বিন সালাম বিকান্দী (মৃত্যু ২২৫ হিজরী সন), আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ মাসনাদী (মৃত্যু ২২৯ হিজরী সন) এবং হারুন বিন আসআতের কাছে ইমাম বুখারী (রহঃ) হাদীস শ্রবণ করেন বলে বর্ণিত আছে ।

ইমাম বুখারী (রহঃ) মাত্র ৯ বছর বয়সে ইলমে হাদীসের সেই শিখরে পৌঁছে গেছিলেন যাতে বড় বড় মুহাদ্দিসগণও প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং তাঁর দরসে শরীক হতে ভয় পেতেন যাতে কোন ভুল না হয়ে যায় । আল্লামা বিকান্দী (রহঃ) তো এও বলেছেন যে, "মুহাম্মাদ বিন

ইসমাইল বুখারী এসে যাওয়াতে আমার মধ্যে কম্পন শুরু হয়ে যায় এবং তাঁর জন্যই হাদীস বর্ণনা করতে ভয় পাই ।" (সিয়ারু আলামিন নুবালা, খণ্ড-১২, পৃষ্ঠা-৪১৭)

একবার সালীম বিন মুজাহিদ মুহাম্মাদ বিন সালাম বিকান্দী (রহঃ) এর কাছে এলেন তখন তাঁকে বললেন, "যদি তুমি একটু আগে এসে যেতে তাহলে তোমাকে এমন এক যুবকের সাথে সাক্ষাৎ করাতাম যার ৭০ হাজার হাদীস মুখস্ত আছে ।" সালীম বিন মুজাহিদ বলেন, আমি এই কথা শুনে বড়ই আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেলাম এবং সেই যুবকের সন্ধানে বেরিয়ে গেলাম । যখন সাক্ষাৎ হল তখন তাঁকে বললাম, তুমি ৭০ হাজার হাদীস মুখস্ত রাখার দাবী করেছ? এই কথা শুনে ইমাম বুখারী (রহঃ) বললেন, নিশ্চয় আমার এতগুলো হাদীস মুখস্ত আছে এমনকি এর থেকেও বেশী হাদীস মুখস্ত আছে । শুধু হাদীসের মধ্যে সীমাবদ্ধ কেন, সনদের মধ্যে তুমি যার ব্যাপারে বলবে তাদের অধিকাংশের বাসস্থান, ইতিহাস মৃত্যুসনও বলে দিতে পারি এবং আমার বর্ণিত হাদীস সাহাবা ও তাবেয়ীনের ব্যাপারেও বলে দিতে পারি যে তাঁরা কোন কোন আয়াত বা হাদীস সংগ্রহ করেছেন । (সিয়ারু আলামিন নুবালা, খণ্ড-১২, পৃষ্ঠা-৪১৭)

একবার ইমাম বুখারী (রহঃ) এর উস্তাদ মুহাম্মাদ বিন সালীম বিকান্দী (রহঃ) হযরত ইমাম বুখারী (রহঃ)কে বলেন, তুমি আমার লেখা কিতাবগুলিকে পড়া ছেড়ে দাও এবং এর মধ্যে কি কি ভূল আছে তা সংশোধন করে দাও । জনৈক ছাত্র বড়ই আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করল, এই ছেলেটা কে? এর অর্থ ছিল আপনি যুগশ্রেষ্ট ইমাম হওয়া সত্যেও এই ছেলেটাকে নিজের সংশোধন করার জন্য বলছেন । ইমাম বিকান্দী (রহঃ) বলেন, "এর কোন দ্বিতীয় নেই এবং এর মুকাবিলায় কেউ নেই ।" (তাহযীবুল কামাল, খণ্ড-২৪, পৃষ্ঠা-৪৫৯)

বুখারা শহরে মুহাদ্দিস দাখিলী (রহঃ) এর হালকায়ে দরস চালু ছিল । ইমাম বুখারী (রহঃ) তাঁর হালকায়ে দরসে আসতেন । একদিন এমন হল যে, উস্তাদ সনদ বর্ণনা করার সময়, "সুফিয়ান আন আবী আয যুবাইর আন ইবরাহীম" অর্থাৎ "সুফিয়ান আবু যুবাইর থেকে তিনি ইবরাহীম থেকে" বর্ণনা করেছেন বললেন । তখন ইমাম বুখারী (রহঃ) বললেন, আপনি যে সনদ

বললেন তা এইরুপ নয় কেননা, আবু যুবাইর ইবরাহীম থেকে বর্ণনা করেননি । তখন মুহাদ্দিস দাখিলী (রহঃ) ইমাম বুখারী (রহঃ) কে নির্বোধ বালক মনে করে ধমকালেন । কিন্তু ইমাম বুখারী (রহঃ) আদবের সাথে বললেন, আপনার কাছে যদি আসল কিতাব থাকে তাহলে মিলিয়ে দেখুন । মুহাদ্দিস দাখিলী (রহঃ) উঠলেন এবং নিজের বাসস্থানে গিয়ে কিতাব বের করলেন । দেখলেন ইমাম বুখারী (রহঃ) এর কথাটাই সঠিক ছিল । ফিরে এলেন এবং বললেন, "হে যুবক আসল সনদ কিরকম সেটা বল?" তখন ইমাম বুখারী (রহঃ) বললেন, "আয যুবাইর ওয়াহুয়া বিন আদী আন ইবরাহীম ।" তখন ইমাম দাখিলী (রহঃ) ইমাম বুখারী (রহঃ) এর কাছে কলম নিয়ে নিজের কিতাবকে সংশোধন করলেন এবং বললেন, "তুমি সঠিক কথাই বলেছ ।" কোন একজন ইমাম বুখারী (রহঃ) কে বলেন, সেই ঘটনার সময় আপনার বয়স কত ছিল? ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন, ১১ বছর । (সিয়ারু আলামিন নুবালা, খণ্ড-১২, পৃষ্ঠা-৩৯৩)

সে যুগের নিয়ম অনুসারে ইমাম সাহেবের সহপাঠিরা খাতা কলম নিয়ে উস্তাদ থেকে শোনা হাদীস লিখে নিতেন, কিন্তু ইমাম সাহেব (রহঃ) খাতা কলম সঙ্গে কিছুই নিতেন না । তিনি শুধু মনযোগ সহকারে উস্তাদের বর্ণিত হাদীস গুলো শুনতেন । ইমাম বুখারী (রহঃ) তখন বয়সে ছোট্ট ছিলেন । সহপাঠিরা তাঁকে এই বলে ভর্ৎসনা করত যে, খাতা কলম ছাড়া তুমি অনর্থক কেন এসে বস? একদিন তিনি বিরক্ত হয়ে বললেন, "তোমাদের লিখিত খাতা নিয়ে এস । এতদিন তোমরা যা লিখেছ তা আমি মুখস্ত শুনিয়ে নেই । কথামত তারা খাতা নিয়ে বসল আর এতদিন শ্রুত কয়েক হাজার হাদীস ইমাম বুখারী (রহঃ) ধারাবাহিকভাবে শুনিয়ে দিলেন । কোথাও কোন ভূল করলেন না । বরং তাদের লেখায় ভূলত্রুটি হয়েছিল, তারা তা শুনে সংশোধন করে নিল । তারা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল । এই ঘটনার পর ইমাম বুখারী (রহঃ) এর প্রখর স্মৃতিশক্তির কথা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল ।

ইমাম ওকী' ইবনুল জারাহ (রহঃ)

ইমাম ওকী’ ইবনুল জারাহ হলেন সেই ব্যাক্তি যাঁর ফিকাহ হযরত ইমাম বুখারী (রহঃ) অধ্যয়ন করেন ও মুখস্ত করে নিয়েছিলেন । ইমাম ওকী ইবনুল জারাহ (রহঃ)কে বিশিষ্ট হাদীসের স্তম্ভ হিসাবে গণনা করা হত । হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ) তাঁর ছাত্র হিসাবে পরম গৌরভ অনুভব করতেন । ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মায়ীম (রহঃ) তাঁর ব্যাপারে বলেন, “হযরত ওকী’র চেয়ে উপযুক্ত বলে কাউকেও দেখিনি । এবং তাঁর রেওয়ায়েত ও মতামত বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হতো ।”

এই ওকী’ ইবনুল জারাহ (রহঃ) ইমামে আযম আবু হানীফা (রহঃ) এর বিশেষ মুকাল্লিদ ছিলেন এবং তিনি ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) মতানুযায়ীই ফতোয়া দিতেন । ‘তাযকিরাতুল হুফফায’ গ্রন্থের ১/২৮২ পৃষ্ঠা, ই’লাউস সুনান (ভূমিকা ‘আবু হানীফাহ অ আসহাবুহু’) ২১/১৬ পৃষ্ঠা ও ‘তাহযীবুত তাহযীব’ ১১/১২৭ পৃষ্ঠায় লেখা আছে, তিনি ইমাম আবু হানীফার রায় অনুযায়ী ফতোয়া দিতেন । অর্থাৎ তিনি হানাফী মাযহাবের মুকাল্লিদ ছিলেন । তিনি ১৯৭ হিজরী সালে মারা যান । ইন্নালিল্লাহ ।

ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহঃ)

হযরত ইমাম বুখারী (রহঃ) যাঁর ফিকাহ মুখস্ত করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহঃ) ও ছিলেন । বিশিষ্ট মুহাদ্দিস নুদী ‘তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত’ কিতাবে ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহঃ) এর প্রশংসা করতে গিয়ে লিখেছেন, তিনি এমন একজন ইমাম যে, তাঁর নেতৃত্ব ও তেজস্বীতা সম্বন্ধে সকল ইমাম ও ফকীহগণ একমত । তাঁরা প্রসঙ্গ বর্ণনা করলে, খোদার রহমত নাযিল হত । তাঁর সাথে ভালবাসা জন্মাতে পারলে, আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রাপ্তির আশা করা যেত । মুহাদ্দিসগণ তাঁকে আমীরুল মোমেনীন ফিল হাদীস উপাধিতে ভূষিত করেছেন । এর দ্বারাই বুঝা যায় যে তিনি কতখানি প্রগাঢ় জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন । তাঁর কোন একজন ছাত্র তাঁকে একদিন ‘হে আলেমুল মাশরেক’ বলে আহ্বান করলেন । বিখ্যাত

মুহাদ্দিস ইমাম সুফিয়ান সাওরী (রহঃ) তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তিনি এটা শুনে বললেন, 'আপনি বড় কৃপণতা করলেন । তিনি শুধু আলেমুল মশরেক নন, আলেমুল মগরেবও বটেন ।'

হাম্বলী মাযহাবের ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ) ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহঃ) সম্পর্কে বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারকের জামানায় তাঁর চেয়ে অপর কেউ হাদীস সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করার জন্য অধিক চেষ্টা করেননি ।" ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহঃ) বলেন, "আমি চার হাজার শায়খের নিকট থেকে হাদীস শিখেছি । তার মধ্যে শুধু এক হাজার শায়খের কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছি ।" সহীহ বুখারী শরীফে হযরত ইমাম বুখারী (রহঃ) তাঁর থেকে বহু হাদীস বর্ণনা করেছেন । হাদীস শাস্ত্রে তিনি স্তম্ভস্বরুপ ছিলেন । হাদীস ও ফিকাহ সম্বন্ধে তাঁর বহু গ্রন্থ রয়েছে কিন্তু দুঃখের বিষয় এসব কিতাব আজকাল বাজারে আর পাওয়া যাচ্ছে না । তিনি জ্ঞান-গরিমা, পরহেজগারী, বুযুর্গী ও কামালিয়াতে এতই প্রসিদ্ধি ছিলেন যে, আমীর ওমরা ও রাজা বাদশাহ তাঁর তুলনায় তুচ্ছ ছিলেন ।

বিশ্ববিখ্যাত খলিফা হারুনুর রশীদ একদিন কোন স্থানে যান । সেখানে ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহঃ) পৌঁছাবার সংবাদ ঝড়বেগে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল । তখন অসংখ্য লোক তাঁকে স্বাগত জানানোর জন্য উন্মাদ হয়ে ছুটে চলল । বহু লোকের জুতা, জামা-কাপড় ছিঁড়ে গেল । কিন্তু সেসব দিকে কারো লক্ষ্য নেই । কে কার আগে আমীরুল হাদীসকে দেখবে, এটা ছাড়া লোকেদের অন্য কোন খেয়াল ছিল না । এই দৃশ্য দেখে খলিফা হারুনুর রশীদের স্ত্রী জিজ্ঞাসা করলেন যে, কার শুভাগমন হয়েছে যে, জনগণ এরুপ উন্মাদ হয়েছে? লোকেরা বলল, মগরেবের ও মশরেকের আলেমের শুভাগমন হয়েছে, তখন খলিফা হারুনুর রশীদের স্ত্রী বললেন, "প্রকৃতপক্ষে এটাকেই বাদশাহী বলা চলে । এটার তুলনায় হারুনুর রশীদের রাজত্ব অতি তুচ্ছ ব্যাপার । পুলিশ পেয়াদা ছাড়া জনগণ রাজা মহারাজাকে স্বাগত সমাদর করার জন্য কবে উন্মধ হয়ে অধীর হয়ে উঠে!"

এই হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহঃ) হযরত ইমাম আযম আবু হানীফা (রহঃ) এর বিশিষ্ট মুকাল্লিদ ছিলেন । আল্লামা বাজী (রহঃ) 'শরহুল মুআত্তা' কিতাবের ৭/৩০০ পৃষ্ঠা, 'মানাকিবে মুঅফফাক' কিতাবের ২/১১৩ পৃষ্ঠা ও 'মিফতাহুস সাআদাহ' কিতাবের ২/১১২ পৃষ্ঠায় লেখা আছে, তিনি হানাফী ছিলেন । অর্থাৎ তিনি ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এর মুকাল্লিদ ছিলেন ।

সুতরাং বুঝা গেল হযরত ইমাম বুখারী (রহঃ) ফিকাহর কিতাব আবু হানীফা (রহঃ) এর মুকাল্লিদদের কাছে বা হানাফীদের কাছে শিক্ষা করেছেন ।

ইমাম বুখারী (রহঃ) এর মাশায়েখগণ

মুহাম্মাদ বিন সালাম বিকান্দীঃ

মুহাম্মাদ বিন সালাম বিকান্দী আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহঃ), সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাহ (রহঃ) এর ছাত্র ছিলেন । তিনি ইমাম মালিক (রহঃ) এর যুগ পেয়েছিলেন । তিনি ইসলামী জ্ঞান প্রচার প্রসারের জন্য হাজার হাজার টাকা খরচা করেন । একবার তাঁর দরসগাহে কলম ভেঙে গিয়েছিল । তখন তিনি ঘোষনা করেন যে তাঁকে কলম এনে দেবে তাকে প্রতি কলমের বিনিময়ে একটি করে মুদ্রা দেওয়া হবে । তখন সকলেই কলম আনতে শুরু করলেন । কয়েক লক্ষ্য কলম তিনি তৎক্ষণাৎ ক্রয় করে নেন । ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ) বলেন, আমি ইবনে সালাম বিকান্দী থেকে পাঁচ হাজার শুধু মওযু হাদীস বর্ণনা করেছি । তিনি ২৩৫ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন ।

আব্দুল্লাহ বিন সরীহ বলেন, মহান মুহাদ্দিস ছিলেন । তাঁর কাছে প্রচুর হাদীস রয়েছে । হাদীসের সন্ধানে তিনি অনেক স্থানে সফর করেন । জ্ঞানের প্রত্যেক শাখায় তাঁর লেখালেখি মওজুদ রয়েছে । (তাহযীবুল কামাল, খণ্ড-২৫, পৃষ্ঠা-৩৪৩) এই কথা 'সিয়ারু আলামিন নুবালা'

গ্রন্থেও ইমাম যাহাবী বলেছেন । তবে তিনি মুহাম্মাদ বিন গাফফারের দিকে মনসুব করে এই কথা বলেছেন । (১০/৬৩০)

আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ মুসনাদী (রহঃ)

ইমাম বুখারী (রহঃ) এর এই উস্তাদ আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ মুসনাদী (রহঃ) এর মুসনাদ হাদীসের সাথে খাস আকর্ষন ছিল । তাই তাঁকে মুসনাদী বলা হয় । তিনি ইবনে উয়াইনাহ (রহঃ), ফুজাইল বিন আয়াস (রহঃ), মুতামির বিন সুলাইমান (রহঃ) প্রভৃতিদের ছাত্র ছিলেন । তিনি ১১২ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২২৯ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন । তিনি ইয়ামান জুফীর পোতা ছিলেন যার হাতে ইমাম বুখারী (রহঃ) এর দাদা ইসলাম গ্রহণ করেন ।

আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ মুসনাদী (রহঃ) একজন 'সিক্বাহ' এবং হাফিয ছিলেন । তিনি মুসনাদে আহমাদের হাদীসগুলোকে একত্রিত করে সংকলন করেন ।

ইবরাহীম বিন আল আসআত (রহঃ)

ইমাম বুখারী (রহঃ) এর এই উস্তাদ ইবরাহীম বিন আল আসআত (রহঃ) বুখারা শহরের বাসিন্দা ছিলেন । তিনি ইবনে উয়াইনাহ (রহঃ), ফুজাইল বিন আয়াস (রহঃ) প্রভৃতি মহান মুহাদ্দিসদের ছাত্র ছিলেন । মুসনাদে হুমাইদী নামক বিখ্যাত হাদীসগ্রন্থের রচয়িতা ইমাম ইবনে হুমাইদ (রহঃ) এর উস্তাদ ছিলেন । ইমাম বুখারী (রহঃ) ইবরাহীম বিন আল আসআত (রহঃ) এর কাছ থেকে হাদীসের জ্ঞানের ভাণ্ডার অর্জন করেন এবং ১৬ বছর বয়স পর্যন্ত নিজের শায়েখের নিকট থেকে হাদীস সংগ্রহ করেন ।

মক্কী ইবনে ইবরাহীম (রহঃ)

মক্কী ইবনে ইবরাহীম (রহঃ) ইয়াযীদ বিন আবু উবাইদাহ এবং জাফর সাদিক (রহঃ) এর উস্তাদ ছিলেন । তিনি ৭০ জন তাবেয়ীন থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন । তিনি ৬০ বার হজ্ব পালন করেন । তিনি হাফিযুল হাদীস আস সিক্বাত নামে খ্যাত ছিলেন । তিনি ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইয়াহইয়া ইবনে মায়ীন (রহঃ) এরও উস্তাদ ছিলেন । তিনি ২১৫ হিজরী সনে ইন্তেকাল করেন ।

আলী বিন আয়াস (রহঃ)

আলী বিন আয়াস বিখ্যাত মুহাদ্দিস ছিলেন । তিনি লাইস বিন ইয়াযীদ বিন উসমান এর মত মুহাদ্দিসের উস্তাদ ছিলেন । এবং তিনি তিনি ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইয়াহইয়া ইবনে মায়ীন (রহঃ) এরও উস্তাদ ছিলেন । তিনি ২১৯ হিজরী সনে ইন্তেকাল করেন ।

নুআইম বিন ফজল বিন দকীন (রহঃ)

নুআইম বিন ফজল বিন দকীন (রহঃ) বিখ্যাত মুহাদ্দিস ছিলেন । তিনি আল হাফিযুল আলিম, সিক্বাহ ইয়াকজান, আরিফ বিল হাদীস প্রভৃতি উপাধীতে ভূষিত হন । তিনি মুহাদ্দিস আল আমাশ এর ছাত্র ছিলেন । তিনি ২১৯ হিজরী সনে ইন্তেকাল করেন ।

আব্দুল্লাহ বিন মুসা (রহঃ)

আব্দুল্লাহ বিন মুসা (রহঃ) কে হাফিযুল হাদীস, সাহিবুস সনদ বলা হত । তিনি ইবনে জুরাইজ এবং হিসাম বিন আরওয়াহ প্রভৃতিদের উস্তাদ ছিলেন । তিনি ২১৩ হিজরী সনে ইন্তেকাল করেন ।

ইসাম বিন খালিদ আল হামসী (রহঃ)

তিনি হুরাইজ বিন উসমানের ছাত্র ছিলেন । ইমাম নাসায়ী (রহঃ) তাঁকে 'সিক্বাহ' বা গ্রহণযোগ্য বলেছেন । তিনি ২১৫ হিজরী সনে ইন্তেকাল করেন ।

খাল্লাদ বিন ইয়াহইয়া আল সালমী (রহঃ)

তিনি মিশআর এবং মালিক বিন মিগওয়াল এর ছাত্র ছিলেন । ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) তাঁকে 'সিক্বাহ' বা গ্রহণযোগ্য বলেছেন । তিনি ২১৮ হিজরী সনে ইন্তেকাল করেন ।

হাদীস শিক্ষার জন্য সফর

বুখারার মাশায়েখদের কাছ থেকে ৬ বছর শিক্ষা অর্জন করার পর ২১০ হিজরী সনে ইমাম বুখারী (রহঃ) মা এবং ভাই আহমদ এর সাথে মক্কা মুকার্রমা সফর করেন । তখন তাঁর বয়স ছিল ১৫ কিংবা ১৬ বছর । বায়তুল্লাহ শরীফের হজ করেন । মা এবং ভাই আহমদ বুখারা ফিরে গেলেন কিন্তু ইমাম বুখারী (রহ) সেখানেই জ্ঞান অর্জনের জন্য মসগুল হয়ে গেলেন । মক্কা মুকার্রামায় দুই বছর অবস্থান করেন এবং সেখানকার বিখ্যাত মুহাদ্দিস আব্দুর রহমান আল মুকরী (রহঃ) [ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এর ছাত্র] হাসান বিন হাসান বসরী (রহঃ), আবুল ওলীদ আহমদ বিন আযরাকী (রহঃ) এবং ইমাম হুমাইদী (রহঃ) এর কাছে জ্ঞান অর্জন করেন । এখানে দুই বছর জ্ঞান অর্জনের পর ১৮ বছর বয়সে ২১২ হিজরী সনে মদীনা মুনাওয়ারায় রাওয়ানা হন । সেখানে তিনি আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ ওয়েইসী (রহঃ), আয়ুব বিন সুলাইমান বিন বিলাল (রহঃ), ইসমাইল বিন আবী ওয়েস (রহঃ) এবং এছাড়াও অন্যান্য মুহাদ্দিসদের কাছে জ্ঞান অর্জন করেন । (সিয়ারু আলামিন নুবালা, খণ্ড-১২, পৃষ্ঠা-৩৯৫)

হারামাইন শরীফায়েন ছাড়াও তিনি হাদীস শিক্ষার জন্য ইরান, ইরাক, মিশর, জাজিরা প্রভৃতি ইসলামী রাষ্ট্রে সফর করেন এবং সেখানকার মুহাদ্দিসদের কাছ থেকে হাদীসের শিক্ষা অর্জন করেন । তিনি স্বয়ং বলেছেন, "আমি শামদেশ, মিশর এবং জাজিরা দুই বার গিয়েছি । বাসরা চারবার গিয়েছি । হিজাজে ছয় বছর থেকেছি । কিন্তু কুফা এবং বাগদাদের মুহাদ্দিসের কাছে আমি কতবার গিয়েছি তার গণনাও করতে পারিনা ।" (হাদীউস সারী, পৃষ্ঠা-৪৭৮)

বসরা সফরঃ

বসরা শহরে ইমাম বুখারী (রহঃ) আবু আসিম আল নাবীল (রহঃ) [জন্ম ১২২ ও মৃত্যু ২১২ হিজরী] {ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এর ছাত্র}, মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন মুতহান্না আল আনসারী (রহঃ) [জন্ম ১১৮ ও মৃত্যু ২১৫ হিজরী] {ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এর ছাত্র}, আব্দুর রহমান বিন হাম্মাদ আল শায়ীসী (রহঃ) {মৃত্যু ২১২ হিজরী}, হিজাজ বিন মিনহাল (রহঃ) [মৃত্যু ২১৭ হিজরী], মুহাম্মাদ বিন আরআরাহ (রহঃ) [মৃত্যু ২১২ হিজরী], বদল বিন মুহাব্বির (রহঃ) [মৃত্যু ২১৫ হিজরী],, আব্দুল্লাহ বিন রাজা (রহঃ) [মৃত্যু ২২০ হিজরী], সাফওয়ান বিন ইসা (রহঃ), হরমী বিন ইমারাহ (রহঃ), আফান বিন সালীম (রহঃ), সুলাইমান বিন হারব (রহঃ), আবুল ওয়ালীদ আত তিয়ালসী (রহঃ) [ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এর ছাত্র], মুহাম্মাদ বিন সিনান (রহঃ) প্রভৃতি মুহাদ্দিসদের নিকট হাদীসের জ্ঞান অর্জন করেন ।

বাগদাদ সফরঃ

বাগদাদে তিনি ইমাম আহমদ বিন হাম্বাল (রহঃ) [ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এর ছাত্র], মুহাম্মাদ বিন সাবিক (রহঃ) [মৃত্যু ২১৪ হিজরী],, মুহাম্মাদ বিন ইসা বিন তাবা (রহঃ) [মৃত্যু ২২৪ হিজরী], সিরাজ বিন নুমান (রহঃ) [মৃত্যু ২১৭ হিজরী], আফফান বিন মুসলিম আল বাহিলী (রহঃ) [মৃত্যু ২২০ হিজরী], প্রভৃতি মুহাদ্দিসদের নিকট হাদীসের জ্ঞান অর্জন করেন । (সিয়ারু আলামিন নুবালা, খণ্ড-১২, পৃষ্ঠা-৩৯৪/তাহযীবুল আসমা লিল ইমাম নববী, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৭২) ইমাম যাহাবী (রহঃ) বলেছেন যে, হযরত ইমাম বুখারী (রহঃ) মোট এক হাজার মাশায়েখের কাছ থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন । (সিয়ারু আলামিন নুবালা, খণ্ড-১২, পৃষ্ঠা-৩৯৫)

এখানে স্মরণ রাখা উচিৎ যে, হাদীস শিক্ষার এই সফরে ইমাম আবু হাফস কাবীর হানাফী (রহঃ) এর পুত্র ইমাম আবু হাফস সাগীর হানাফী (রহঃ) [মৃত্যু ২৬৪ হিজরী] সহপাঠী এবং সফরসঙ্গীও ছিলেন । সেজন্য ইমাম যাহাবী (রহঃ) লিখেছেন, “ইমাম আবু হাফস সাগীর (রহঃ)

জ্ঞান অর্জনের সময় দীর্ঘকাল ইমাম বুখারী (রহঃ) এর সফরসঙ্গী ছিলেন ।” (সিয়ারু আলামিন নুবালা, খণ্ড-১২, পৃষ্ঠা-৬১৮)

বলখ সফরঃ

ইমাম বুখারী (রহঃ) হাদীসের শিক্ষা অর্জনের জন্য বলখ সফর করেন । সেখানে তিনি মক্কী ইবনে ইবরাহীম (রহঃ) এর কাছে শিক্ষা অর্জন করেন । এই মক্কী ইবনে ইবনে ইবরাহীম হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এর খাস ছাত্রদের মধ্যে একজন ছিলেন । তিনি ১২৬ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২১৪ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন ।

নিশাপুর সফরঃ

ইমাম বুখারী (রহঃ) হাদীসের শিক্ষা অর্জনের জন্য নিশাপুর সফর করেন । সেখানে তিনি ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া ইবনে বকর আল মুক্বরী (রহঃ) এর কাছে শিক্ষা অর্জন করেন । এই মক্কী ইবনে ইবনে ইবরাহীম হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এর খাস ছাত্রদের মধ্যে একজন ছিলেন । তিনি ১৪২ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২২৬ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন ।

মক্কা সফরঃ

মক্কা শহরে ইমাম বুখারী (রহঃ) আব্দুল্লাহ বিন ইয়াযীদ আল মুক্বরী (রহঃ) [জন্ম ১২০ ও মৃত্যু ২১৩ হিজরী], খাল্লাদ বিন ইয়াহইয়া আস সুলামী (রহঃ) [মৃত্যু ২১৩ হিজরী], হাসসান ইবনে হাসসান আল বসরী (রহঃ) [মৃত্যু ২১৩ হিজরী], আবুল ওলীদ আহমদ ইবনে মুহাম্মাদ আল আযরাকী (রহঃ) [মৃত্যু ২১৭ হিজরী], আব্দুল্লাহ বিন জুবাইর আল মুমাইদী (রহঃ) [মৃত্যু ২১৯ হিজরী] প্রভৃতিদের কাছে শিক্ষা অর্জন করেন ।

মদীনা সফরঃ

১৮ বছর বয়সে ২১২ হিজরী সনে মদীনা মুনাওয়ারায় শিক্ষা অর্জনের জন্য রাওয়ানা হন । সেখানে তিনি আযীয বিন আব্দুল্লাহ ওয়েইসী (রহঃ), আয়ুব বিন সুলাইমান বিন বিলাল (রহঃ) [মৃত্যু ২২৪ হিজরী], ইসমাইল বিন আবী ওয়েস (রহঃ), ইসমাইল ইবনে আবু ওয়ায়েস (রহঃ) [জন্ম ১৩৯ ও মৃত্যু ২২৬ হিজরী] প্রভৃতিদের কাছে হাদীসের শিক্ষা অর্জন করেন ।

মিশর সফরঃ

মিশরে ইমাম বুখারী (রহঃ) সায়িদ ইবনে আবী মারিয়াম (রহঃ) [জন্ম ১৪৪ ও মৃত্যু ২২৪ হিজরী], আহমদ বিন ইসকাব (রহঃ) [মৃত্যু ২১৮ হিজরী], আব্দুল্লাহ বিন ইউসুফ আত তিন্নেসী (রহঃ) [মৃত্যু ২১৫ হিজরী], আসবাগ ইবনে ফারাজ (রহঃ) [মৃত্যু ২২৫ হিজরী] প্রভৃতিদের কাছে হাদীসের শিক্ষা অর্জন করেন ।

শাম সফরঃ

ইমাম বুখারী (রহঃ) শাম দেশে আবুল ইয়ামান আল হাকাম ইবনে নাফী (রহঃ) [জন্ম ১৩৮ ও মৃত্যু ২২১ হিজরী], আদনান ইবনে আবী ইয়াস আল আসকালানী (রহঃ) [মৃত্যু ২২০ হিজরী], আলী ইবনে আইয়াস আল আলহানী (রহঃ) [মৃত্যু ২১৯ হিজরী], বিশর ইবনে শুয়াইব আল আল হিমস [মৃত্যু ২১৩ হিজরী], আবুল মুগিরাহ আব্দুল কুদ্দুস ইবনে হিজ্জাজ (রহঃ) [মৃত্যু ২২৪ হিজরী], আহমদ ইবনে খালিদ আল ওয়াহবী (রহঃ) [মৃত্যু ২১৪ হিজরী], মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ আল ফারিয়াবী (রহঃ) [জন্ম ১২০ ও মৃত্যু ২১২ হিজরী] এবং আবু মুশির আব্দুল আলা ইবনে মুশির (রহঃ) [জন্ম ১৪০ ও মৃত্যু ২১৮ হিজরী] প্রভৃতিদের কাছে হাদীসের শিক্ষা অর্জন করেন ।

কুফা সফরঃ

কুফা শহরে আব্দুল্লাহ বিন মুসা (রহঃ) [জন্ম ১২০ ও মৃত্যু ২১৩ হিজরী] [ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এর ছাত্র], আবু নুআইম ফজল বিন দকীন (রহঃ) [জন্ম ১৩০ ও মৃত্যু ২১৯ হিজরী] [ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এর ছাত্র], খালিদ বিন মাখাল্লাদ (রহঃ) [মৃত্যু ২১৩ হিজরী], তালিক্ক বিন ঘান্নাম আল নাখয়ী (রহঃ) [মৃত্যু ২১১ হিজরী], খালিদ বিন ইয়াযীদ আল মুকরী (রহঃ) [মৃত্যু ২১৫ হিজরী], আহমদ বিন ইয়াকুব (রহঃ), আসমা বিন আবান (রহঃ), হাসান বিন রাবেয়া (রহঃ), সায়ীদ বিন হাফস (রহঃ), ওমর বিন হাফস (রহঃ), আরওয়াহ (রহঃ), কাবীসা বিন উকবাহ (রহঃ), আবু গাসান (রহঃ) প্রভৃতি মুহাদ্দিসদের নিকট হাদীসের জ্ঞান অর্জন করেন ।

পর্যালোচনাঃ

প্রিয় পাঠক! হযক্সরত ইমাম বুখারী (রহঃ) এর শুরু থেকে হাদীস শিক্ষা, হাদীস শ্রবণের জন্য সফর অবস্থায় দুটি কথা আমাদের সামনে আসে ।

প্রথমতঃ যে হানাফী মাযহাবের সাথে ইমাম বুখারী (রহঃ) এর সাথে অতি মধুর সম্পর্ক ছিল । যেহেতু ইমাম আবু হাফস কাবীর (রহঃ) এর সাথে ইমাম বুখারী (রহঃ) এর পিতা ইমাম ইসমাইল (রহঃ) এর সাথে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল । তিনি ইমাম বু হাফস কাবীর (রহঃ) এর হালকায়ে দরসে অংশগ্রহণ করে ‘জামে সুফিয়ান’ শ্রবণ করেন । ইমাম আবু হাফস কাবীর (রহঃ) ইমাম বুখারী (রহঃ) এর জন্য দুয়া করেছিলেন, আমি আশা করি ভবিষ্যতে এর প্রচুর খ্যাতি এবং চর্চা হবে । তা অক্ষরে অক্ষরে ফলেছিল এবং ইমাম আবু হাফস কাবীর (রহঃ) এর পুত্র ইমাম আবু হাফস সাগীর (রহঃ) ইমাম বুখারী (রহঃ) এর সহপাঠি ও সফরসঙ্গী ছিলেন । এই ইমাম আবু হাফস সাগীর (রহঃ) এর জন্য ইমাম যাহাবী (রহঃ) বলেন,

“তিনি ‘সিক্বাহ’ বা নির্ভরযোগ্য ছিলেন, অত্যন্ত পরহেজগার ছিলেন, আলিমে রাব্বানী ছিলেন এবং সুন্নাতের অধিক পাবন্দ ছিলেন ।” (সিয়ারু আলামিন নুবালা, খণ্ড-১২, পৃষ্ঠা-৬১৮)

এই দুইজন অর্থাৎ ইমাম আবু হাফস কাবীর (রহঃ) [মৃত্যু ২১৭ হিজরী] এবং ইমাম আবু হাফস সাগীর (রহঃ) [মৃত্যু ২৬৪ হিজরী] বিখ্যাত হানাফী আলেম ছিলেন । বুখারা শহরে আহনাফের ইলমী রিয়াসত তাঁদের মাধ্যমেই সমাপ্ত হয় ।

হযরত ইমাম বুখারী (রহঃ) শিক্ষা অর্জনের প্রাথমিক অবস্থায় হযরত ইমাম ওকী (রহঃ), হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহঃ) প্রভৃতিদের কিতাব মুখস্ত করে ফেলেন এবং ‘জামে সুফিয়ান’ কিতাবের শ্রবণ করেন । এই ‘জামে সুফিয়ান’ কিতাবটি হানাফী ফিকাহার উপরেই লেখা হয়েছে । আর হযরত ইমাম ওকী (রহঃ) ও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহঃ) দুজনেই ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এর ছাত্র এবং হানাফী মাযহাবের বিখ্যাত মুহাদ্দিস ছিলেন । জামে সুফিয়ানের ব্যাপারে ইয়াযীদ বিন হারুন (রহঃ) বলেছেন, “সুফিয়ান সাওরী (রহঃ) ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এর ফিকাহকে আলী মিন মুসহার থেকে হাসিল করেন এবং তাঁরই সাহায্য নিয়ে এই কিতাবের নাম জামে রাখেন ।” (মুকাদ্দামা কিতাবুল তা’লিম লিল আলামাতি মাসউদ বিন বিন শায়বাতি, পৃষ্ঠা-১৩৩)

দ্বিতীয়তঃ হল যে, ইমাম বুখারী (রহঃ) হারামাইন শরীফাইনের সফরের পরে ইরাক পৌঁছান এবং সেখানে বাসরা, কুফা, বাগদাদ প্রভৃতি স্থানের মুহাদ্দিসদের কাছে জ্ঞান অর্জন করেন । তিনি বলেছেন যে, “আমি শামদেশ, মিশর এবং জাজিরা দুই বার গিয়েছি । বাসরা চারবার গিয়েছি । হিজাজে ছয় বছর থেকেছি । কিন্তু কুফা এবং বাগদাদের মুহাদ্দিসের কাছে আমি কতবার গিয়েছি তার গণনাও করতে পারিনা ।” (হাদীউস সারী, পৃষ্ঠা-৪৭৮)

এর দ্বারা বুঝা যায় যে ইমাম বুখারী (রহঃ) এর নিকট ইরাক রাষ্ট্র হাদীস শাস্ত্রের ব্যাপারে গুরুত্ত্ব অপরিসীম এবং সেখানকার মুহাদ্দিসগণ নিঃসন্দেহে গ্রহণযোগ্য । তিনি সেখান থেকে

হাদীসের জ্ঞান অর্জন করেন যেখানে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এবং তাঁর ছাত্র ইমাম কাযী আবু ইউসুফ (রহঃ), ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ) ছাত্রগণ ছিলেন এবং তাঁরা কট্টর হানাফী ছিলেন । ইমাম বুখারী (রহঃ) এইসব কট্টর হানাফী আলেমদেরকে এতটাই গুরুত্ব দিয়েছেন যে বুখারী শরীফের পাতায় পাতায় তাদের থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন ।

কুফার ইলমী বৈশিষ্ট

আমি মনে করু কুফার দিকে একবার দৃষ্টিপাত করা যাক । আসলে কুফার মধ্যে কি এমন বৈশিষ্ট আছে যে ইমাম বুখারী (রহঃ) অসংখ্যবার সেখানে জ্ঞান অর্জনের জন্য গিয়েছেন । এই ব্যাপারে আমি যখন কুফার ইতিহাস পড়ি তখন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এসে যায় ।

কুফার ইতিহাস পড়লেই দেখা যায় যে, হযরত ফারুকে আযম হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) এর খেলাফতকালে যখন হযরত সাআদ বিন আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) ইরাক রাষ্ট্র জয় করেন তখন ওমর ফারুক (রাঃ) কুফা শহকে গঠন করার হুকুম দেন । সুতরাং ১৭ হিজরী সনে কুফা শহর গঠন করা হয় । এই কুফা শহর আবাদ হওয়ার পর অধিক সংখ্যক সাহাবায়ে কেরাম সেখানে বাসস্থান শুরু করেন ।

কুফায় সাহাবায়ে কেরামদের আগমন

আল্লামা ইবনে সাআদ (রহঃ) [মৃত্যু ২৩০ হিজরী] লিখেছেন, “৭০ জন বদরী সাহাবী এবং বায়েতে রিজওয়ানে অংশগ্রহণকারী সাহাবায়ে কেরাম কুফায় আগমন করেন ।” (তাবক্কাতে ইবনে সাআদ, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-৯)

হাফিয আবু বিশর দওলাবী (রহঃ) [মৃত্যু ৩১০ হিজরী] সনদসহ বিখ্যাত তাবেয়ী হযরত ক্বাতাদাহ (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, "নবী (সাঃ) এর সাহাবায়ে কেরামদের মধ্যে এক হাজার পঞ্চাশ জন এবং বদরের যুদ্ধে নবী (সাঃ) এর সাথে অংশগ্রহণকারী ২৪ জন সাহাবী কুফায় বসবাস শুরু করেন ।" (কিতাবুল কনী ওয়াল আসমা, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৭৪)

আবুল হাসান আহমদ বিন ইজলী [মৃত্যু ২৪১ হিজরী] লিখেছেন, "কুফাতে ১০৫০ জন সাহাবায়ে কেরাম আগমন করেন ।" (ফতহুল ক্বাদীর লিল ইমাম ইবনে হুমাম, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৯১)

'তাবক্বাতে ইবনে সাআদ' গ্রন্থের মধ্যে হযরত আল্লামা ইবনে সাআদ (রহঃ) হাওয়ালাসহকারে নাফে বিন জবীর বিন মুতয়ীম থেকে হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) এর বক্তব্য উল্লেখ করেছেন, যেখানে হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) বলেছেন, "কুফাতে মহান ব্যাক্তিগণ রয়েছেন ।" (তাবক্বাতে ইবনে সাআদ)

এটা বাস্তব যে এখানে হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) যে সেই মহান ব্যাক্তিদেরকে ইলমের কারণেই মহান বলেছেন ।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) কুফার গঠন থেকে শুরু করে হযরত উসমান গণী (রাঃ) এর খেলাফত পর্যন্ত কুফাবাসীদের মধ্যে কুরআন এবং ফিকাহর মাসায়েল শিক্ষা দেওয়াতেই মগ্ন থাকতেন । এই পর্যন্ত কুফা নগরী কিরাত, ফকীহ, মুহাদ্দিস দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে যায় । বিদগ্ধ উলামাদের মতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) এর প্রচেষ্টার ফলে ৪০০০ উলামা তৈরী হন । হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) এর সাথে জলীলুল ক্বাদীর সাহাবী যেমন, হযরত সাআদ বিন আবী ওয়াক্কাস (রাঃ), হযরত হুযাইফাহ বিন ইয়ামান (রাঃ), হযরত ওমর বিন ইয়াসীর (রাঃ) হযরত সালমান ফারসী (রাঃ), হযরত আবু মুসা আশআরী (রাঃ) প্রভৃতিরাও অংশগ্রহণ করেছিলেন । হযরত আলী (রাঃ) যখন কুফাতে প্রবেশ করলেন তখন কুফার মধ্যে ফুকাহাদের আধিক্য দেখে খুশি হয়ে বলেছিলেন, "আল্লাহ তাআলা ইবনে মাসউদ

(রাঃ) এর ভাল করুন যে তিনি এই শহরকে জ্ঞান দ্বারা পূর্ণ করে দিয়েছেন । ইমাম আবু বকর আতীক বিন দাউদ ইয়ামেনী (রহঃ) বলেছেন যে, "হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) এর এন্তেকালের পর হযরত আলী (রাঃ) কুফা নগরীতে আসেন । সেই সময় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) এর ছাত্ররা কুফাতে লোকেদেরকে ফকীহ বানাতে মগ্ন ছিলেন । জনাব আমীর (হযরত আলী) কুফার জামে মসজিদে এসে দেখলেন সেখানে ৪০০ মতো দোয়াত কালী রয়েছে । ছাত্ররা ইলম অর্জনে ব্যাস্ত রয়েছে । এই দৃশ্য দেখে হযরত আলী (রাঃ) বললেন, "নিঃসন্দেহে ইবনে মাসউদ (রাঃ) লোকেদেরর কুফার চিরাগ বানিয়ে ছেড়েছেন ।" (তাযকিরাতুল হুফফায, খণ্ড-১, পৃষ্টা-১৪)

ইমাম রাহমর মিযযী (রহঃ) [মৃত্যু ৩৬০ হিজরী] স্বীয় সনদ সহকারে ইমাম আনাস ইবনে সীরীন (রহঃ) থেকে বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন, "আমি যখন কুফা আসি তখন সেখানে দেখি ৪০০০ হাদীসের ছাত্র ও ৪০০ ফুকাহা রয়েছে ।" (আল হাদীসুল ফাসিল, পৃষ্ঠা-৫৬০)

'তাবক্কাতে ইবনে সাআদ' কিতাবের পুরো একটি খণ্ডই কুফার উলামা, সাহাবা, তাবেয়ীন, তাবে-তাবেয়ীনদের ব্যাপারে বর্ণনা করা হয়েছে । আর সেই 'তাবক্কাতে ইবনে সাআদ' কিতাবে পুরো ১০০০ কুফার উলামার নাম মওজুদ রয়েছে । যা উক্ত কিতাবের অন্যান্য শহরে কুফার তুলনায় খুবই কম । বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম হাকিম (রহঃ) [মৃত্যু ৪০৫ হিজরী] তাঁর বিখ্যাত কিতাব 'মাআরেফাতি উলুমুল হাদীস' এর মধ্যে ইসলামী শহরগুলিতে অবস্থানরত মুহাদ্দিসদের ব্যাপারে বর্ণনা করেছেন । কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় হল, সমস্ত শহরের মধ্যে শুধু কুফারই একটি এমন গুরুত্ত্ব রয়েছে যে, সেই শহরের হাদীসের আয়েম্মাদের বর্ণনা সাড়ে তিন পৃষ্ঠা জুড়ে রয়েছে । কিন্তু অন্যদিকে অন্য শহরের মুহাদ্দিসদের বাপারে যে বর্ণনা করা আছে তা এক পৃষ্ঠারও বেশী নয় । (মাআরেফাতি উলুমুল হাদীস, ২৪৩)

হাফিয ইমাম রাহমর মিযযী (রহঃ) স্বীয় কিতাবে সনদসহ ইমাম আহমদ বিন হাম্বাল (রহঃ) এবং ইমাম বুখারী (রহঃ) এর উস্তাদ ইমাম আফান বিন মুসলিম (রহঃ) [মৃত্যু ২২০

হিজরী] থেকে উল্লেখ করে লিখেছেন, “তিনি কিছু লোকেদেরকে বলতে শুনেছেন যে, আমি অমুক অমুক ব্যাক্তির গ্রন্থ নকল করে নিয়েছি, এর ব্যাপারে তিনি বলেছেন, আমার মতে এই ধরণের লোকেরা সফল হয় না । আমাদের নীতি হল যে, আমি যখন একজন উস্তাদের কাছে যাই তখন তাঁর কাছে সেইসব হাদীসই শুনি যা এর আগে কারো কাছে শুনিনি এবং এরপর যখন দ্বিতীয় জনের কাছে যাই তাঁর কাছে সেইসব শুনি যা এর আগে শুনিনি । কিন্তু যখন কুফায় এলাম তখন সেখানে চার মাস থেকেছি । আমি যদি চাইতাম তাহলে এক লাখ হাদীল লিখতে চাইলে লিখতে পারতাম । কিন্তু আমি শুধুমাত্র পঞ্চাশ হাজার (৫০,০০০) হাদীস লিখে নিই । আমি কারো কাছ থেকে না শুনে লিখতে রাজী হয়নি শুধুমাত্র শরীক (রহঃ) ছাড়া । তিনি এটাকে অস্বীকার করেন । আমি কুফার মধ্যে এমন কোন ব্যাক্তিকে দেখিনি যে, কেউ যদি কোন আরবীয়াতে ভূল করে আর সেটাকে গোপন রেখেছে ।” (আল হাদীসুল ফাসিল, পৃষ্ঠা-৫৫৯)

আল্লামা তাজুদ্দীন সুবকী (রহঃ) [মৃত্যু ৭৭১ হিজরী] ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) এর পুত্র হাফিয আবু বকর আব্দুল্লাহ বিন আবী দাউদ (রহঃ) এর জুবানী উল্লেখ করে লিখেছেন, যে তিনি বলেছেন, “আমি যখন কুফায় এলাম তখন আমার কাছে শুধুমাত্র এক দিরহাম মুদ্রা ছিল । আমি সেই এক দিরহাম দিয়ে ৩০ মুদ মটর কলাই কিনলাম । প্রতিদিন এক মুদ মটর কলাই খেতাম এবং আবু সায়ীদের নিকট এক হাজার হাদীস লিখতাম । এইভাবে আমি একমাসে ৩০ হাজার হাদীস লিখে নিই । এই মধ্যে মকতু এবং মুরসাল হাদীসও ছিল ।” (তাবক্বাতুস শাফেয়ীয়া লিল কুবরা, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩০৮)

দেখুন এই কুফা শহরের ইলমে হাদীসের অবস্থা কেমন ঐতিহ্যপূর্ণ ছিল যে ইমাম আফান বিন মুসলিমের মত ইমামুল মুহাদ্দীসিন কেবলমাত্র চার মাসে ৫০ হাজার হাদীস লিখেছিলেন এবং ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) এর পুত্র ইমাম আবু বকর বিন আবী দাউদ (রহঃ) এক মাসে ৩০ হাজার হাদীস লিপিবদ্ধ করেন । ঠিক এই কারণেই ইমাম আহমদ বিন হাম্বাল (রহঃ) এর পুত্র আব্দুল্লাহ (রহঃ) যখন তাঁর পিতাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, আপনার মত অনুযায়ী তালিবে ইলমকে কি করা উচিৎ সে যদি একজন উস্তাদের খিদমতেই থেকে হাদীস লিখতে চাই অথবা সেইসব

স্থানে যায় যেখানে জ্ঞান চর্চা করা হয় । তখন ইমাম আহমদ বিন হাম্বাল (রহঃ) বলেন যে, তাকে সফর করা উচিৎ এবং বিভিন্ন স্থানের উলামাদের নিকট থেকে হাদীস লেখা উচিৎ । সেই উলামাদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইমাম আহমদ বিন হাম্বাল (রহঃ) কুফাবাসী উলামাদের কথাই বলেছেন । ইমাম আহমদ বিন হাম্বাল (রহঃ) বলেন, "সে যেন সফর করে এবং কুফাবাসী, বসরাবাসী, মদীনাবাসী এবং মক্কাবাসীদের কাছ থেকে হাদীস লিখে ।" [তাদরীবুর রাবী, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৮৫, লেখকঃ আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ)]

আল্লামা ইবনে সাআদ (রহঃ) [মৃত্যু ২৩০ হিজরী] স্বীয় সনদে লিখেছেন যে, আব্দুল জাব্বার বিন আব্বাস (রহঃ) তাঁর পিতা আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন যে, "আমি ইমামুল হারাম মক্কার মুহাদ্দিস হযরত আত্বা বিন আবী বারাহ (রহঃ) এর খিদমতে হাজির হয়ে মাসআলা জিজ্ঞাসা করলাম তখন তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কারা? আমি বললাম যে, আমি কুফাবাসী । তখন তিনি বললেন, আশ্চর্য্য যে তুমি আমার কাছে মাসআলা জিজ্ঞাসা করছ, অথচ আমাদের মক্কাবাসীদের কাছে জ্ঞান তো তোমাদের কুফাবাসীদের কাছ থেকেই আসে ।" (তাবক্কাতে ইবনে সাআদ, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-১১)

হযরত আত্বা বিন আবী বারাহ (রহঃ) জলীলুল ক্কাদীর তাবেয়ীন এবং হামাম শরীফের ইমাম, মুহাদ্দিস হওয়া সঙ্গে ফকীহ এবং মুজতাহীদও ছিলেন । মহান মুহাদ্দিসগণনের শায়েখও ছিলেন । তিনি বলেছেন যে, "আমাদের মক্কাবাসীদের কাছে জ্ঞান তো তোমাদের কুফাবাসীদের কাছ থেকেই আসে ।" এটা সেই যুগের কুফাবাসীদের ইলমের গভীরতা কতটা ছিল তার এক স্পষ্ট দলীল ।

তাযকিরাতুল হুফফায কিতাবে কুফার মুহাদ্দিসদের বর্ণনা

উলামায়ে কেরামগণ হাদীসের হুফফাযদের অবস্থার উপর স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছেন । এইসব গ্রন্থে শুধুমাত্র সেইসব ব্যাক্তিদের ব্যাপারে বর্ণনা করা হয়েছে যাঁরা তাঁদের যুগের

হাদীসের হুফফায ছিলেন । সেইসব গ্রন্থের মধ্যে বিখ্যাত হল ‘তাযকিরাতুল হুফফায’ নামক গ্রন্থ । লিখেছেন আল্লামা হাফিয শামসুদ্দীন যাহাবী (রহঃ) [মৃত্যু ৭২৮ হিজরী] । তিনি এই কিতাবে সেইসব ব্যাক্তিদের কোন বর্ণনা করেন নি যাঁরা হুফফাযে হাদীস ছিলেন না । ইমাম যাহাবী (রহঃ) আল্লামা ইবনে কুতাইবা (রহঃ) এর ব্যাপারে লিখেছেন, “ইবনে কুতাইবা জ্ঞানের ভাণ্ডার ছিলেন কিন্তু হাদীসের ব্যাপারে তাঁর অবদান কম তাই তাঁর ব্যাপারে আমি কোন বর্ণনা করিনি ।” (তাযকিরাতুল হুফফায, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৬৩৩)

খারজিয়া বিন জায়েদ (রহঃ) যদিও ফুকাহা ছিলেন তাঁরা ব্যাপারে ইমাম শামসুদ্দীন যাহাবী (রহঃ) শুধুমাত্র এটাই লিখেছেন, “যেহেতু হাদীসের ব্যাপারে তাঁর অবদান কম তাই তাঁকে হাদীসের হুফফাযদের মধ্যে গণ্য করা যায় না ।” (তাযকিরাতুল হুফফায, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৯১)

অনুরুপ সেইসব লোকেদের ব্যাপারেও কোন বর্ণনা নেই যাঁরা হাদীসের হুফফায তো ছিলেন কিন্তু মুহাদ্দিসদের নিকট কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই । তাই ইমাম যাহাবী (রহঃ) ওয়াকদারী এবং হিশাম কালবীকে হাদীসের হুফফাযদের মধ্যে গণ্য করেন নি । উক্ত ‘তাযকিরাতুল হুফফায’ গ্রন্থে শুধুমাত্র ২৫৬ হিজরী পর্যন্ত (এই সালেই ইমাম বুখারীর এন্তেকাল হয়) সেইসব মুহাদ্দিসদের বর্ণনা পড়ে নিন যাঁদেরকে ইমাম যাহাবী (রহঃ) কুফী বলেছেন । আমি এখানে সেইসব কুফার মুহাদ্দিসদের নাম উল্লেখ করব যাদের ব্যাপারে ইমাম যাহাবী (রহঃ) স্বতন্ত্র অধ্যায় লিখেছেন । তাহলে শুনুন কুফার মুহাদ্দিসদের নামঃ

১) ইমাম আলক্বামা বিন কায়েস (রহঃ) [মৃত্যু ৬২ হিজরী]
২) মাসরুক আল হিমদানী (রহঃ) [মৃত্যু ৬৩ হিজরী]
৩) আল সাউদ বিন জায়েদ আল নাখয়ী (রহঃ) [মৃত্যু ৭৫ হিজরী]
৪) আবিদাহ বিন আমরু আল সালমানী (রহঃ) [মৃত্যু ৭২ হিজরী]
৫) সাউদ বিন গাফালাহ আল কুফী (রহঃ) [মৃত্যু ৮১ হিজরী]
৬) জের বিন জুয়িস আবু মরিয়াম আল সাদী (রহঃ) [মৃত্যু ৮২ হিজরী]

৭) রাবে বিন খাসীম আবু জায়েদ আল সাওরী (রহঃ) [মৃত্যু ৬৩ হিজরী]

৮) আব্দুর রহমান বিন আবী ইয়ালা (রহঃ) [মৃত্যু ৭৩ হিজরী]

৯) আব্দুর রহমান বিন আল সালমী (রহঃ) [মৃত্যু ৭৩ হিজরী]

১০) আবু উমাইয়াহ শারীহ বিন আল হারিস (রহঃ) [মৃত্যু ৭৮ হিজরী]

১১) আবু মিকদাম শরীহ আল মিজজী (রহঃ) [মৃত্যু ৮৭ হিজরী]

১২) আবু ওয়ায়েল শকীক বিন সালমা (রহঃ) [মৃত্যু ৮২ হিজরী]

১৩) কায়েস বিন আবু হাযম (রহঃ) [মৃত্যু ৯৭ হিজরী]

১৪) আমরু বিন মামুন আবু আব্দুল্লাহ (রহঃ) [মৃত্যু ৭৫ হিজরী]

১৫) জায়েদ বিন ওহাব আবু সুলাইমান (রহঃ) [মৃত্যু ৮৪ হিজরী]

১৬) মাআরুর বিন সাওয়ায়িদ বিন আবু উমাইয়াহ আল সাদী (রহঃ) [মৃত্যু ১২০ হিজরী]

১৭) আবু আমরু সাআদ বিন আয়াস আস শায়বানী (রহঃ) [মৃত্যু ৯৭ হিজরী]

১৮) রাবে বিন হারাস (রহঃ) [মৃত্যু ১০১ হিজরী]

১৯) ইবরাহীম বিন ইয়াযীদ আল তাইমী (রহঃ) [মৃত্যু ৯২ হিজরী]

২০) ইবরাহীম বিন ইয়াযীদ আবু ইমরান আল নাখয়ী (রহঃ) [মৃত্যু ৯৫ হিজরী]

২১) সায়ীদ বিন জাবীর (রহঃ) [মৃত্যু ৯৫ হিজরী]

২২) আমীর বিন সারাহীল আল হিমদানী (রহঃ) [মৃত্যু ১০৪ হিজরী]

২৩) আমরু বিন আব্দুল্লাহ আবু ইসহাক (রহঃ) [মৃত্যু ১২৭ হিজরী]

২৪) জায়েব বিন আবী সাবিত (রহঃ) [মৃত্যু ১১৯ হিজরী]

২৫) আল হাকীম বিন উকবাহ আবু আমরু আল কিন্দী (রহঃ) [মৃত্যু ১১৫ হিজরী]

২৬) আমরু বিন মারাহ আবু আব্দুল্লাহ (রহঃ) [মৃত্যু ১১৬ হিজরী]

২৭) আল কাসিম বিন মাখমারাহ আবু আমরু (রহঃ) [মৃত্যু ১১১ হিজরী]

২৮) আব্দুল মালিক বিন আমীর (রহঃ) [মৃত্যু ১৩৬ হিজরী]

২৯) মানসুর বিন আল মু'তামির (রহঃ) [মৃত্যু ১৩২ হিজরী]

৩০) মুগিরাহ বিন মিকসাম (রহঃ) [মৃত্যু ১২৬ হিজরী]

৩১) হাসান বিন আব্দুর রহমান (রহঃ) [মৃত্যু ১২৬ হিজরী]

৩২) সুলাইমান বিন ফিরোজ (রহঃ) [মৃত্যু ১৩৮ হিজরী]
৩৩) আস সামীয়ীল বিন আবী খালিদ (রহঃ) [মৃত্যু ১৪৫ হিজরী]
৩৪) সুলাইমান বিন মিহরান আল আমাশ (রহঃ) [মৃত্যু ১৪৮ হিজরী]
৩৫) আব্দুল মালিক বিন সুলাইমান (রহঃ) [মৃত্যু ১৪৫ হিজরী]
৩৬) নুমান বিন সাবিত (রহঃ) [মৃত্যু ১৫০ হিজরী]
৩৭) মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান বিন আবী ইয়ালা (রহঃ) [মৃত্যু ১৪৮ হিজরী]
৩৮) হিজাজ বিন আরতাহ (রহঃ) [মৃত্যু ১৪৯ হিজরী]
৩৯) মাসআর বিন কিদাম আল হিমদানী (রহঃ) [মৃত্যু ১৭৫ হিজরী]
৪০) আবুর রহমান বিন আব্দুল্লাহ আল মাসউদী (রহঃ) [মৃত্যু ১৬০ হিজরী]
৪১) সুফিয়ান বিন সায়ীস আস সাওরী (রহঃ) [মৃত্যু ১৬১ হিজরী]
৪২) ইসরাইল বিন ইউনুস আল সাবিয়ী (রহঃ) [মৃত্যু ১৬২ হিজরী]
৪৩) জাহিদাহ বিন ক্বাদামাহ (রহঃ) [মৃত্যু ১৬১ হিজরী]
৪৪) আল হাসান বিন সালেহ (রহঃ) [মৃত্যু ১৬৮ হিজরী]
৪৫) শায়বান বিন আব্দুর রহমান (রহঃ) [মৃত্যু ১৬৪ হিজরী]
৪৬) কায়েস বিন রাবেহ আবু মুহাম্মাদ (রহঃ) [মৃত্যু ১৬৭ হিজরী]
৪৭) ওয়ারাফা বিন আমরু (রহঃ) [মৃত্যু ১৬০ হিজরী]
৪৮) শারীক বিন আব্দুল্লাহ আল কাযী (রহঃ) [মৃত্যু ১৭৭ হিজরী]
৪৯) জহীর বিন মুআবিয়া আবু হানীফা (রহঃ) [মৃত্যু ১৭৩ হিজরী]
৫০) আল কাসীম বিন মায়ীন (রহঃ) [মৃত্যু ১৭৫ হিজরী]
৫১) আবুল আহওয়াস সালাম বিন সালীম (রহঃ) [মৃত্যু ১৯৭ হিজরী]
৫২) বশর বিন আল কাসীম (রহঃ) [মৃত্যু ১৭৮ হিজরী]
৫৩) সুফিয়ান বিন আওয়াইনাহ আবু মুহাম্মাদ (রহঃ) [মৃত্যু ১৯৭ হিজরী]
৫৪) আবু বকর বিন আয়াস (রহঃ) [মৃত্যু ১৯৩ হিজরী]
৫৫) ইয়াহইয়া বিন যাকারিয়া বিন আবী যাহিদাহ (রহঃ) [মৃত্যু ১৮২ হিজরী]
৫৬) আব্দুস সালাম বিন হারব (রহঃ) [মৃত্যু ১৮৭ হিজরী]

৫৭) যরীর বিন আব্দুল হামীদ (রহঃ) [মৃত্যু ১৮৮ হিজরী]

৫৮) সুলাইমান বিন হিব্বান আল হামার আবু খালিদ (রহঃ) [মৃত্যু ১৯৮ হিজরী]

৫৯) ইবরাহীম বিন মুহাম্মাদ আল ফিযারী (রহঃ) [মৃত্যু ৮৫ হিজরী]

৬০) ইসা বিন ইউনুস আল সাবিয়ী (রহঃ) [মৃত্যু ১৭৮ হিজরী]

৬১) আব্দুল্লাহ বিন ইদরীস (রহঃ) [মৃত্যু ১৯২ হিজরী]

৬২) ইয়াহইয়া বিন ইমান আবু যাকারিয়া (রহঃ) [মৃত্যু ১৮৯ হিজরী]

৬৩) হামীদ বিন আব্দুর রহমান আবু আওফ (রহঃ) [মৃত্যু ১৯০ হিজরী]

৬৪) আলী বিন মুশহর আবুল হাসান (রহঃ) [মৃত্যু ৮৬ হিজরী]

৬৫) আব্দুর রহীম বিন সুলাইমান (রহঃ) [মৃত্যু ১৮৭ হিজরী]

৬৬) ইয়াকুব বিন ইবরাহীম আল আনসারী (রহঃ) [মৃত্যু ২০৮ হিজরী]

৬৭) আবু মুআবিয়া মুহাম্মাদ হাযম (রহঃ) [মৃত্যু ১৯৫ হিজরী]

৬৮) মারওয়ান বিন মুআবিয়া (রহঃ) [মৃত্যু ১৯৩ হিজরী]

৬৯) হাফস বিন গিয়াস আল নাখয়ী (রহঃ) [মৃত্যু ১৯৪ হিজরী]

৭০) ওকীহ বিনুল জারাহ (রহঃ) [মৃত্যু ১৯৭ হিজরী]

৭১) আবিদা বিন হামীদ (রহঃ) [মৃত্যু ১৯০ হিজরী]

৭২) উবাইদুল্লাহ আল শা'বী (রহঃ) [মৃত্যু ১৮২ হিজরী]

৭৩) উবাদাহ বিন সুলাইমান (রহঃ) [মৃত্যু ১৮৮ হিজরী]

৭৪) আব্দুর রহমান বিন মুহাম্মাদ (রহঃ) [মৃত্যু ১৯৫ হিজরী]

৭৫) মুহাম্মাদ বিন ফজল (রহঃ) [মৃত্যু ১৯৫ হিজরী]

৭৬) হাম্মাদ বিন আসামিয়া (রহঃ) [মৃত্যু ২০৩ হিজরী]

৭৭) মুহাম্মাদ বিন বশর (রহঃ) [মৃত্যু ২০৩ হিজরী]

৭৮) ইয়াহইয়া বিন সায়ীদ আল কুরশী (রহঃ) [মৃত্যু ১৯৪ হিজরী]

৭৯) ইউনুস বিন বাকীর (রহঃ) [মৃত্যু ১৯৯ হিজরী]

৮০) আব্দুল্লাহ বিন নামীর (রহঃ) [মৃত্যু ১৯৯ হিজরী]

৮১) শাজা বিন আল ওলীদ আবু বদর (রহঃ) [মৃত্যু ২০৪ হিজরী]

৮২) মুহাম্মাদ বিন উবাইদুল আল ইয়াদী (রহঃ) [মৃত্যু ২০৪ হিজরী]

৮৩) আব্দুল্লাহ বিন দাউদ আল খুরাইবী (রহঃ) [মৃত্যু ২১৩ হিজরী]

৮৪) হাসান বিন আলী আবু আলী (রহঃ) [মৃত্যু ২০৩ হিজরী]

৮৫) জায়েদ বিন আল হাবাব (রহঃ) [মৃত্যু ২০৩ হিজরী]

৮৬) আব্দুল্লাহ বিন মুসা (রহঃ) [মৃত্যু ২১৩ হিজরী]

৮৭) ইসহাক বিন সুলাইমান (রহঃ) [মৃত্যু ২০০ হিজরী]

৮৮) মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ (রহঃ) [মৃত্যু ২০৩ হিজরী]

৮৯) ইয়াহইয়া বিন আদম (রহঃ) [মৃত্যু ২০৩ হিজরী]

৯০) দাউদ বিন ইয়াহইয়া (রহঃ) [মৃত্যু ২০৩ হিজরী]

৯১) আব্দুল্লাহ বিন ইয়াযীদ (রহঃ) [মৃত্যু ২১৩ হিজরী]

৯২) আবু নুআঈম আল ফজল বিন দকীন (রহঃ) [মৃত্যু ২১৯ হিজরী]

৯৩) কাবীসা বিন উকবাহ আবু আমীর (রহঃ) [মৃত্যু ২১৫ হিজরী]

৯৪) মুসা বিন দাউদ (রহঃ) [মৃত্যু ২১৮ হিজরী]

৯৫) খলফ বিন তামীম (রহঃ) [মৃত্যু ২০৬ হিজরী]

৯৬) ইয়াহইয়াহ বিন আবী বকর (রহঃ) [মৃত্যু ২০৮ হিজরী]

৯৭) আব্দুল্লাহ (রহঃ) [মৃত্যু ২০৩ হিজরী]

৯৮) যাকারিয়া বিন আদী (রহঃ) [মৃত্যু ২১২ হিজরী]

৯৯) আহমদ বিন আব্দুল্লাহ বিন ইউনুস (রহঃ) [মৃত্যু ২২৭ হিজরী]

১০০) মালিক বিন ইসমাইল (রহঃ) [মৃত্যু ২১৭ হিজরী]

১০১) খালিদ বিন মাখলিদ (রহঃ) [মৃত্যু ২১৩ হিজরী]

১০২) ইয়াহইয়া বিন আব্দুল হামীদ (রহঃ) [মৃত্যু ২৩৫ হিজরী]

১০৩) আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ আবু বকর (রহঃ) [মৃত্যু ২৩৪ হিজরী]

১০৪) মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন নমীর (রহঃ) [মৃত্যু ২৩৪ হিজরী]

১০৫) উসমান বিন আবী শায়বা (রহঃ) [মৃত্যু ২৩৯ হিজরী]

১০৬) আলী মুন মুহাম্মাদ বিন ইসহাক (রহঃ) [মৃত্যু ২৩৩ হিজরী]

১০৭) আহমদ বিন হামীদ আবুল হাসান (রহঃ) [মৃত্যু ২২০ হিজরী]

১০৮) আল হাসান বিন রাবেয়া (রহঃ) [মৃত্যু ২২১ হিজরী]

১০৯) মুহাম্মাদ বিন আল আলা (রহঃ) [মৃত্যু ২৪৮ হিজরী]

১১০) হান্নাদ বিন আল সারী (রহঃ) [মৃত্যু ২৪৩ হিজরী]

প্রিয় পাঠক! আলোচনার মধ্যমে নিশ্চয় বুঝে গেছেন যে কুফার ইলমের বৈশিষ্ট কতখানী গুরুত্বপূর্ণ । সেখানে মহান মুহাদ্দিসগণ অবস্থান করেছেন । ঠিক এই কারণেই ইমাম বুখারী (রহঃ) কতবার কুফাতে হাদীসের জ্ঞান অর্জন করতে গিয়েছেন তার হিসাব রাখেন নি । আর ঠিক এই কারণেই বুখারী শরীফের প্রতিটি পৃষ্ঠায় কুফার রাবীদের থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন ।

এখানে অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন ইমামে আযম আবু হানীফা (রহঃ) বিখ্যাত ইমাম হওয়া সত্বেও ইমাম বুখারী (রহঃ) তাঁর সুত্র থেকে কোন হাদীস বর্ণনা করেন । এতে বুঝা যায় যে ইমাম বুখারী (রহঃ) এর নিকট ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) গ্রহণযোগ্য ছিলেন না । এটা কোন প্রশ্নই নয় কেননা ইমাম মুসলিম (রহঃ), ইমাম আবু দাউদ (রহঃ), ইমাম ইবনে মাজাহ (রহঃ), স্বীয় হাদীসগ্রন্থে ইমাম বুখারী (রহঃ) এর সুত্রে কোন হাদীস বর্ণনা করেন নি । আর ইমাম নাসায়ী (রহঃ) একটি হাদীস ইমাম বুখারী (রহঃ) এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন । তাহলে কি সিহাহ সিত্তাহর হাদীস সংকলকদের নিকট ইমাম বুখারী (রহঃ) গ্রহণযোগ্য ছিলেন না? সুতরাং ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এর সূত্র থেকে ইমাম বুখারী (রহঃ) হাদীস নেননি মানে এই নয় যে তিনি তাঁর নিকট অগ্রহণযোগ্য ছিলেন । তিনি ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) সূত্রে কোন হাদীস নেননি ঠিকই তবে তিনি ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এর ছাত্রদের তথা হানাফী রাবীদের সূত্রে প্রচুর হাদীস বুখারী শরীফে বর্ণনা করেছেন ।

বুখারী শরীফের মধ্যে কুফী বর্ণনা

বুখারী শরীফের হাদীসগুলিকে যদি পর্যালোচনা করা হয় তাহলে দেখা যায় ইমাম বুখারী (রহঃ) যে শহরের সবথেকে বেশী রাবীদের (বর্ণনাকারী) থেকে হাদীস নিয়েছেন সেটা হল কুফা নগরী । ইমাম বুখারী (রহঃ) তিন শত (৩০০) এর অধিক কুফার রাবীদের থেকে হাদীস নিয়েছেন । এই পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধির যদি আশংকা না থাকত তাহলে প্রত্যেক কুফী রাবীদের নাম উল্লেখ করা হত । তবে এখানে সেইসব কুফায় বসবাসকারী সাহাবীদের নাম উল্লেখ করছি যাঁদের থেকে ইমাম বুখারী (রহঃ) স্বীয় বুখারী শরীফে হাদীস বর্ণনা করেছেন । আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) এই সাহাবায়ে কেরামদের নাম তাঁর 'হাদীউস সারী মুকাদ্দামা ফতহুল বারী' গ্রন্থের ৪৭৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন যাঁরা বুখারী শরীফে হাদীস বর্ণনা করেছেন । সেই কুফী সাহাবাদের নাম হলঃ

১) হযরত আসআত বিন কায়েস আল কিন্দী (রাঃ)
২) হযরত আদী বিন হাতীম (রাঃ)
৩) হযরত আহবান বিন আওয়াস আল সালমী (রাঃ)
৪) হযরত উকবাহ বিন আমরু (রাঃ)
৫) হযরত বারীদাহ বিন আল হাসীব (রাঃ)
৬) হযরত আলী বিন আবী তালিব (রাঃ)
৭) হযরত জাবির বিন সামুরা (রাঃ)
৮) হযরত ইমরান বিন আল হুসাইন (রাঃ)
৯) হযরত জরীর বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ)
১০) হযরত আমরু বিন হারীশ (রাঃ)
১১) হযরত জুনদুব বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ)
১২) হযরত মরদাস বিন মালিক (রাঃ)
১৩) হযরত হারিশা বিন ওহাব (রাঃ)

১৪) হযরত মুসায়্যিব বিন হিজান (রাঃ)
১৫) হযরত হুযাইফাহ বিন আল ইমান (রাঃ)
১৬) হযরত মুঈন বিন ইয়াযীদ (রাঃ)
১৭) হযরত খাব্বাব বিন আল আরাত (রাঃ)
১৮) হযরত মুগিরাহ বিন শায়বা (রাঃ)
১৯) হযরত জায়েদ বিন আরকাম (রাঃ)
২০) হযরত নুমান বিন বশীর (রাঃ)
২১) হযরত সুলাইমান বিন মারু (রাঃ)
২২) হযরত নুমান বিন মাকরান (রাঃ)
২৩) হযরত সামুরাহ বিন জুনদুব (রাঃ)
২৪) হযরত নাফে বিন আল হারিশ (রাঃ)
২৫) হযরত সানীন আবু জামীলা (রাঃ)
২৬) হযরত ওহাব বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ)
২৭) হযরত আব্দুল্লাহ বিন আবী আওফা (রাঃ)
২৮) হযরত আব্দুল্লাহ বিন ইয়াযীদ (রাঃ)
২৯) হযরত আব্দুর রহমান বিন আবযরী (রাঃ)

এরা হলেন সেইসব কুফার সাহাবী যাঁদের থেকে ইমাম বুখারী (রহঃ) স্বীয় বুখারীব শরীফে হাদীস বর্ণনা করেছেন ।

বুখারী শরীফে কুফার সনদ

এবার দেখুন বুখারী শরীফে কুফার রাবীদের সনদ । বুখারী শরীফে ৮৫ টা এমন সনদ আছে যেখানে প্রতিটি রাবীই হলেন কুফার বাসিন্দা । পাঠকদের অবগতির জন্য কয়েকটা সনদ নিচে পেশ করা হলঃ

১) বুখারী শরীফের ৪ পৃষ্ঠায় দেখুন, সেখানে আছে “হাদ্দাসানা সায়ীদ বিন ইয়াহইয়া বিন সায়ীদুল মুবী আল কুরশী ক্বালা সানা আবী ক্বালা সানা আবু বুরদাহ বিন আব্দুল্লাহ বিন আবী বুরদাহ আন আবী বুরদাহ আন আবী মুসা” এই সনদে মোট পাঁচজন রাবী রয়েছেন । তাদের মধ্যে (ক) সায়ীদ বিন ইয়াহইয়া, (খ)ইয়াহইয়া বিন সায়ীদুল মুবী আল কুরশী, (গ) আবু বুরদাহ বিন আব্দুল্লাহ, (ঘ) আবু বুরদাহ বিন মুসা আবু সাওরী, (ঙ) আবু মুসা আল আসআরী রাযীআল্লাহু তাআলা আনহু । এঁরা পাঁচজনের কুফার রাবী । আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রহঃ) এই সনদের ব্যাপারে লিখেছেন, “এই সনদের সমস্ত রাবী হলেন কুফী ।” (উমদাতুল কারী শারাহ সহীহ বুখারী, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৫৯)

২) বুখারী শরীফের ১৬ পৃষ্ঠায় এই সনদটি দেখুন, সেখানে আছে, “হাদ্দাসানা উসমান বিন আবী শায়বা ক্বালা হাদ্দাসানা জরীর আন মনসুর আন আবী ওয়ায়েল ক্বালা কানা আব্দুল্লাহ” এই সনদেও পাঁচজন রাবী রয়েছেন । তাদের মধ্যে, (ক) উসমান বিন আবী শায়বা, (খ) জরীর বিন আব্দুল হামীদ, (গ) মনসুর বিন আল মু’তামির, (ঘ) আবু ওয়ায়েন শকীক বিন সালমা, (ঙ) আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাযীআল্লাহু তাআলা আনহু । এঁরা এঁরা পাঁচজনের কুফার রাবী । আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রহঃ) এই সনদের ব্যাপারে লিখেছেন, “এই সনদের সমস্ত রাবী হলেন কুফী ।” (উমদাতুল কারী শারাহ সহীহ বুখারী, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৪৩৩)

৩) বুখারী শরীফের ১৮ পৃষ্ঠায় এই সনদটি দেখুন, সেখানে আছে, “হাদ্দাসানা মুহাম্মাদ বিন আল আলা ক্বালা হাদ্দাসানা হাম্মাদ বিন আসামিয়া আন বারীদ বিন আবী বুরদাহ আন আবী মুসা আন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম” এই সনদেও পাঁচজন রাবী রয়েছেন । তাদের মধ্যে, (ক) মুহাম্মাদ বিন আলা, (খ) হাম্মাদ বিন আসামিয়া বিন জায়েদ, (গ) বারীদ বিন আব্দুল্লাহ, (ঘ) কুফার কাযী আবু বুরদাহ আমীর বিন আবী মুসা, (ঙ) আবু মুসা আল আসআরী রাযীআল্লাহু তাআলা আনহু । এঁরা পাঁচজনের কুফার রাবী । আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রহঃ)

এই সনদের ব্যাপারে লিখেছেন, "এই সনদের সমস্ত রাবী হলেন কুফী ।" (উমদাতুল কারী শারাহ সহীহ বুখারী, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৪৬৬)

৪) বুখারী শরীফের ১০ পৃষ্ঠায় এই সনদটি দেখুন, সেখানে আছে, "হাদ্দাসানা মুহাম্মাদ বিন আল আলা ক্বালা হাদ্দাসানা আবু আসামিয়া আন বারীদ বিন বুরদাহ আন আবী মুসা ক্বালা" এই সনদেও পাঁচজন রাবী রয়েছেন যাঁদের ব্যাপারে উপরে বর্ণনা করা হয়েছে । আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রহঃ) এই সনদের ব্যাপারে লিখেছেন, "এই সনদের সমস্ত রাবী হলেন কুফী ।" (উমদাতুল কারী শারাহ সহীহ বুখারী, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৫০৮)

৫) বুখারী শরীফের ২৩ পৃষ্ঠায় এই সনদটি দেখুন, সেখানে আছে, "হাদ্দাসানা উসমান ক্বালা সানা জরীর আন মনসুর আন আবী ওয়ায়েল আন আবী মুসা ক্বালা" এই সনদেও পাঁচজন রাবী রয়েছেন । তাঁদের মধ্যে, (ক) উসমান বিন আবী শায়বা, (খ) জরীর বিন আব্দুল হামীদ, (গ) মনসুর বিন আল মু'তামির, (ঘ) আবু ওয়ায়েল শকীক বিন সালমা, (ঙ) আবু মুসা আল আসআরী রাযীআল্লাহু তাআলা আনহু । এঁরা পাঁচজনের কুফার রাবী । আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রহঃ) এই সনদের ব্যাপারে লিখেছেন, "এই সনদের সমস্ত রাবী হলেন কুফী ।" (উমদাতুল কারী শারাহ সহীহ বুখারী, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৬০৪)

৬) বুখারী শরীফের ২৭ পৃষ্ঠায় এই সনদটি দেখুন, সেখানে আছে, "হাদ্দাসানা আবু নুআঈম ক্বালা সানা জুহর আন আবী ইসহাক ক্বালা লাইস আবু আবিদাহ যাকারাহ ওয়ালকিন আব্দুর রহমান বিন আল সাউদ আন আবীয়ানাহ শামে আব্দুল্লাহ ইয়াকুলু" এই সনদে ছয়জন রাবী রয়েছেন । তাঁদের মধ্যে, (ক) আবু নুআঈম ফজল বিন দকীন, (খ) জুহর বিন মুআবিয়া, (গ) আবু ইসহাক আমরু বিন আব্দুল্লাহ আস শাবিয়ী, (ঘ) আব্দুর রহমান বিন আসওয়াদ, (ঙ) আসওয়াদ বিন ইয়াযীদ, (চ) আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাযীআল্লাহু তাআলা আনহু । এঁরা ছয়জনেই হলেন কুফার রাবী । আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রহঃ) এই সনদের ব্যাপারে লিখেছেন, "এই

সনদের সমস্ত রাবী হলেন ‘সিক্বাহ’ এবং কুফী রাবী ।” (উমদাতুল কারী শারাহ সহীহ বুখারী, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৭৩৪)

৭) বুখারী শরীফের ৩২ পৃষ্ঠায় এই সনদটি দেখুন, সেখানে আছে, “হাদ্দাসানা মুহাম্মাদ বিন আল আলা ক্বালা সানা আবু আসামিয়া আন বারীদ আন আবী বুরদাহ আন আবী মুসা আন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম” এই সনদেও পাঁচজন রাবী রয়েছেন যাঁদের ব্যাপারে উপরে ৩ নং এবং ৪ নং এ বর্ণনা করা হয়েছে । আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রহঃ) এই সনদের ব্যাপারে লিখেছেন, “এই সনদের সমস্ত রাবী হলেন কুফী ।” (উমদাতুল কারী শারাহ সহীহ বুখারী, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৮৪১)

৮) বুখারী শরীফের ৩৩ পৃষ্ঠায় এই সনদটি দেখুন, সেখানে আছে, “হাদ্দাসানা হাদ্দাসানা আবু নুআইম ক্বালা সানা যাকারিয়া আন আমীর আন আরওয়াহ বিন আল মুগিরাহ আন আবিয়া ক্বালা” এই সনদেও পাঁচজন রাবী রয়েছেন । তাঁদের মধ্যে (ক) আবু নুআঈম ফজল বিন দকীন, (খ) যাকারিয়া বিন আবী জাহিদাহ, (গ) আমীর বিন সারাহীল আল শা’বী, (ঘ) আরওয়াহ বিন মুগিরাহ, (ঙ) মুগিরাহ বিন শায়বা রাযীআল্লাহু তাআলা আনহু । এঁরা ছয়জনেই হলেন কুফার রাবী । আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রহঃ) এই সনদের ব্যাপারে লিখেছেন, “এই সনদের সমস্ত রাবী হলেন কুফী রাবী ।” (উমদাতুল কারী শারাহ সহীহ বুখারী, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৭৫৬)

৯) বুখারী শরীফের ৫৬ পৃষ্ঠায় এই সনদটি দেখুন, সেখানে আছে, “হাদ্দাসানা ইসহাক বিন নসর ক্বালা আবু আসামিয়া আন আল আ’মাশ আন মুসলিম আন মাশরুক আন আল মুগিরাহ বিন শায়বা ক্বালা” এই সনদেও ছয়জন রাবী রয়েছেন । তাঁদের মধ্যে (ক) ইসহাক বিন ইবরাহীম বিন নসর, (খ) আবু আসামিয়া হাম্মাদ বিন আসামিয়া, (গ) সুলাইমান বিন মেহরান আল আ’মাশ, (ঘ) মুসলিম বিন সুবী, (ঙ) মাশরুক বিন আল জুদা, (চ)মুগিরাহ বিন শায়বা রাযীআল্লাহু তাআলা আনহু । এঁরা ছয়জনেই হলেন কুফার রাবী । আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী

(রহঃ) এই সনদের ব্যাপারে লিখেছেন, “এই সনদের সমস্ত রাবী হলেন কুফী রাবী ।” (উমদাতুল কারী শারাহ সহীহ বুখারী, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৯২)

১০) বুখারী শরীফের ৫৮ পৃষ্ঠায় এই সনদটি দেখুন, সেখানে আছে, “হাদ্দাসানা উসমান ক্বালা না জরীর আন মনসুর আন ইবরাহীম আন আলক্বামাহ আন আব্দুল্লাহ” এই সনদেও ছয়জন রাবী রয়েছেন । তাঁদের মধ্যে (ক) উসমান বিন আবী শায়বা, (খ) জরীর বিন আব্দুল হামীদ, (গ) মনসুর বিন আল মু’তামির, (ঘ) ইবরাহীম বিন ইয়াযীদ আন নাখয়ী, (ঙ) আলক্বামাহ বিন কায়েস আন নাখয়ী, (চ)আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাযীআল্লাহু তাআলা আনহু । এঁরা ছয়জনেই হলেন কুফার রাবী । আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রহঃ) এই সনদের ব্যাপারে লিখেছেন, “এই সনদের সমস্ত রাবী হলেন কুফী রাবী এবং জলীলুল ক্বাদীর আয়েম্মা । এই সনদটি সহীহ ।” (উমদাতুল কারী শারাহ সহীহ বুখারী, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩১১)

১১) বুখারী শরীফের ৯০ পৃষ্ঠায় এই সনদটি দেখুন, সেখানে আছে, “হাদ্দাসানা মুহাম্মাদ বিন আল আলা ক্বালা হাদ্দাসানা আবু আসামিয়া আন বারীদ বিন আব্দুল্লাহ আন আবী বুরদাহ আন আবী মুসা” এই সনদেও পাঁচজন রাবী রয়েছেন । তাঁদের মধ্যে (ক) মুহাম্মাদ বিন আলা, (খ) হাম্মাদ বিন আসামিয়া বিন জায়েদ, (গ) বারীদ বিন আব্দুল্লাহ, (ঘ) কুফার কাযী আবু বুরদাহ আমীর বিন আবী মুসা, (ঙ) আবু মুসা আল আসআরী রাযীআল্লাহু তাআলা আনহু । এঁরা পাঁচজনের কুফার রাবী ।

১২) বুখারী শরীফের ৯১ পৃষ্ঠায় এই সনদটি দেখুন, সেখানে আছে, “হাদ্দাসানা হাদ্দাসানা ওমর বিন হাফস বিন আয়াস ক্বালা হাদ্দাসানা আবী ক্বালা সানা আল আ’মাশ আন ইবরাহীম ক্বালা আল আসওয়াদ” এই সনদেও পাঁচজন রাবী রয়েছেন । তাঁদের মধ্যে (ক) ওমর বিন হাফস, (খ) হাফস বিন আয়াস (ইমাম আবু হানীফার ছাত্র), (গ) সুলাইমান বিন মেহরান আল আ’মাশ, (ঘ) ইবরাহীম বিন ইয়াযীদ আন নাখয়ী, (ঙ) আসওয়াদ বিন ইয়াযীদ আন নাখয়ী । এঁরা পাঁচজনের কুফার রাবী । আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রহঃ) এই সনদের ব্যাপারে লিখেছেন,

“এই সনদের সমস্ত রাবী হলেন কুফী ।” (উমদাতুল কারী শারাহ সহীহ বুখারী, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৭১৪)

তাহলে দেখুন বুখারী শরীফে কুফার রাবীদের গুরুত্ব কতখানী । এখানে নমূনাস্বরুপ কয়েকটি পেশ করা হল । তা নাহয় বুখারী শরীফে মোট ৮৫টা সনদ এমন আছে যার সমস্ত রাবীই হলেন কুফার রাবী । বুখারী শরীফে এমন কোন পৃষ্ঠা নেই যার মধ্যে কুফার রাবীদের বর্ণনা ইমাম বুখারী (রহঃ) আনেননি । এমনকি বুখারী শরীফের সর্বশেষ যে হাদীসটি রয়েছে তার শেষ রাবী ছাড়া যতগুনি রাবী রয়েছেন সমস্তই কুফার রাবী । সনদটি দেখুন, “হাদ্দাসানা আহমদ বিন আসকাব ক্বালা হাদ্দাসানা মুহাম্মাদ বিন ফুজাইল আন ওমারা বিন কাকা আন আবী যুরআহ আন আবী হুরাইরাতা রাযীআল্লাহু আনহু ক্বালা” এই সনদে পাঁচজন রাবী রয়েছেন । তাঁদের মধ্যে (ক) আহমদ বিন আসকাব, (খ) মুহাম্মাদ বিন ফুজাইল, (গ) ওমারা বিন কাকা, (ঘ) আবু যুরআহ, (ঙ) আবু হুরাইরাহ রাযীআল্লাহু আনহু । এদের মধ্যে শুধুমাত্র সাহাবী আবু হুরাইরাহ রাযীআল্লাহু আনহু ছাড়া সমস্ত রাবীই হলেন কুফার রাবী । অর্থাৎ ইমাম বুখারী (রহঃ) আমাদেরকে কুফাবাসীদের হাতে সোপর্দ করে বুখারী শরীফ সমাপ্ত করেছেন । কিন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় আজ এক শ্রেণীর ফিৎনাবাজ লোকেরা কুফাবাসীদের গালিগালাজ করে এবং সমাজে ফিৎনা ছড়িয়ে বেড়ায় ।

ইমাম বুখারী (রহঃ) এর মাশায়েখগণ

ইমাম বুখারী (রহঃ) যেসব মাশায়েখ এবং উস্তাদ থেকে সরাসরি হাদীস বর্ণনা বুখারী শরীফে করেছেন তাদের সংখ্যা হল প্রায় তিনশো । তাদের মধ্যে পৌনে দুইশত এর কাছাকাছি হলেন ইরাকী রাবী, এই ইরাকীদের মধ্যে পঁয়তাল্লিশজন (৪৫ জন) হলেন কুফার রাবী, পঁচাশি জন বসরার রাবী, বাকি রাবী অন্যান্য শহরের ।

ইমাম বুখারী (রহঃ) এর মাশায়েখদের ও উস্তাদদের থেকে সরাসরি হাদীস বর্ণনা থেকে বুঝা যায় যে তাঁর নিকট কুফাবাসী মুহাদ্দিসদের গুরুত্ব কতখানি ছিল । তিনি কুফাবাসী মুহাদ্দিসদের গ্রহণযোগ্য এবং নির্ভরযোগ্য মনে করতেন । সেইজন্যই তিনি কতবার কুফায় হাদীসের শিক্ষা অর্জন করতে গিয়েছেন তার সংখ্যা নির্ণয় করতে পারেন নি এবং বুখারী শরীফের পাতায় কুফার রাবীদের হাদীস বর্ণনা করেছেন ।

ইমাম বুখারী (রহঃ) এর জ্ঞান অর্জন করার সময় কষ্ট স্বীকার

হযরত ইমাম বুখারী (রহঃ) ইলম অর্জন করার সময় খুবই কষ্টের সম্মুখীন হন । ইমাম যাহাবী (রহঃ) লিখেছেন, "মুহাম্মাদ বিন আবী হাতিম বলেছেন, আমি নিজে ইমাম বুখারী (রহঃ হঃ)কে বলতে শুনেছি যে, আমি হাদীস সংকলন করার জন্য আদম বিন আবী আয়াসের খিদমতে পৌঁছলাম । সেখানে যাবার পর বাড়ি থেকে পথের খরচা আসা বন্ধ হয়ে যায় । এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যে আমি ঘাস খেয়ে বেঁচে রইলাম । এই কথা আমি কাউকেই বলিনি । যখন তৃতীয় দিন হল তখন আমার কাছে এক অজানা লোক এল এবং আমাকে মুদ্রাভর্তী একটি থলি দিল এবং বলল, এটাকে গ্রহণ করুন ।" (সিয়ারু আলামিন নুবালা, খণ্ড-১২, পৃষ্ঠা-৪৪৮)

ইমাম যাহাবী (রহঃ) এরও লিখেছেন, "ওমর বিন হাফস আল শাকির বলেছেন যে, "আমাদের কতকগুলো সহপাঠিদের মধ্যে ইমাম বুখারী (রহঃ)ও ছিলেন । আমরা বসরাতে হাদীস লিখতাম । সেই সময় একটি ঘটনা ঘটেছিল যে, ইমাম বুখারী (রহঃ) বেশ কয়েকদিন দরসে আসেন নি । আমরা যখন খোঁজ খবর নিলাম তখন জানতে পারলাম যে তাঁর টাকা পয়সা শেষ হয়ে গেছে । পরিস্থিতি এমন সৃষ্টি হয়েছিল যে তিনি তাঁরা শরীরের পরিধানের কাপড়টুকু পর্যন্ত বিক্রি করে দিয়েছিলেন । এই জন্য তিনি উলঙ্গ শরীরে ঘরের মধ্যেই থাকতে বাধ্য হয়ে

যান । আমরা ইমাম বুখারী (রহঃ) এর জন্য চাঁদা করলাম এবং কাপড় তৈরী করালাম । এরপর তিনি দরসে আসতে লাগলেন ।” (সিয়ারু আলামিন নুবালা, খণ্ড-১২, পৃষ্ঠা-৪৪৮)

এইভাবে ইমাম বুখারী (রহঃ) খুবই কষ্ট সহ্য করে জ্ঞান অর্জন করেন । এই কষ্ট সহ্য করার জন্যই আল্লাহ তাআলা তাঁকে জ্ঞানে ভাণ্ডার দান করেন । তাঁর যুগের বড় বড় আয়েম্মাগণ তাঁর যোগ্যতা এবং মাকামকে স্বীকার করে নেন । আর এর আগে থেকেই ইমাম আবু হাফস কাবীর হানাফী (রহঃ) ইমাম বুখারী (রহঃ) এর জন্য দুয়া করেছিলেন, “এই যুবক খুবই বুদ্ধিমান । আমি আশা করি ভবিষ্যতে এর প্রচুর খ্যাতি এবং চর্চা হবে ।” (সিয়ারু আলামিন নুবালা, খণ্ড-১২, পৃষ্ঠা-৪২৫) ইমাম আবু হাফস কাবীর (রহঃ) এর এই ভবিষ্যতবানী অক্ষরে অক্ষরে ফলেছিল । ইমাম বুখারী (রহঃ) খ্যাতি ও চর্চার উচ্চতম শিখরে পৌঁছেছিলেন । সেজন্যই তিনি যেখানেই যেতেন সেই শহরের জনগণ তাঁর স্বাগত করার জন্য ভিড় উপচে পড়ত ।

অত্মসম্মানবোধ

হযরত ইমাম বুখারী (রহঃ) এর জীবনে এমন কিছু খাস বৈশিষ্ট পাওয়া যায় যা খুব কম লোকের মধ্যেই দেখতে পাওয়া যায় । তিনি কঠিন আত্মসম্মানী ব্যাক্তি ছিলেন । তিনি আত্মসম্মানের উপর কোনক্রমেই আঁচ আসতে দিতেন না । আর আত্মসম্মানবোধ চলে যাক এটা তিনি কোনক্রমেই চায়তেন না ।

উলামায়ে কেরামগণ ইমাম বুখারী (রহঃ) এর আত্মসম্মানবোধের উপর একটি ঘটনাবর্ণনা করেছেন । ঘটনাটি হলঃ

“ছাত্র অবস্থায় একবার ইমাম বুখারী (রহঃ) সমুদ্রে সফর করার সুযোগ এল । তিনি এক হাজার মুদ্রা নিয়ে সমুদ্রে রওনা হলেন । তিনি একজন সফর সঙ্গীও পেয়ে গেলেন । সেই সঙ্গীটি ইমাম বুখারী (রহঃ) বিশ্বাস অর্জন করে ফেলল । ইমাম বুখারী (রহঃ) সেই সঙ্গীটিকে নিজের মুদ্রা সম্পর্কে সব কথা বললেন । একদিন সকাল বেলায় সেই সঙ্গীটি ইমাম সাহেবের এক

হাজার মুদ্রাকে ছিনিয়ে নেবার জন্য চেঁচাতে শুরু করলেন । লোকেরা এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে বলল, আমার এক হাজার মুদ্রা কম হয়ে গেছে সেই জন্যই আমি পেরেশান হয়েছি । তখন পুরো জাহাজবাসীদের তল্লাসী শুরু করা হল । এই দৃশ্য দেখে ইমাম বুখারী (রহঃ) আত্মসম্মান বাঁচানোর জন্য নিজের মুদ্রার থলিটি সমুদ্রের জলে ফেলে দিলেন । ইমাম বুখারী (রহঃ) এরও তল্লাসী নেওয়া হল । কিন্তু কোথাও মুদ্রা পাওয়া গেল না । তখন জাহাজবাসীরা সেই লোকটিকে অপমানিত করল । যখন সফর শেষ হয়ে গেল তখন জাহাজ থেকে সমস্ত মুসাফির নেমে পড়ল । সেই ব্যাক্তিটি ইমাম বুখারী (রহঃ) এর সাথে সাক্ষাৎ করল এবং মুদ্রার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করল । ইমাম বুখারী (রহঃ) বললেন, আমি সেটাকে সমুদ্রের মধ্যে ফেলে দিয়েছি । তখন সেই ব্যাক্তি বলল, এত সংখ্যক মুদ্রা নষ্ট হয়ে যাওয়াকে আপনি কিভাবে সহ্য করলেন? তখন ইমাম বুখারী (রহঃ) বললেন, যে সম্পত্তিকে (আত্মসম্মানবোধ) আমি নিজের জীবন শেষ করে অর্জন করেছি সেটাকে টাকার বিনিময়ে অর্জন করা যেতে পারেনা ।" (ইযাহুল বুখারী, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৩৬/সিরাতুল বুখারী, পৃষ্ঠা-৬৭)

ইমাম যাহাবী (রহঃ) লিখেছেন, "বুখারা শহরের হাকিম খালিদ বিন আহমদ হযরত ইমাম বুখারী (রহঃ) এর খিদমতে এই অনুরোধ লিখে পাঠালেন যে, জনাব আপনি আমার কাছে এসে বুখারী শরীফ এবং ইতিহাসের জ্ঞান দান করুন । যাতে আমি তা থেকে শিক্ষা অর্জন করতে পারি । তখন ইমাম বুখারী (রহঃ) হাকিমের পত্রবাহককে বললেন, আমি আমার জ্ঞানকে অপমান করতে পারিনা এবং এবং এটা লোকেদের দরজায় দরজায় নিয়ে যেতে পারিনা । বুখারা শহরের হাকিমকে বলে দাও তোমার যদি সেই কিতাবগুলির জ্ঞান যদি অর্জন করতে হয় তাহলে আমার মসজিদ কিংবা আমার ঘরে যেন এসে শিক্ষা গ্রহণ করে । আর যদি তোমাকে আমার এই কথা অসহ্য মনে হয় তাহলে সুলতান যেন আমাকে আমার দরস থেকে জোর জবরদস্তি আটকে দেয় । যাতে কাল কিয়ামতের দিন আমি আল্লাহর দরবারে পেশ করার জন্য আমার কাছে নেকি (পুন্য) থাকে ।" (সিয়ারু আলামিন নুবালা, খণ্ড-১২, পৃষ্ঠা-৪৬৪)

ইমাম বুখারী (রহঃ) এর এই কড়া জবাব শুনে বুখারা শহরের হাকিম বিগড়ে গেলেন এবং তাঁকে বিভিন্ন ছলচাতুরীর আশ্রয় নিয়ে বুখারা শহর থেকে বের করে দিলেন ।

এই হল ইমাম বুখারী (রহঃ) এর আত্মসম্মানবোধ । তিনি সব কিছু ত্যাগ করতে প্রস্তুত ছিলেন কিন্তু আত্মসম্মানবোধ ত্যাগ করতে রাজি ছিলেন না ।

সংযমী, অল্পে তুষ্টি এবং পরহেযগারী

হযরত ইমাম বুখারী (রহঃ) বন্টনের সময় থেকে খুব কম সম্পত্তি পিতার কাছ থেকে পেয়েছিলেন । আগেই বলা হয়েছে যে ইমাম আবু হাফস কাবীর হানাফী (রহঃ) ইমাম বুখারী (রহঃ) এর পিতা ইসমাইল (রহঃ) এর মৃত্যুর সময় উপস্থিত ছিলেন । সেই সময় ইমাম ইসমাইল বলেছিলেন, "আমি আমার সম্পত্তির মধ্যে এক দিরহামও হারাম বা সন্দেহযুক্ত পাইনি ।" সেই পবিত্র সম্পত্তিকে ইমাম বুখারী (রহঃ) ব্যাবসায় চুক্তির ভিত্তিতে লাগিয়ে দেন । যাতে তিনি ব্যাবসার ঝামেলা থেকে মুক্ত থাকতে পারেন এবং শান্তমনে দ্বীনের খিদমত করতে পারেন ।

ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেছেন, আমি কখনোই কেনা বেচায় নিজে অংশগ্রহণ করেন নি । বরং আমি অন্যের মাধ্যমে এই কাজ করতাম । তার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলেন, কেনা বেচার সময় বিভিন্ন মিথ্যা কথা বলতেই হয় যা উচিৎ নয় । (হাদীউস সারী, পৃষ্ঠা-৪৭৯)

ইমাম বুখারী (রহঃ) এর জন্য 'তারিখে বুখারা' এর মধ্যে লেখা আছে, "একবার ইমাম আবু হাফস কাবীর হানাফী (রহঃ) ইমাম বুখারী (রহঃ) এর খিদমতে কিছু মাল পাঠালেন । সন্ধের সময় ইমাম বুখারী (রহঃ) এর কাছে কিছু ব্যাবসায়ী এলেন এবং তাঁকে পাঁচ হাজার মুনাফা দিয়ে সেই মাল কিনতে চাইলেন । তিনি বললেন, আজ রাতে থাকতে দাও কাল সকালে এসো । সকাল বেলায় অন্য ব্যাবসায়ী এল এবং সে দশ হাজার মুনাফা দিয়ে মালটিকে কিনতে

চাইল । তখন ইমাম বুখারী (রহঃ) সেই ব্যাবাসায়ীকে এই বলে মাল দিতে অস্বীকার করলেন যে আমি কাল সন্ধের সময় আগমনকারী ব্যাবসায়ীকে এই মাল দেওয়ার নিয়ত করে নিয়েছি । আমি আর চাই না সেই নিয়ত ভঙ্গ করি ।" (হাদীউস সারী, পৃষ্ঠা-৪৭৯)

ইমাম বুখারী (রহঃ) প্রচুর ধনসম্পত্তি থাকা সত্ত্বেও খুবই সাধারণ এবং ফকিরী জীবন যাপন করতেন । তিনি কতটা ফকিরী জীবনযাপন করতেন তা নিম্নে ঘটনা দ্বারা বুঝা যায় । ইউসুফ বিন আবু জর বুখারী বলেছেন, "একবার ইমাম বুখারী (রহঃ) অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন । তখন তাঁর আত্মীয়স্বজন নিকটের চিকিৎসককে দেখান । চিকিৎসক চিকিৎসার পর বললেন, এই রোগ সেই রোগের অনুরুপ যা রুটির সাথে তরকারী ব্যাবহার করে না । ইমাম বুখারী (রহঃ) চিকিৎসকের কথা শুনে স্বীকার করে বললেন, চল্লিশ বছর ধরে আমি রুটির সাথে তরকারী ব্যাবহার করিনি । আত্মীয়স্বজনেরা এর আরোগ্যের উপায় জিজ্ঞাসা করলে চিকিৎসক তরকারী ব্যাবহারের কথা বললে ইমাম বুখারী (রহঃ) তা ব্যাবহার করতে অস্বীকার করলেন । উলামা মাশায়েখগণ তরকারী ব্যাবহারের জন্য জোর দিলে ইমাম বুখারী (রহঃ) বললেন, আচ্ছা তাহলে রুটির সাথে চিনি ব্যাবহার করব ।" (হাদীউস সারী, পৃষ্ঠা-৪৭৯-৪৮১)

হযরত ইমাম বুখারী (রহঃ) সংযমী, অল্পে তুষ্টি এবং ফকীরী জীবনের অবস্থা এমন ছিল যে তাঁকে কেউ অপমান করলে তাকে ক্ষমা করে দিতেন । যদি তাঁর মনে আশঙ্কা হলে, আমার কাজ কর্ম দ্বারা কারো কষ্ট হয়েছে তাহলে তাকে যে কোন অবস্থায় ক্ষমা করিয়েই ছাড়তেন । এরকম ধরণের অনেক ঘটনা তাঁর জীবনে ঘটেছে । তার কয়েকটি নিচে বর্ণনা করা হলঃ

ইমাম যাহাবী (রহঃ) লিখেছেন, "আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ সারুনী (রহঃ) বলেছেন, একবার আমি ইমাম বুখারী (রহঃ) এর খিদমতে হাজির হয়েছিলাম । তাঁর দাসী তাঁর কাছে এল এবং সে ভিতরে যেতে চাইল । এমন সময় ধাক্কা লেগে দোয়াত পড়ে গেল । তখন ইমাম বুখারী (রহঃ) বললেন, তুই কেমনভাবে চলাফেরা করিস? সেই দাসীটি জবাব দিল, কোন দিকেই তো যাবার রাস্তা নেই তাহলে কোন দিকে যাব? এতে ইমাম বুখারী (রহঃ) রাগান্বিত না হয়ে হাত উঠিয়ে

বললেন, চলে যা, আমি তোকে মুক্ত করে দিলাম । এতে কোন একজন ইমাম বুখারী (রহঃ)কে জিজ্ঞাসা করলেন যে, সে তো আপনাকে নারাজ করল, তখন তিনি বললেন, যদিও সে আমাকে নারাজ করেছিল, কিন্তু আমি আমার কর্ম দ্বারা তাকে রাজী করে নিলাম ।" (সিয়ারু আলামিন নুবালা, খণ্ড-১২, পৃষ্ঠা-৪৫২)

ইমাম যাহাবী (রহঃ) আরও লিখেছেন, "ওয়ারাকে বুখারী লিখেছেন, একবার ইমাম বুখারী (রহঃ) কে বলতে শুনেছি যে, তিনি আবু মু'শির যিনি অন্ধ ছিলেন । তাঁকে বললেন, হে আবু মু'শির আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন । আবু মু'শির আশ্চর্য্য এবং অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কিসের ক্ষমা? তিনি বললেন, একবার আমি হাদীস বর্ণনা করার সময় আপনার দিকে তাকিয়ে দেখলাম আপনি আশ্চর্য্য ভঙ্গীতে মাথা নাড়াচ্ছিলেন । তাতে আমি হেসে দিয়েছিলাম । আবু মু'শির জবাব দিলেন যে, হে ইমাম আল্লাহ আপনার প্রতি করুনা করুন, আপনাকে ক্ষমা করা হয়েছে আর আপনার কাছে কোন রকম কৈফিয়ত তলব করার প্রয়োজন নেই ।" (সিয়ারু আলামিন নুবালা, খণ্ড-১২, পৃষ্ঠা-৪৪৪)

তিনি আরও লিখেছেন, "ওয়াররাকে বুখারী বলেন, ইমাম বুখারী (রহঃ) তীরন্দাজের জন্য বাইরে যেতেন । তিনি এত ভাল তীরন্দাজ ছিলেন যে আমি তাঁকে দুইবার ছাড়া কখনোই নিশানা ভুল হতে দেখিনি ।" (ঐ গ্রন্থ, খণ্ড-১২, পৃষ্ঠা-৪৪৪)

জেরাহ তা'দিলের ব্যাপারে সাবধানতা ও গীবত থেকে এড়িয়ে চলতেন

কোন রাবীর উপর জেরা করা খুবই জটিল এবং ভয়ঙ্কর কাজ । সেজন্য সুফিয়ানে কেরামদের একটি বড় জামাআত জেরাহ তা'দিলকে দোষণীয় মনে করে থাকেন । তবে এটা তাঁদের মহত্ত্বের পরিচয় । কেননা, প্রয়োজনের সময় রাবীদের উপর ন্যায় নিষ্ঠার সাথে জেরাহ

করা বা তাদের দোষ ত্রুটি বর্ণনা না করা হয় তাহলে ন্যায়পরায়নতা পৃথিবী থেকে উঠে যাবে এবং পৃথিবী জালিমদের দ্বারা পূর্ণ হয়ে যাবে তাই মানুষের দোষ ত্রুটি যেমন গোপন করা প্রয়োজনীয় অনুরুপ ন্যায়নিষ্ঠার সাথে প্রয়োজনের খাতিরে সঠিক দোষ ত্রুটি বর্ণনা করাও জরুরী ।

যেসব ব্যাক্তি হাদীসের রাবীদের থেকে জেরা করা থেকে দূরে থেকেছেন তাঁরা জেরা করাকে দোষণীয় মনে করেন । তাঁদের এই ধারণা তখনই সঠিক যখন মানুষ বিনা কারণে, বিনা প্রয়োজনে শরীয়াতের অনুমোদন ছাড়াই জেরা বা দোষ ত্রুটি বর্ণনা করে থাকে । তাছাড়া প্রয়োজনের সময় জেরা করা কোন দোষণীয় কাজ নয় ।

শরীয়াতের হিফাযতের জন্য রাবীদের উপর জেরা করা জায়েয । কেননা, জেরা না করলে মিথ্যাবাদী রাবী সত্যবাদী রাবীর উপর, ফাসিক রাবী ন্যায়পরায়ণতা রাবীর উপর, শক্তিশালী রাবী যয়ীফ (দুর্বল) রাবীর উপর প্রাধাণ্য পেয়ে যাবে । ফলে সহীহ হাদীস, যয়ীফ হাদীস ও মওজু হাদীসের সংমিশ্রণ হয়ে পুরো হাদীস শাস্ত্রটাই তালগোল পেকে যাবে । আল্লাহ স্বয়ং বলেছেন যে, দ্বীনের ব্যাপারে কোন বেদ্বীন না-ফরমান কোন কথা বললে সেটাকে তোমরা যাঁচাই করে নাও । তাই হাদীসও যেহেতু দ্বীনের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ তাই কেউ হাদীস বর্ণনা করলে সেটাকে যাঁচাই বাছাই করে নেওয়া প্রয়োজণীয় । আর হাদীসের যাঁচাই বাছাই যেহেতু খুবই জটিল তাই এতে সাবধানতা অবলম্বন করা অতি আবশ্যিক ।

ব্যাক্তিদের উপর জেরা করা সাহাবায়ে কেরামদের যুগ থেকেই সূত্রপাত হয়ে গিয়েছিল । সেই যুগে খাওয়ারেজ এবং রাফেযী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছিল, তাই হাদীস গ্রহণেও সাবধানতার কাজ শুরু হয়ে যায় । সাহাবায়ে কেরামদের থেকেও জেরা প্রমাণিত আছে তবে সেই যুগে হাদীসের সিলসিলায় মাধ্যম কম ছিল তাই জেরাহ তা'দিলের ব্যাপক প্রচলন ছিল না । কিন্তু পরবর্তীকালে যখন হাদীসের রাবীদের মাধ্যম বেড়ে যায় এবং প্রবৃত্তির অনুসরণকারী বাতিল ফিরকার উৎপত্তি হয় তখন জেরাহ তা'দিলের ব্যাপক সূত্রপাত হয় । সেজন্য আকাবির

তাবেয়ীনদের মধ্যে হাসান বসরী (রহঃ), আয়ুব সাখতিয়ানী (রহঃ), আব্দুল্লাহ বিন আওন (রহঃ), সুলাইমান তাইমী (রহঃ), ইমাম মালিক (রহঃ), ইয়াহইয়া বিন সায়ীদুনিল ক্বাত্ত্বান (রহঃ), ইমাম শায়বা (রহঃ) প্রভৃতিরা হলেন হাদীস শাস্ত্রের স্তম্ভ । তাঁদের হাদীস শাস্ত্রের যাঁচাই বাছায়ের ব্যাপারে সাবধানতা সর্বজনবিদিত । তাঁদের সময় থেকে রিজাল শাস্ত্রের পর্যবেক্ষণ কঠিনভাবে চলতে থাকে । তাঁরা হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রে মূলনীত তৈরী করেন । তাঁদের সময় থেকে হাদীসের রাবীদের উপর কালাম করার বা রিজাল শাস্ত্রের ব্যাপক সূত্রপাত হয় ।

আমাদের ইমাম বুখারী (রহঃ) রিজাল শাস্ত্রে জেরা করার ক্ষেত্রে খুবই সাবধানতা অবলম্বন করেন । তিনি রাবীদের উপর এমনভাবে জেরা করতেন যে জেরাকারীর উপর জেরার কারণ অনুসন্ধান করার সুযোগ থাকত না । অর্থাৎ তিনি রাবীদের ব্যাপারে একটু ঘুরিয়ে জেরা করতেন । ফলে তাঁর দ্বারা গীবত হত না । যদিও রাবীদের উপর জেরা করা গীবত নয় তবুও তিনি এ থেকে পরহেজ করতেন । তিনি খুবই কম রাবীদেরকে মওযু, কাজ্জাব (মিথ্যাবাদী) প্রভৃতি শব্দ ব্যাবহার করেছেন । যেটা ইমাম বুখারী (রহঃ) জেরা করার ক্ষেত্রে কঠিন ভাষা ছিল সেটা ‘মুনকারুল হাদীস’ শব্দ । ইমাম বুখারী (রহঃ) এটা উসুল ছিল যে তিনি যখন কোন রাবীকে মুনকারুল হাদীস বলতেন তখন তার থেকে হাদীস নেওয়াকে হালাল মনে করতেন না ।

একবার জনৈক ব্যাক্তি ইমাম বুখারী (রহঃ) কে একটি হাদীসের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেন, যে হাদীস সম্পর্কে তাদলীস হওয়ার ধারণা ছিল । তখন ইমাম সাহেব বললেন, তুমি কি মনে কর যে আমি তাদলীস করি । যদিও আমি এই তাদলীসের উপর সন্দেহ করে এক ব্যাক্তির এক হাজার হাদীস ছেড়ে দিয়েছি এবং শুধু এটাই নয় বরং অন্য একজন ব্যাক্তির সমস্ত হাদীসকেই অগ্রাহ্য করে দিয়েছি । (তারিখে বাগদাদ, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৫)

এই ঘটনার দ্বারা বুঝা যায় যে ইমাম বুখারী (রহঃ) হাদীসের ক্ষেত্রে কতটা সাবধানতা অবলম্বন করতেন ।

বুখারী শরীফের ভাষ্যকার মুহাম্মাদ আবী হাতিম বলেন যে, আমি ইমাম বুখারী (রহঃ) কে একথা বলতে শুনেছি যে, যখন থেকে আমি বুঝেছি গীবত করা হারাম তখন আমি কারো গীবত করিনি । (হাদীউস সারী, পৃষ্ঠা-৪৮০)

বকর বিন মুনীর বলেন, আমি ইমাম বুখারী (রহঃ) কে এটা বলতে শুনেছি যে, আমার আশা যে আমি আল্লাহ তাআলার কাছে সেই অবস্থায় সাক্ষাৎ করব যে আল্লাহ তাআলা আমার কাছে কারো গীবতের হিসাব নেবেন না । (হাদীউস সারী, পৃষ্ঠা-৪৮০)

মুহাম্মাদ বিন আবী হাতীম বলেন, “আমি ইমাম বুখারী (রহঃ)কে বলতে শুনেছি যে, আমার কাছে কেউ কোন ধরণের হকের মুতালবা করার কেউ থাকবে না । আমি বললাম, লোকেরা আপনার লেখা ইতিহাসের কিতাবের উপর অভিযোগ করে যে আপনি এর মধ্যে গীবত করেছেন । তখন ইমাম বুখারী (রহঃ) বললেন, আমি ইতিহাসের মধ্যে প্রাচীন ঐতিহাসিকদের উদ্ধৃতি নকল করেছি । নিজের পক্ষ থেকে কিছুই বলিনি ।” (হাদীউস সারী, পৃষ্ঠা-৪৮০)

আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী শাফেয়ী (রহঃ) লিখেছেন, “ইমাম বুখারী (রহঃ) রিজালশাস্ত্রে যে কালাম করেছেন তাতে খুবই সংযম পালন করেছেন । যা প্রত্যেক ব্যাক্তিই স্পষ্ট বুঝতে পারে যে জারাহ তাদিলের ব্যাপারে কালাম করা হয়েছে তাতে বেশিরভাগই ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেছেন যে, এর ব্যাপারে অমুক মুহাদ্দিস চুপ থেকেছেন । ......মুহাদ্দিসরা এর হাদীস ছেড়ে দিয়েছেন । খুবই কম দেখা গেছে যে ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেছেন যে, অমুক রাবী কাজ্জাব (মিথ্যাবাদী) বা বর্জনযোগ্য । এই অবস্থায় তিনি বলতেন, অমুক মুহাদ্দিস এই রাবীকে মিথ্যাবাদী বলেছেন বা অমুক মুহাদ্দিস এই রাবীর উপর মিথ্যা কথা বলার অভিযোগ করেছেন ।” (হাদীসুস সারী মুকাদ্দামাহ ফতহুল বারী, পৃষ্ঠা-৪৮০)

তাহলে দেখুন ইমাম বুখারী (রহঃ) কতখানি সংযমী ছিলেন । তিনি অন্যের দোষক্রুটি একেবারেই বর্ণনা করতে চাইতেন না এবং অন্যের গীবত থেকে বহু দূরে অবসস্থান করতেন ।

ইমাম বুখারী (রহঃ) শুধুমাত্র সংযমী ও গীবত থেকে দূর থাকতেন তা নয়, তিনি হাদীস গ্রহণেও সাবধাণতা অবলম্বন করতেন ।

তিনি হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রে কতটা সাবধানতা অবলম্বন করতেন তা একটি ঘটনার দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় । বর্ণিত আছে, একবার তিনি শুনলেন যে, কোন স্থানে একজন ব্যাক্তির কাছে একটা হাদীস আছে । সেই হাদীসটাকে সংগ্রহ করার জন্য তিনি প্রস্তুত হলেন । দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে তিনি সেই ব্যাক্তির কাছে পৌঁছালেন । দেখলেন সেই ব্যাক্তিটি একটি ঘোড়া ধরার জন্য খুবই ব্যাস্ত হয়ে পড়েছেন । ঘোড়াটি তাকে কোন মতেই ধরা দিচ্ছে না । অবশেষে লোকটি ছলনা করে খালি পাত্র হাতে নিয়ে ঘোড়াটিকে ধরার জন্য ডাকল । খাবারের লোভে ঘোড়াটি এগিয়ে এল এবং লোকটিকে ধরা দিল ।

ইমাম বুখারী (রহঃ) লোকটির ঘোড়া ধরার দৃশ্য দেখে মনে মনে ভাবলেন, যে ব্যাক্তি একটি ঘোড়ার সাথে ছলনা করতে পারে, তার নিষ্ঠা ও সততার উপর কোন মতেই ভরসা করা যেতে পারে না । যে একটি অবোধ পশুরা সাথে ধোকাবাজী করতে পারে সে নবী (সাঃ) এর হাদীসের সাথেও ধোকাবাজী করতে পারে । এইসব ভেবে চিন্তে তিনি আর সেই ব্যাক্তির কাছে হাদীস নিলেন না । তিনি সেখান থেকে অন্যত্র চলে গেলেন ।

এই হল ইমাম বুখারী (রহঃ) এর হাদীস গ্রহণের ব্যাপারে সাবধানতা । কারো সম্পর্কে সামান্য সন্দেহ হলে তার কাছ থেকে হাদীস নিতেন না । এমনকি রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে পেসাব করত সেই ব্যাক্তির কাছেও তিনি হাদীস নিতেন না ।

ইবাদতেগুজারী

হযরত ইমাম বুখারী (রহঃ) এর ইবাদতগুজারীর সবথেকে বড় নিদর্শন হল যে তিনি প্রতিটি কাজ রাসুল্লুল্লাহ (সাঃ) এর সুন্নাত মুতাবিক করতেন । এছাড়াও তিনি প্রতিদিন রাতের শেষ অংশে তের রাকআত নামায পড়তেন । রমযান মাসে ফজর পর্যন্ত নামায পড়তেন । হযরত আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) হযরত ইমাম হাকিম (রহঃ) এর হাওয়ালা দিয়ে লিখেছেন,

"হযরত ইমাম বুখারী (রহঃ) এর এটা নিয়মিত অভ্যাস ছিল যে, যখন রমযান মাসের প্রথম রাত্রি আসত তখন যেসব লোক তাঁর খিদমতে সমবেত হত তাদেরকে নিয়ে এমন সৌন্দর্যের সাথে নামায পড়াতেন প্রতি রাকআতে ২০ আয়াত তিলাওয়াত করতেন । এইভাবে রমযান মাসে একবার পুরো কুরআন শরীফ খতম করতেন । এরপর তিনি নিজে একাকী তারপর সেহেরীর সময় (তাহাজ্জুদের সময়ে) প্রথম থেকে এক তৃতীয়াংশ কুরআন পড়তেন এবং তিন রাতে শেষ করতেন । এরপর রমযান মাসে সারাদিন তিলাওয়াত করতেন । এইভাবে সারাদিনে এক খতম কুরআন পড়তেন । তিনি বলতেন যে, প্রত্যেক খতমের পর একটি করে দুয়া কবুল হয় ।" (হাদীসুস সারী মুকাদ্দামাহ ফতহুল বারী, পৃষ্ঠা-৪৮১)

পর্যালোচনাঃ

প্রিয় পাঠক! ইমাম হাকিম (রহঃ) এর এই বর্ণনা থেকে দুটি জিনিস আমাদের সামনে আসে । প্রথমতঃ হযরত ইমাম বুখারী (রহঃ) রমযান মাসে তারাবীহর নামায ছাড়া তাহাজ্জুদের নামাযও পড়তেন । এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে ইমাম বুখারী (রহঃ) এর নিকট তারাবীহ ও তাহাজ্জুদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে । দুটি একটাই নামায নয় বরং তারাবীহ এবং তাহাজ্জুদ দুটি আলাদা আলাদা নামায । সুতরাং যাঁরা তারাবীহ ও তাহাজ্জুদের নামাযকে একটাই নামায মনে

করেন তারা কতখানি বিভ্রান্তিতে আছেন চিন্তা করুন । দ্বিতীয়তঃ এটা আমাদের সামনে আসে যে, এটাও আমাদের সামনে আসে যে প্রতিদিন তিনি একবার কুরআন শরীফ খতম করতেন । সুতরাং এর দ্বারা প্রমানিত হয় যে ইমাম বুখারী (রহঃ) এর নিকট তিন দিনের কম সময়ে কুরআন শরীফ খতম করা জায়েয । এর উপরে ইমাম বুখারী (রহঃ) বুখারী শরীফের খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৭৫৫ এর মধ্যে একটি বাবও কায়েম করেছেন । সুতরাং যাঁরা বলেন যে তিনদিনের কম সময়ে কুরআন শরীফ খতম করা আদবের খিলাফ তাঁরা পরিস্কার বিভ্রান্তিতে পড়ে আছেন ।

ইবাদতের মধ্যে একাগ্রতা

হযরত ইমাম বুখারী (রহঃ) খুবই একাগ্রতার (খুজু ও খুশু) সাথে নামায পড়তেন । তিনি নামাযের প্রতি কতটা একাগ্র ছিলেন তা একটি ঘটনার দ্বারা পরিস্কার বুঝা যায় । মুহাম্মাদ বিন আবী হাতিম (রহঃ) বলেছেন, "হযরত ইমাম বুখারী (রহঃ)কে তাঁর কোন একজন শাগরিদের বাগানে আসার দাওয়াত দেওয়া হল । যখন জোহরের নামাযের সময় হল তখন তিনি তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে নামায পড়ালেন । নামায থেকে ফারিগ হয়ে নফল নামায পড়ার জন্য নিয়ত করলেন এবং দাঁড়িয়ে পড়লেন । নফল নামায থেকে ফারিগ হয়ে নিজের জামা উঠিয়ে উপস্থিত ব্যাক্তিদের মধ্যে কোন একজনকে বললেন, দেখো তো আমার জামার মধ্যে কিছু রয়েছে নাকি? সে দেখল যে একটি বোলতা রয়েছে । বোলতাটি ষোল কিংবা সতেরো জায়গায় হুল ফুটিয়েছে । যার জন্য ইমাম বুখারী (রহঃ) শরীরে যন্ত্রনা শুরু হয়েছে । কোন একজন ব্যাক্তি ইমাম বুখারী (রহঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, প্রথম বারেই (কামড়েই) কেন নামায ত্যাগ করলেন না । তিনি বললেন, আমি একটি অবস্থায় নামায শুরু করেছি । চেয়েছিলাম সেই অবস্থায় নামায সমাপ্ত করতে ।" (তাহযীবুল কামাল, খণ্ড-২৪, পৃষ্ঠা-৪৪৭)

এই হল ইমাম বুখারী (রহঃ) এর নামাযের অবস্থা । কোন অবস্থায় তিনি ইবাদত থেকে বিমুখ হতেন না ।

ইমাম বুখারী (রহঃ) সুফি ছিলেন

ইমামুল মুহাদ্দিসীন ইমাম বুখারী (রহঃ) শুধু জগদ্বিখ্যাত মুহাদ্দিসই ছিলেন না । তিনি একজন সুফি ব্যাক্তিও ছিলেন । আল্লামা আব্দুল ওহাব শা'রানী (রহঃ) ইমাম বুখারী (রহঃ) কে সুফিদের মধ্যে গণ্য করেছেন । আল্লামা আব্দুল ওহাব শা'রানী (রহঃ) জগদ্বিখ্যাত সুফি ছিলেন এবং তাঁকে সারা পৃথিবীর মানুষ সুফি বলে মেনে নিয়েছেন এবং তাঁকে তাসাউফ ও অন্যান্য ক্ষেত্রে অনুসরণও করা হয় । আল্লামা আব্দুল ওহাব শা'রানী (রহঃ) লিখেছেন, "সেইসব সুফি এবং বুযুর্গানে দ্বীন যাদের আজ অনুসরণ করা হয় এবং তাঁরা মান্যতাপ্রাপ্ত সুফি তাঁদের মধ্যেব ইমাম বুখারী রাজিআল্লাহু তাআলা আনহুও রয়েছেন । ইমাম বুখারী সেই মহান আলেমদের মধ্যে একজন যাঁদের গুণকীর্তন করার সময় আল্লাহর রহমত ও বরকত নাযিল হয় । ইমাম বুখারী সর্বদা রোজার অবস্থায় থাকতেন । তার কারণ পেসাব পায়খানায় যাওয়াতে বার বার বিবস্ত্র হতে হত । (কারণ রোজা রাখলে পেসাব পায়খানার বেগ কম লাগে তাই তিনি সর্বদা রোজা অবস্থায় থাকতেন যাতে বার বার পেসাব পায়খানায় যেতে না হয় ।) তিনি আল্লার কাছে লজ্জাবোধ করতেন । তিনি খাওয়া দাওয়া একেবারেই কমিয়ে দেন । কিছুদিনের মধ্যে এটা তাঁর অভ্যাসে পরিণত হয় । এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হল যে তিনি খুরমা এবং বাদাম খেয়ে থাকার অভ্যাস করে নেন । ১৯৪ হিজরীতে তাঁর জন্ম হয় এবং ২৫৬ হিজরীতে ইদুল ফিতরের রাত্রিতে ইন্তেকাল করেন । সমরকন্দ থেকে দুই মাইল দূরে খুরতঙ্গ গ্রামে তিনি শায়িত আছেন ।" (লাওকাহাল আনওয়ার ফি তাবক্কাতুল খিয়ার, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৬২, ৬৩)

সুতরাং ইমাম বুখারী (রহঃ) এজকন সুফি সাধক ব্যাক্তিও ছিলেন ।

বর্ণিত আছে কোন এক আল্লাহওয়ালা ব্যাক্তি স্বপ্নে দেখে যে, রাসুল (সাঃ) এর পিছনে ইমাম বুখারী (রহঃ) হেঁটে যাচ্ছেন । নবী (সাঃ) যেখানেই পা রাখছেন সেখানেই ইমাম বুখারী (রহঃ)ও পা রেখে হেঁটে চলেছেন । অন্য বর্ণনায় আছে, এই স্বপ্ন ইমাম বুখারী (রহঃ) স্বয়ং দেখেছিলেন । বুযুর্গানে দ্বীনরা বলেন, "প্রত্যেক ওলীর পা নবীর পায়ের উপর থাকে ।"

সুতরাং বুঝা যায় ইমাম বুখারী (রহঃ) কত উচ্চ মর্যাদাশীল ও সুফী ব্যাক্তি ছিলেন ।

হযরত ইমাম বুখারী (রহঃ) কোন মাযহাবের অনুসারী ছিলেন?

হযরত ইমাম বুখারী (রহঃ) কোন মাযহাবের অনুসারী ছিলেন এ নিয়ে মুহাদ্দিসদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে । কোন মুহাদ্দিস বলেন তিনি শাফেয়ী মাযহাবের মুকাল্লিদ ছিলেন আবার কোন মুহাদ্দিস বলেন তিনি হাম্বলী মাযহাবের মুকাল্লিদ ছিলেন । মুহাদ্দিস আবু আসিম আব্বাদী (রহঃ), ইমাম তাজুদ্দীন সুবকী (রহঃ), হযরত ইমাম শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী (রহঃ), নবাব সিদ্দিক হাসান খান ভূপালী প্রভৃতিরা বলেন যে, ইমাম বুখারী (রহঃ) ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) অর্থাৎ শাফেয়ী মাযহাবের মুকাল্লিদ ছিলেন । পক্ষান্তরে হযরত ইবনে আবী ইয়ালা (রহঃ), আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) এবং আল্লামা ইবনে কাইয়্যিম (রহঃ) প্রভৃতিরা বলেন, ইমাম বুখারী (রহঃ) ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ) এর অর্থাৎ হাম্বলী মাযহাবের মুকাল্লিদ ছিলেন । দেখা যাক মুহাদ্দিসরা ইমাম বুখারী (রহঃ) মাযহাবের ব্যাপারে কি বলেছেন?

১) আল্লামা তাজুদ্দীন সুবকী (রহঃ) [মৃত্যু ৭৭১ হিজরী] হযরত ইমাম বুখারী (রহঃ) এর মাযহাবের ব্যাপারে 'তাবক্কাতুস শাফেয়ীয়া' গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন । তিনি লিখেছেন, "আবু আসিম আব্বাদী ইমাম বুখারী (রহঃ) এর বর্ণনা 'তাবক্কাতুস শাফেয়ীয়া'তে করেছেন । তিনি বলেছেন, ইমাম বুখারী আবু জাআফরানী, আবু সওর এবং কিরাবসী থেকে হাদীসের শ্রবণ করেছেন । (আল্লামা তাজুদ্দীন সুবকী বলেন) আমি বলছি যে, ইমাম বুখারী (রহঃ) ইমাম হুমাইদী (রহঃ) থেকে ফিকাহর জ্ঞান অর্জন করেন এবং তাঁরা ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) এর আসহাবদের মধ্যে ছিলেন ।" (তাবক্কাতুস শাফেয়ীয়াতুল কুবরা, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২১৪)

২) হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী (রহঃ) [মৃত্যু ১১৭৪ হিজরী] লিখেছেন, “ইমাম বুখারী (রহঃ) কেও ‘তাবক্কাতুস শাফেয়ীয়া’দের মধ্যে গণ্য করা হয় । এবং যেসব ব্যাক্তি তাঁকে ‘তাবক্কাতুস শাফেয়ীয়া’দের মধ্যে গণ্য করেছেন তাঁদের মধ্যে ইমাম তাজুদ্দীন সুবকী (রহঃ) ও রয়েছেন । তাজুদ্দীন সুবকী বলেছেন, যে, ইমাম বুখারী (রহঃ) ইমাম হুমাইদী (রহঃ) থেকে ফিকাহর জ্ঞান অর্জন করেন এবং তিনি ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) থেকে অর্জন করেছেন । আমার শায়েখ হযরত আল্লামা সাহেব ইমাম বুখারী (রহঃ) কে শাফেয়ীদের মধ্যে গণ্য করা থেকে এস্তেদলাল করেছেন যে তাজুদ্দীন সুবকী (রহঃ) ইমাম বুখারী (রহঃ)কে‘তাবক্কাতুস শাফেয়ীয়া’দের মধ্যে বর্ণনা করেছেন । এবং ইমাম নববী (রহঃ) এর কালাম তো এর আগেই বলা হয়েছে যা এর সমর্থন করে ।” (আল ইনসাফ মাআ তরজমা ওয়াসসাফ, পৃষ্ঠা-৬৭)

হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী (রহঃ) এর এই বক্তব্য থেকে বুঝা যায় যে তাঁর নিকট হযরত ইমাম বুখারী (রহঃ) ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) এর মুকাল্লিদ ছিলেন ।

৩) আহলে হাদীসদের বিখ্যাত আলেম নবাব সিদ্দিক হাসান খান ভূপালী সাহেব আহনাফের আয়েম্মাদের বর্ণনা করতে গিয়ে ইমাম বুখারী (রহঃ) কে ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) এর মুকাল্লিদ বলেছেন । তিনি লিখেছেন, “এবার আমরা কিছু শাফেয়ী মাযহাবের আয়েম্মাদের বর্ণনা করব যাতে আমার কিতাব দুইপক্ষের দিক থেকে পূর্ণ এবং দুই পক্ষের দিক থেকে জামে হয়ে উঠে । শাফেয়ী আয়েম্মাগণ দুই ধরণের । প্রথম যাঁরা ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) এর সাক্ষাত পেয়েছেন আর দ্বিতীয়ত যাঁরা ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) এর পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন । প্রথম ধরণের শাফেয়ী আয়েম্মাদের মধ্যে খালিদ আল খিলাল, আর দ্বিতীয়ত শাফেয়ী আয়েম্মাদের মধ্যে হলেন, মুহাম্মাদ বিন ইদরীস, আবু হাতীম রাযী, মুহাম্মাদ বিন ইসমাইল বুখারী ।” (আবজাদুল উলুম, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-১২৬, তবী মাকতাবা কুদুসিয়া, লাহোর)

এখানে নবাব সিদ্দিক হাসান খান সাহেবের বক্তব্য দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে তাঁর নিকট ইমাম বুখারী (রহঃ) ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) এর মুকাল্লিদ ছিলেন । নবাব সিদ্দিক হাসান খান

সাহেব অন্য জায়গায় লিখেছেন, "শায়েখ তাজুদ্দীন সুবকী 'তাবক্কাতুস শাফেয়ীয়া' এর মধ্যে বলেছেন যে, ইমাম বুখারী ইসলামের ইমাম, ঈমানদারদের অনুসারী এবং একত্ত্ববাদীদের শায়েখ ছিলেন । সাইয়েদুর রাসুল মুহাম্মাদ (সাঃ) হাদীসের ব্যাপারে তাঁর উপর আস্থা স্থাপন করা যেত । আল্লামা সুবকী বলেন, আবু আসিম ইমাম বুখারীকে আমাদের শাফেয়ী আসহাবদের মধ্যে গণ্য করেছেন ।" (আল হিত্তাহ ফি যিকরে সিহাহ সিত্তাহ, পৃষ্ঠা-২৮)

নবাব সিদ্দিন হাসান খান ভূপালী সাহেবের লেখা দ্বারা বুঝা যায় তাঁর নিকট ইমাম বুখারী (রহঃ) শাফেয়ী মাযহাবের ছিলেন । কেননা তিনি আল্লামা সুবকী এবং আবু আসিম আব্বাদীর ইবারত উল্লেখ করে চুপ থেকেছেন, প্রতিবাদ করেন নি ।

৪) কাযী আবুল হুসাইন মুহাম্মাদ বিন আবী ইয়ালা হাম্বলী (রহঃ) স্বীয় গ্রন্থ 'তাবক্কাতুল হানাবিলা'এর মধ্যে হযরত ইমাম বুখারী (রহঃ) এর ব্যাপারে বিস্তারিত লিখেছেন । যাতে বুঝা যায় যে তাঁর নিকট ইমাম বুখারী (রহঃ) হাম্বলী মাযহাবের ছিলেন অর্থাৎ ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ) এর মুকাল্লিদ ছিলেন ।

৫) আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) [মৃত্যু ৭২৮ হিজরী] ইমাম বুখারী (রহঃ) এর মাযহাবের ব্যাপারে লিখেছেন, "হাদীসের আয়েম্মাদের মধ্যে উদাহারণস্বরুপ, ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম তিরমিযী, ইমাম নাসায়ী প্রভৃতিরাও ইমাম আহমদ বিন হাম্বল এবং ইমাম ইসহাক বিন রাহওবীয়াদের অনুসারী (মুকাল্লিদ) ছিলেন এবং তাঁদের কাছ থেকেই তাঁরা ফিকাহ ও হাদীসের ইলম অর্জন করেন ।" (ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া, খণ্ড-২৫, পৃষ্ঠা-২৩২)

সুতরাং আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) এর নিকট ইমাম বুখারী (রহঃ) হাম্বলী মাযহাবের মুকাল্লিদ ছিলেন ।

৬) আল্লামা ইবনে কাইয়্যিম (রহঃ) [মৃত্যু ৭৫১ হিজরী] ইমাম বুখারী (রহঃ) এর মাযহাবের ব্যাপারে লিখেছেন, “অনুরুপ ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম আবু দাউদ, ইমাম আশরাম প্রভৃতিরাও রয়েছেন । এই তাবক্বাতটি ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ) আসহাবদের এবং সেই মুকাল্লিদীনগণ অতি বেশী ইমাম আহমদের অনুসারী ছিলেন যাঁরা ইমাম আহমদের দিকে নিজেদের নিসবত করতেন ।” (আআলামুল মুআক্কিয়্যিন, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২২৩)

সুতরাং আল্লামান ইবনে কাইয়্যিম (রহঃ) বক্তব্য থেকে বুঝা যায় যে তাঁর নিকট ইমাম বুখারী (রহঃ) হাম্বলী মাযহাবের ছিলেন এবং ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ) এর মুকাল্লিদ ছিলেন ।

এখানে ইমাম বুখারী (রহঃ) কে শাফেয়ী মাযহাবের বলা হোক আর হাম্বলী মাযহাবের হোক উভয় অবস্থায় তিনি মুকাল্লিদই প্রমাণিত হচ্ছেন ।

ইমাম বুখারী (রহঃ) কি মুজতাহীদের মুতলাক ছিলেন?

কিছু লোক বলে থাকেন যে ইমাম বুখারী (রহঃ) মুজতাহিদে মুতলাক ছিলেন । তাঁদের ধারণা হল, হযরত ইমাম বুখারী (রহঃ) মুজতাহীদে মুতলাক ছিলেন এবং তাঁকে এই জন্যই শাফেয়ী মাযহাবের বলা হত যে তাঁর ইজতেহাদ ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) এর ইজতেহাদের মুতাবিক হয়ে যেত । কিন্তু তাহকীক দ্বারা বুঝা যায় তাঁদের এই ধারণা ভ্রান্ত । কেননা আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) লিখেছেন, “ইমাম বুখারী (রহঃ) হাদীসের মধ্যে গরীব শব্দের ব্যাখ্যাকে সেই শাস্ত্রের বিদগ্ধ উলামাদের উদাহারণস্বরুপ, আবু উবাইদাহ, নসর বিন শামিল এবং ফারা প্রভৃতিদের থেকে নকল করেছেন । ফিকহী বিতর্কের ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ী (রহঃ), আবু উবাইদ প্রভৃতিদের থেকে অর্জন করেছেন । আর অধিকাংশ মাসায়েলে তিনি কিরাবী এবং ইবনে কিলাব প্রভৃতিদের থেকে হাসিল করেছেন ।” (ফতহুল বারী শারাহ সহিহুল বুখারী, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৫৩)

আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) এর এই বক্তব্য থেকে পরিস্কার বুঝা যায় যে ইমাম বুখারী (রহঃ) ফিকহী মাসায়েলের ব্যাপারে হযরত ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) এবং ইমাম আবু উবাইদাহ (রহঃ) প্রভৃতিদের থেকে গ্রহণ করতেন । এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে ইমাম বুখারী (রহঃ) মুজতাহীদের মুতলাক ছিলেন না । কেননা যিনি মুজতাহীদে মুতলাক হন তিনি ফিকহী মাসায়েলের ব্যাপারে নিজে ইজতেহাদ করে থাকেন । অন্যের ইজতেহাদের উপর নির্ভর করেন না এবং অন্যের ইজতেহাদ নকলও করেন না ।

এখানে দ্বিতীয়তঃ কথা ভাববার বিষয় যে, যদি ইমাম বুখারী (রহঃ) মুজতাহীদে মুতলাক হতেন তাহলে তাঁর ব্যাপারে আলোচনা 'তাবক্কাতে ফুকাহা'দের মধ্যে হত । কিন্তু 'তাবক্কাতে ফুকাহা'দের মধ্যে তাঁর ব্যাপারে কোন আলোচনা নেই । ইমাম আবু ইসহাক সিরাজী শাফেয়ী (রহঃ) তাঁকে 'তাবক্কাতে ফুকাহা' এর মধ্যে ইমাম বুখারী (রহঃ) এর কোন বর্ণনা নেই । তৃতীয়তঃ এই ব্যাপারে দৃষ্টিপাত করা যাক যে মুজতাহীদদের ইজতেহাদের কিছু উসুল থাকে । যার উপর ভিত্তি করে তাঁরা ইজতেহাত করে থাকেন । যদি ইমাম বুখারী (রহঃ) মুজতাহীদ ছিলেন তাহলে নিশ্চয় তাঁর ইজতেহাদের উসুল থাকত । কিন্তু তাঁর ইজতেহাদের উসুল পাওয়া যায় না । চতুর্থতঃ এটাও দেখা উচিৎ যে ইমাম বুখারী (রহঃ) যদি মুজতাহীদে মুতলাক হতেন তাহলে ফিকাহার গ্রন্থে যেখানে অন্য মণীষীরা আয়েম্মায়ে মুজতাহীদিনদের ফিকহী বক্তব্য উল্লেখ করেছেন সেখানে ইমাম বুখারী (রহঃ) এর ফিকহী বক্তব্য উল্লেখ করার প্রয়োজন ছিল । কিন্তু ফিকাহর গ্রন্থগুলিতে ইমাম সাহেবের ফিকহী বক্তব্য থেকে সম্পূর্ণ খালি, সেখানে তাঁর ফিকহী বক্তব্যের কোন উল্লেখ নেই । সুতরাং ইমাম বুখারী (রহঃ) মুজতাহীদে মুতলাক ছিলেন না ।

হযরত ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হযরত ইমাম বুখারী (রহঃ) এর খাস ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন । তিনি ইমাম বুখারী (রহঃ) এর হাদীসের ব্যাপারে সহীহ হওয়া, যয়ীফ হওয়া, রাবীদের সিক্বাহ হওয়া ও যয়ীফ হওয়ার ব্যাপারে বক্তব্য নকল করেছেন । কিন্তু তিনি ফিকহী মাযহাব ও মাসলাকের ব্যাপারে ইমাম বুখারী (রহঃ) এর বক্তব্য তিরমিযী শরীফে উল্লেখ করেন নি । যদিও

তিনি অন্য আয়েম্মায়ে মুজতাহীদিন ছাড়াও ইমাম বুখারী (রহঃ) এর থেকে কম দরজার ফুকাহাদের বক্তব্য এবং মাযহাবের কথা উল্লেখ করেছেন । সুতরাং এটা স্পষ্ট দলীল যে ইমাম বুখারী (রহঃ) মুজতাহীদে মুতলাক ছিলেন না ।

তবে ইমাম বুখারী (রহঃ)কে মুজতাহীদ ফিল মাযহাব বা মুজতাহীদে মুনতাসীব বললে কোন অসুবিধা নেই । কেননা, এরকম মুজতাহীদ, মুজতাহীদ হওয়া সত্ত্যেও ইজদেহাদের উসুলে নিজের ইমামের মুকাল্লিদই থাকেন । যেমন ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ), ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ) প্রভৃতিরা মুজতাহীদে মুনতাসীব হওয়া সত্ত্বেও হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এর মুকাল্লিদ ছিলেন । ইমাম বুখারী (রহঃ) এর ব্যাপারে হযরত মাওলানা সরফরাজ খান সফদর (রহঃ) লিখেছেন, "যাইহোক আমার তাহকীকে (গবেষণায়) ইমাম বুখারী (রহঃ) শাফেয়ী মাযহাবের মুকাল্লিদ ছিলেন । তিনি মুজতাহীদে মুতলাক ছিলেন না । তিনি শাফেয়ী ছিলেন এবং তাঁর ইজতেহাদ ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) ইজতেহাদের মুতাবিক হয়ে যেত না বরং তিনি দৃষ্টিভঙ্গীতে শাফেয়ী মাযহাবের ছিলেন এবং মুকাল্লিদ ছিলেন । এটা আহলে ইলমদের শানের পক্ষে সমীচীন ।" (তায়েফায়ে মনসুরা, পৃষ্ঠা-১১১)

সুতরাং আকাবির উলামাদের লেখনী দ্বারা এটা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, হযরত ইমাম বুখারী (রহঃ) মুকাল্লিদ ছিলেন এবং মাসায়েলে ইজতেহাদীয়াতে তিনি নিজের ইমামের মুকাল্লিদ ছিলেন । হযরত ইমাম বুখারী (রহঃ) থেকে তকলীদের বিপক্ষে একটি হরফও লিখেছেন বলে প্রমাণিত নেই । কোন স্থানেই তিনি আয়েম্মায়ে মুজতাহীদিনদের ফিকহী মাসায়েলের ক্ষেত্রে তকলীদকে খারাপ বলেন নি ।

বুখারী শরীফের ভিত্তিই হল তাকলীদের উপর

যদি ইনসাফের দৃষ্টিতে দেখা যায় তাহলে এটা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, ইমাম বুখারী (রহঃ) যে বুখারী শরীফ রচনা করেছেন তার ভিত্তিই হল তাকলীদের উপর । এই জন্যই ইমাম বুখারী

(রহঃ) হাদীস নিজের শায়েখের কথার উপর নির্ভর করেছেন, তাঁর শায়েখ আবার তাঁর শায়েখের উপর নির্ভর করেছেন এবং এই শায়েখ আবার তাঁর শায়েখের উপর নির্ভর করেছেন । এই নির্ভরতার ধারাবাহিকতা হুযুর (সাঃ) এর নিকট পর্যন্ত পৌঁছে যায় । কারো কথার উপর নির্ভর করে সেই কথার দলীল অনুসন্ধান না করাকেই তাকলীদ বলা হয় । ইমাম বুখারী (রহঃ) তাঁর শায়েখের কাছে হাদীস শুনেছেন এবং তিনি সেই হাদীসের সহীহ হওয়ার ব্যাপারে কোন দলীল অনুসন্ধান করেন নি । কোন দলীল ছাড়াই তিনি সেই হাদীসকে নবী (সাঃ) এর হাদীস বলে মেনে নিয়েছেন । এটা তাকলীদ নয় তো কি? কেউ এটা প্রমাণ করতে পারবেন না যে ইমাম বুখারী (রহঃ) নিজের শায়েখের কাছ থেকে সেই হাদীসকে রাসুলের হাদীস হওয়ার জন্য দলীল অনুসন্ধান করেছেন অথবা তাঁর শায়েখ তাঁর শায়েখের কাছে দলীল অনুসন্ধান করেছেন । বুঝা গেল বুখারী শরীফের সমস্ত হাদীস তাকলীদের উপরেই নির্ভরশীল ।

মৃত্যুকালীন ঘটনা

আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) হযরত ইমাম বুখারী (রহঃ) এর মৃত্যুকালীন একটি ঘটনার উল্লেখ করে লিখেছেন, "আব্দুল কুদ্দুস বিন আব্দুল জাব্বার বলেছেন যে, ইমাম বুখারী (রহঃ) বুখারা শহর থেকে বের হয়ে সমরকন্দের একটি গ্রাম 'খুরতঙ্গ' চলে গেছিলেন । সেখানে তাঁর আত্মীয় থাকতেন । তিনি তাঁর কাছেই থাকতে লাগলেন । আব্দুল কুদ্দুস বলেন যে, একদিন রাত্রে শুনতে পেলাম যে ইমাম সাহেব তাহাজ্জুদের নামায পড়ে দুয়া করছিলেন, হে আল্লাহ জমীনে সমস্ত নিয়ামত থাকা সত্ত্বেও আমার প্রতি সঙ্কীর্ণ হয়ে গেছে । যাক তুমি আমাকে নিজের কাছে ডেকে নাও । এরপর এক মাসও অতিবাহিত হয় নি তাঁর ইন্তেকাল হয়ে যায় ।" (হাদীউস সারী মুকাদ্দামা ফতহুল বারী, পৃষ্ঠা-৪৯৩)

ওয়াররাকে বুখারী বলেন যে, আমি গালিব বিন জিবরাইলকে বলতে শুনেছি যাঁর কাছে ইমাম বুখারী খুরতঙ্গে থাকতেন তিনি বলেছেন যে, ইমাম বুখারী (রহঃ) এর আমাদের কাছে থাকা মাত্র কয়েকদিন হওয়ার পর তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন । সেই সময়ে সমরকন্দবাসীরা

একজন পত্রবাহক পাঠালেন যে, আপনি আমাদের কাছে চলে আসুন । ইমাম বুখারী (রহঃ) তাঁদের ডাকাতে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন । তিনি মোজা পরিধান করলেন, ইমামা বান্ধলেন, যানের উপর চাপবার জন্য কমপক্ষে বিশ পা এগিয়েছেন (আমি তাঁরা হাত ধরে ছিলাম) এরপর তিনি বললেন, আমাকে ছেড়ে দাও, আমি খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছি । আমি তাঁকে ছেড়ে দিলাম । তিনি কিছু দুয়া পড়লেন এবং শুয়ে পড়লেন । সেই সময়েই তাঁর ইন্তেকাল হয় । ইন্তেকালে পরেও তাঁর শরীর থেকে প্রচুর পরিমানে ঘাম বেরুতে থাকে । ইমাম বুখারী (রহঃ) আমাদের ওসীয়ত করেছিলেন যে, আমাকে তিন কাপড়েই কাফন যেন দেওয়া হয়, তাতে ইমামা, কামীজ (জামা) যেন না থাকে । তাই আমরা সেটাই করেছিলাম । যখন আমরা তাঁকে কাফন পরাচ্ছিলাম এবং (জানাযার) নামায পড়ার পরে কবরে নামলাম তখন অতি সুগন্ধ মেশকের মত উঠতে লাগল । এবং বেশ কইয়েকদিন পর্যন্ত উঠেছিল । লোকেরা তাঁর কবর থেকে মাটি নিয়ে যেতে লাগল । আমরা তাঁর কবর হিফাজত করার জন্য জালি দেওয়া লাঠি রেখে দিই ।" (হাদীউস সারী মুকাদ্দামা ফতহুল বারী, পৃষ্ঠা-৪৯৩)

মৃত্যুর তারিখ

আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) লিখেছেন, "আব্দুল আহাদ বিন আদম তাওয়াইসী বলেছেন, আমি একটি রাত্রে স্বপ্নে হুযুরে আকরাম (সাঃ) জিয়ারত করলাম । তাঁর সাথে সাহাবায়ে কেরামদের একটি জামাআত ছিল এবং নবী (সাঃ) এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিলেন । আমি সালাম করলাম এবং জিজ্ঞাসা করলাম যে, হযরত আপনি এখানে কেন দাঁড়িয়ে আছেন? তিনি বললেন, 'মুহাম্মাদ বিন ইসমাইলের অপেক্ষা করছি ।' আমি যখন ইমাম বুখারী (রহঃ) এর মৃত্যু সংবাদ পেলাম তখন হিসাব করে দেখলাম এটা সেই সময়ই ছিল যখন হুযুর (সাঃ) কে স্বপ্নে দেখেছিলাম । এই ঘটনা শনিবার রাত্রে হয়েছিল এবং সেটা ইদুল ফিতরের রাত্রি ছিল । সন ছিল ২৫৬ হিজরী । ইমাম বুখারী (রহঃ) এর মৃত্যুর সময় বয়স ছিল ১৩ দিন কম ৬২ বছর ।" (হাদীউস সারী মুকাদ্দামা ফতহুল বারী, পৃষ্ঠা-৪৯৩)

মৃত্যুর পরেও কারামত প্রকাশ

মৃত্যুর পরেও হযরত ইমাম বুখারী (রহঃ) এর কবর থেকে লোকেরা ফয়েজ অর্জন করেন । হযরত ইমাম যাহাবী (রহঃ) লিখেছেন, "আবু আলী গাসসানী বলেছেন যে, ৪৬৪ হিজরী সনের একটি যে, আমাদের কাছে বালান্দসীতে শায়েখ আবুল ফাতাহ নসর বিন হাসান সাকতী সমরকন্দী এলেন । তিনি বললেন যে, আমাদের সমরকন্দে এক বছর এমন হয়েছিল যে বৃষ্টিপাত একেবারেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং খরা হয়ে গেছিল । লোকেরা বেশ কয়েকবার বৃষ্টিপাতের জন্য দুয়া করেছিল কিন্তু বৃষ্টিপাত হয়নি । একজন পুন্যবান ব্যাক্তি যিনি নেকির জন্য বিখ্যাত ছিলেন তিনি সমরকন্দের কাযীর কাছে এসে বললেন, আমার একটি রায় আছে যদি অনুমতি দেন তাহলে বলতে পারি? কাযী বললেন, বল কি ব্যাপার? সে বলল, আপনি এবং আপনার সঙ্গে জনসাধারণ লোকেরা খুরতঙ্গ গ্রামে ইমাম বুখারী (রহঃ) এর কবরে যান এবং তাঁর কবরের কাছে দুয়া করুন, আমি আশা করছি আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বৃষ্টিপাত দান করবেন । কাযী সাহেব বললেন, খুবই ভাল ধারণা । তাই কাযী সাহেব এবং জনসাধারণ ইমাম বুখারী (রহঃ) এর কবরে গেলেন এবং জনগণের সাথে মিলে বৃষ্টিপাতের জন্য দুয়া করলেন এবং লোকেরা ইমাম বুখারী (রহঃ) এর কবরের কাছে খুব কান্নাকাটি করল এবং কবরবাসীকে (ইমাম বুখারীকে) ইস্তেফা (অর্থাৎ অনুরোধ করলেন যে, আপনিও আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে রহমত বর্ষন করার জন্য দুয়া করুন ।) আল্লাহ তাআলা সেই দুয়া ও ইস্তেফা বরকতে এমন রহমত বর্ষন করলেন যে, লোকেরা সাত দিন পর্যন্ত খুরতঙ্গেই থাকলেন । প্রচুর বৃষ্টিপাতের জন্য কেউ সমরকন্দ ফিরতে পারলেন না । যদিও সমরকন্দ থেকে খুরতঙ্গের দুরত্ত্ব ছিল মাত্র তিন মাইল ।" (সিয়ারু আলামিন নুবালা, খণ্ড-১২, পৃষ্ঠা-৪৬৯)

এই ঘটনার দ্বারা ইমাম বুখারী (রহঃ) এর মৃত্যুর পরেও কারামত জারি থাকা প্রমাণিত হয় এবং এও প্রমাণিত হয় যে, সেই যামানার লোকেরা বুযুর্গানে দ্বীনদের কবরে বরকত হাসিল এবং বুযুর্গানে দ্বীনদের থেকে ইস্তেফায় বিশ্বাসী ছিলেন এবং তাঁরা এর উপরে আমলও করতেন । আর আল্লাহ তাআলা বুযুর্গানে দ্বীনদের বরকতে দুয়া কবুলও করতেন । যাইহোক

ইমাম বুখারী (রহঃ) এর কবর থেকে বরকত হাসিন করা হয়েছে এবং তাঁর কাছে ইস্তেফা করা হয়েছে । ইমাম বুখারী (রহঃ) এর এই ঘটনা দ্বারা প্রমাণ হয় যে তিনিও মকবুল বান্দাদের কবর থেকে বরকত হাসিল করারয় বিশ্বাসী ছিলেন যা ইমাম সাহেবের রচনাবলীর পরিচ্ছেদে বর্ণনা করা হবে যে তিনি 'তারিখে কাবীর' গ্রন্থ এবং বুখারী শরীফের বাব হুযুর (সাঃ) এর কবর মুবারকের পাশে বসে রচনা করেছিলেন ।

দ্বিতীয় আধ্যায়

ইমাম বুখারী (রহঃ) এর মাশায়েখগণ

এটা আগেই বলা করা হয়েছে যে, ইমাম বুখারী (রহঃ) এর সেইসব উস্তাদ যাদের থেকে তিনি সরাসরি হাদীস বর্ণনা করেছেন তাদের সংখ্যা প্রায় ৩০০ জন, যাদের মধ্যে পৌনে দুইশত ইরাকী আর সেই ইরাকীদের মধ্যে প্রায় ৪৫ জন কুফার এবং ৮৫ জন বসরা বাকি অন্যান্য শহরের । এই ব্যাপারে এটা বর্ণনাযোগ্য যে হযরত ইমাম বুখারী (রহঃ) উস্তাদদের মধ্যে এমন অনেক উস্তাদ এমন রয়েছেন যাঁরা সরাসরি ইমামে আযম আবু হানীফা (রাঃ) এঁর ছাত্র বা তাঁর ছাত্রদের ছাত্র । তাদের মধ্যে কয়েকটার নাম নিচে উল্লেখ করা হল,

১) হযরত ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) । তিনি ইমাম কাযী আবু ইউসুফ (রহঃ) এর ছাত্র ।

২) হযরত সায়ীদ বিন রবীয় আবু জায়েদ আল হারবী (রহঃ) । তিনি হযরত ইমাম কাযী আবু ইউসুফ (রহঃ) এর ছাত্র ।

৩) হযরত জাহাক বিন মাখুল্লাদ আবু আসিম আন নাবীল (রহঃ) । তিনি হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এর ছাত্র ।

৪) হযরত আব্বাস বিন ওলীদ (রহঃ) । তিনি হযরত ইমাম কাযী আবু ইউসুফ (রহঃ) এর ছাত্র ।

৫) হযরত আব্দুল্লাহ বিন ইয়াযীদ আল আদাবী আল বিসরী আল মাক্কী আবু আব্দুর রহমান আল মুকরী (রহঃ) । তিনি হযরত ইমাম কাযী আবু হানীফা (রহঃ) এর ছাত্র ।

৬) হযরত উবাইদুল্লাহ বিন মুসা আল কুফী (রহঃ) । তিনি হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এর ছাত্র ।

৭) হযরত আলী বিন জাআদ আল জুহরী (রহঃ) । তিনি হযরত ইমাম কাযী আবু ইউসুফ (রহঃ) এর ছাত্র ।

৮) হযরত আলী বিন হাজার আল মারওয়াযী (রহঃ) । তিনি ইমাম কাযী আবু ইউসুফ (রহঃ) এর ছাত্র ।

৯) হযরত আলী ইবনুল মাদীনি (রহঃ) । তিনি হযরত ইমাম কাযী আবু ইউসুফ (রহঃ) এর ছাত্র ।

১০) হযরত ফজল বিন আমরু (দুকাইয়ুন) আবু নুআইম আল কুফী (রহঃ) । তিনি হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এর ছাত্র ।

১১) হযরত মুহাম্মাদ বিন সাবাহুদ দাওলাবী আল বাগদাদী (রহঃ) । তিনি হযরত ইমাম কাযী আবু ইউসুফ (রহঃ) এর ছাত্র ।

১২) হযরত মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন আল মুশনী আল আনসারী আল আল বিসরী (রহঃ) । তিনি হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এর ছাত্র ।

১৩) হযরত মুহাম্মাদ বিন আমরু বিন জাবালাতুল উতকী আল বিসরী (রহঃ) । তিনি হযরত ইমাম মুহাম্মাদ বিন হাসান আস শায়বানী (রহঃ) এর ছাত্র ।

১৪) হযরত মুহাম্মাদ বিন মুকাতিল আবুল হাসান আল মারওয়াযী (রহঃ) । তিনি হযরত ইমাম মুহাম্মাদ বিন হাসান আস শায়বানী (রহঃ) এর ছাত্র ।

১৫) হযরত মক্কী ইবনে ইবরাহীম আল নাখয়ী (রহঃ) । তিনি হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এর ছাত্র ।

১৬) হযরত হিশাম বিন আব্দুল মালিক বাহলী আবুল ওলীদ আত তিয়ালসী আল বিসরী (রহঃ) । তিনি হযরত ইমাম কাযী আবু হানীফা (রহঃ) এর ছাত্র ।

১৭) হযরত হাশীম বিন খারজিয়া (রহঃ) । তিনি হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এর ছাত্র ।

১৮) হযরত ইয়াহইয়া বিন সালেহ আল ওহাজী আবু যাকারিয়া আস শামী (রহঃ) । তিনি হযরত ইমাম মুহাম্মাদ বিন হাসান আস শায়বানী (রহঃ) এর ছাত্র ।

১৯) হযরত ইয়াহইয়া বিন মায়ীন (রহঃ) । তিনি হযরত ইমাম কাযী আবু ইউসুফ (রহঃ) ও হযরত ইমাম মুহাম্মাদ বিন হাসান আস শায়বানী (রহঃ) এর ছাত্র । এই ইয়াহইয়া বিন মায়ীন এতবড় মুহাদ্দিস ছিলেন যে, যাঁর নাম শুনলেই বড় বড় মুহাদ্দিসদের পিলে চমকে উঠত এবং তাঁর উপস্থিতিতে তাঁদের হাত থেকে পড়ানোর বই পড়ে যেতো । (তারিখে বাগদাদ, খণ্ড-১৪, পৃষ্ঠা-১৮১, তাহযীবুত তাহযীব, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-১৮০) তিনি ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এর কট্টর মুকাল্লিদ ছিলেন । (দেখুনঃ তারিখে বাগদাদ, খণ্ড-১৩, পৃষ্ঠা-৩৪৭/ফাইযুল বারী, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৬৯/নাসবুর রায়াহ, পৃষ্ঠা-৪২)

২০) হযরত ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া বকীর বিন আব্দুর রহমান আন নিশাপুরী (রহঃ) । তিনি হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এর ছাত্র ।

এঁরা হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ), হযরত ইমাম কাযী আবু ইউসুফ (রহঃ) এবং হযরত ইমাম মুহাম্মাদ বিন হাসান আস শায়বানী (রহঃ) এর ছাত্র যাঁদের থেকে হযরত ইমাম বুখারী (রহঃ) স্বীয় বুখারী শরীফে সরাসরি হাদীস নিয়েছেন । এছাড়াও তিনি হযরত ইমাম আযম আবু হানীফা (রহঃ) ২০ জন ছাত্র এমন রয়েছেন যাঁদের থেকে হযরত ইমাম বুখারী (রহঃ) কোন মাধ্যম ছাড়াই সরাসরি হাদীস নিয়েছেন ।

কাযী আবু ইউসুফ

কাযী আবু ইউসুফ হযরত ইমাম বুখারী (রহঃ) এর দাদা উস্তাদ ছিলেন । ইমাম বুখারী (রহঃ) অনেক উস্তাদ কাযী আবু ইউসুফ (রহঃ) এর কাছ থেকে হাদীস শিক্ষা করেন ।

কাযী আবু ইউসুফ (রহঃ) আনসার বংশে জন্মগ্রহণ করেন । তাঁর পূর্বপুরুষ রাসুল (সাঃ) এর আসহাবদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন । বিখ্যাত মুহাদ্দিস হাফিয ইবনে আব্দুল বারী লিখেছেন, “ইমাম আবু ইউসুফ হাদীস ক্লাসে যোগদান করে প্রতিদিন পঞ্চাশ ষাটটি হাদীস লিখে নিতেন । ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) যতদিন পর্যন্ত জীবিত, ততদিন পর্যন্ত কাযী সাহেব তাঁর শিক্ষা-মজলিসে যোগদান করতেন । তাঁর ইন্তেকালের পর কাযী সাহেব রাজ-সরকারের সাথে যোগ স্থাপন করেন । খলিফা মাহদী আব্বাস ১৬৬ হিজরী সনে ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) কে কাযী পদে নিযুক্ত করেন । তাঁর মৃত্যুর পর পরবর্তী খলিফাও তাঁকে কাযী পদে বহাল রাখেন । পরিশেষে খলিফা হারুনুর রশীদ তাঁর উপযুক্ততার প্রমাণ পেয়ে তাঁকে মুসলিম সাম্রাজ্যের প্রধান কাযী পদে নিযুক্ত করেন । তিনি হিজরী ১৮২ সালে ইন্তেকাল করেন ।

কাযী সাহেবের জ্ঞান গরিমা প্রখর ছিল । ঐতিহাসিক ইবনে খাল্লিকান হেলাল ইবনে ইয়াহইয়ার উদ্ধৃতি নকল করে বলেন, “তফসীরে মাগাযী ও আইয়ামুল আরবের হাফেয ছিলেন আবু ইউসুফ সাহেব । আর ফিকাহ শাস্ত্র তাঁর পক্ষে অত্যন্ত সহজ সরল বিষয় ছিল । হাদীস সম্বন্ধে তিনি এমনই পারদর্শী ছিলেন যে, তিনি হুফফাযে হাদীসদের মধ্যে পরিগণিত হতেন ।”

ইমাম শামসুদ্দীন যাহাবী (রহঃ) ‘তাযকিরাতুল হুফফায’ গ্রন্থে লিখেছেন, “ইয়াহইয়া বলতেন যে, আহলে রায়দের মধ্যে হযরত আবু ইউসুফের চেয়ে অধিক হাদীস আর কেউ বর্ণনা করেন নি ।”

আল্লামা খত্বীব বাগদাদী (রহঃ) স্বীয় ‘তারিখে বাগদাদ’ গ্রন্থে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ) এর উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন, “ইলমে হাদীসে জ্ঞান লাভ করার জন্য আমার যখন বাসনা জাগল্ম আমি তখন আবু ইউসুফের খেদমতে হাজির হলাম । ইয়াহইয়া বিন মায়ীন, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল এবং হাদীসের বহু ইমাম কাযী সাহেবের কাছ হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন । তাঁর জ্ঞান গরিমা ও পদ মর্যাদা সম্পর্কে এটার চেয়ে অধিক প্রমাণ আর কি থাকতে পারে?” (তারিখে বাগদাদ)

এই ইমাম আবু ইউসুফ হযরত ইমামে আযম আবু হানীফা (রহঃ) এর মুকাল্লিদ ছিলেন এবং তিনি মুজতাহীদ ফিল মাযহাবও ছিলেন ।

ইমাম মুহাম্মাদ বিন হাসান আস শায়বানী (রহঃ)

ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ) ও ইমাম বুখারী (রহঃ) এর দাদা উস্তাদদের মধ্যে একজন ছিলেন । তিনি ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ) এর বহু ছাত্রের কাছে হাদীস শিক্ষা করেন ।

কোন এক ব্যাক্তি ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ)কে জিজ্ঞাসা করলেন, “আপনি এইরুপ সূক্ষ্ণ প্রশ্নের সমাধান কোথা হতে শিখলেন?” তিনি বললেন, “মুহাম্মাদ বিন হাসান থেকে ।” ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ) এর শিক্ষা মজলিসে অসংখ্য ছাত্র শিক্ষালাভ করেছিলেন । তাঁদের মধ্যে ইমাম বুখারী (রহঃ) এর মাযহাবের ইমাম হযরত ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) ও ছিলেন । ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ) এর সহচর্য হতেই অগাধ জ্ঞান ও অপূর্ব বুযুর্গীর অধিকারী হন । ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) তা অম্লান বদনে স্বীকার করেন । ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেছেন, “মুহাম্মাদ বিন হাসান খলিফা সমীতে মহা সম্মানিত লোক ছিলেন । আমি প্রায়ই তাঁর খেদমতে যাতায়াত করতাম । ফিকাহতে তাঁর গভীরতা উপলব্ধি করে আমার মন তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় ভরপুর হয়ে উঠত । তাঁর শিক্ষা মজলিসে যোগদান করা আমি অপরিহার্য করে নিলাম ।” ইমাম শাফেয়ী

(রহঃ) আরও বলেন, "কুরআন মজিদ সম্বন্ধে ইমাম মুহাম্মাদের চেয়ে অভিজ্ঞ আলেম আমি অপর কাউকেই দেখিনি ।"

ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ) বেশ কতকগুলি গ্রন্থ রচনা করেন । তার মধ্যে, জামেয়ে সাগীর, জামেয়ে কাবীর, জিয়াদত, কিতাবুল হজ্জ, সিয়ারে সাগীর ও কাবীর অন্যতম । ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ) ইমামে আযম আবু হানীফা (রহঃ) এর মুকাল্লিদ ছিলেন এবং মুজতাহীদ ফিল মাযহাব ছিলেন ।

বুখারী শরীফের রাবী

যদিও বুখারী শরীফ ইমাম বুখারী (রহঃ) এর কাছ থেকে হাজার হাজার ছাত্র শুনেছেন কিন্তু ইমাম সাহেব থেকে যে ছাত্রদের থেকে বুখারী শরীফের রেওয়ায়েতের ধারাবাহিকতা চলে আসছে তাঁরা মোট চারজন । এই চারজনের মাধ্যমেই বুখারী শরীফ সারা উম্মতের কাছে সঠিকভাবে পৌঁচেছে । এই চারজন হলেন,

(১) ইবরাহীম বিন মুআক্কিল বিন হিজাজ আন নাসাফী (রহঃ) [মৃত্যু ২৯৪ হিজরী]
(২) হাম্মাদ বিন শাকির আন নাসাফী (রহঃ) [মৃত্যু ৩১১ হিজরী]
(৩) মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ আল ফিরাবরী (রহঃ) [মৃত্যু ৩২০ হিজরী]
(৪) আবু তাহলা মনসুর বিন মুহাম্মাদ আল বিজদাওবী (রহঃ) [মৃত্যু ৩২৯ হিজরী]

এই চারজনের মধ্যে প্রথম দুইজন ইবরাহীম বিন মুআক্কিল বিন হিজাজ আন নাসাফী (রহঃ) ও হাম্মাদ বিন শাকির আন নাসাফী (রহঃ) হলেন বিখ্যাত হানাফী আলেম । ইবরাহীম বিন মুআক্কিল বিন হিজাজ আন নাসাফী (রহঃ) অধিক খ্যাতনামা হানাফী আলেম ও হাফিযুল হাদীস ছিলেন । আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) ফতহুল বারীর শুরুতেই নিজের সিলসিলা উক্ত চার বুযুর্গ পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন । এই চারজনের মধ্যে ইবরাহীম বিন মুআক্কিল

বিন হিজাজ আন নাসাফী (রহঃ) ও হাম্মাদ বিন শাকির আন নাসাফী (রহঃ) এর খাস মর্যাদা হাসিল হয়েছিল যে তাঁদের সর্বপ্রথম ইমাম বুখারী (রহঃ) এর জামে কিতাবের (বুখারী শরীফের) বর্ণনা করার সুযোগ হয়েছিল । কেননা ইবরাহীম বিন মুআক্কিল বিন হিজাজ আন নাসাফী (রহঃ) ও হাম্মাদ বিন শাকির আন নাসাফী (রহঃ) ২৯৪ হিজরী সনে এবং ৩১১ হিজরী সনে মৃত্যু হয়েছিল । যদিও মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ আল ফিরাবরী (রহঃ) ও আবু তাহলা মনসুর বিন মুহাম্মাদ আল বিজদাওবী (রহঃ) মৃত্যু হয়েছিল যথাক্রমে ৩২০ ও ৩২৯ হিজরী সনে । আর এটা বাস্তব যে যদি দুই হানাফী বুযুর্গ ইমাম বুখারী (রহঃ) এর গ্রন্থকে বর্ণনা না করতেন তাহলে বুখারী শরীফের বর্ণনার জামানত ও দায়দায়িত্ব একাকী মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ আল ফিরাবরী (রহঃ) এর উপরেই রয়ে যেত । আর এটা রেওয়ায়েতের দৃষ্টিতে কমজোর হয়ে যেত । আল্লামা কাওসারী (রহঃ) এই কথাই বলতে গিয়ে লিখেছেন, “এটা হযরত ইমাম বুখারী (রহঃ) এর যদি ইবরাহীম বিন মুআক্কিল হানাফী এবং হাম্মাদ বিন শাকির হানাফী যদি না থাকতেন তাহলে মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ আল ফিরাবরী (রহঃ) তাঁর থেকে পুরো বুখারী শরীফ শ্রবণে একাকী থেকে যেতেন ।” (আত তালিক আলা সুরুতুল আয়েম্মাতিল খামসিয়াতিল হিজামী, পৃষ্ঠা-৮১, তাবী ফি ইবতেদা ইবনে মাজাহ, তাবী কাদীমি কুতুব খানা, কারাচী, পাকিস্তান)

ইমাম বুখারী (রহঃ) এবং তাবিল

বুখারী শরীফ পাঠ করলে বুঝা যায় যে, হযরত ইমাম বুখারী (রহঃ) মুতাশাবাহাত আয়াতের তাবিল করার পক্ষপাতি ছিলেন । যাইহোক তিনি “ইস্তাওয়া ইলাস সামায়ি” (আসমান কে বারাবর) এর অর্থ নিয়েছেন “ইরতেফা” (উচ্চতা) এবং “ইস্তাওয়া আলাল আরশ” এর অর্থ নিয়েছেন “আলা আলাল আরশ” । দেখুন ইমাম বুখারী (রহঃ) বুখারী শরীফের মধ্য আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে অধ্যায় কায়েম করে লিখেছেন, “(সুরা হুদের মধ্য) আল্লাহ তাআলা বলেছেন, আল্লাহর আরশ (সিংহাসন) পানির উপর ছিল । এবং তিনি সুরা তাওবার মধ্যে বলেছেন, তিনি বড় আরশের মালিক । আবুল আলিয়া ‘ইস্তাওয়া ইলাস সামায়ি’ এর অর্থ করেছেন, ‘আকাশের উপর অধিষ্ঠিত । ‘ফাসাওয়াহুন্না’ (যা সুরা বাকারার মধ্যে আছে) এর অর্থ তিনি উচ্চতা

করেছেন । মুজাহিদ বলেছেন, (যেটাকে ফরিয়াবী সমর্থন করেছেন) । 'ইস্তাওয়া আলাল আরশ' অর্থাৎ আরশের উপর অধিষ্ঠিত হয়েছেন ।" (বুখারী শরীফ, অনুবাদঃ আল্লামা ওয়াহীদুজ্জামান হায়দ্রাবাদী, তাইসীরুল বারী, খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-৪২১)

ইমাম বুখারী (রহঃ) তাঁর স্বীয় গ্রন্থ বুখারী শরীফে আল কুরআনের সুরা ক্বাসাসের ৮৮ নং আয়াত "আল্লাহর চেহরা ব্যাতিত সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে" এর ব্যাখ্যায় আল্লাহর চেহরা বলতে আল্লাহর রাজত্ব বুঝিয়েছেন । তিনি আল কুরআনের উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, আল্লাহর রাজত্ব ব্যাতিত সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে ।

আলবানী কিন্তু ইমাম বুখারী (রহঃ) এর এই ব্যাখ্যা মানতে রাজী তো ননই বরং সরাসরি তিনি ইমাম বুখারী (রহঃ) কে হামলা করে বলেন, "হে আমার ভাই, এটি কোন মুমিন মুসলমানের কথা হতে পারে না ।"

ইমাম বুখারী (রহঃ) ছাড়াও অনেকেই হুবহু ইমাম বুখারীর মত উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন, তাঁদের মধ্যে হলেন,

১) আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) । (দেখুন, বায়ানু তালবিসিল জাহামিয়া, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৫৮১, মাজমুউল ফাতাওয়া, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৪২৮)

২) আল্লামা ইবনে কাইয়্যিম (রহঃ) । (দেখুন হাদীল আরওয়াহ, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৯৬)

৩) ইমাম মারওয়াদী (রহঃ) । (দেখুন আন নুকাতু ওয়াল উয়ূন তথা তফসীরে মারওয়াদী, পৃষ্ঠা-২৭৩)

৪) ইমাম বাগাবী (রহঃ) । (দেখুন তফসীরে বাগাবী, খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-২২৮)

৫) ইমাম আবু লাইস সমরকন্দী (রহঃ) । (দেখুন তফসীরে সমরকন্দী)

৬) ইমাম সা’লাবী (রহঃ) । (দেখুন তফসীরে সালাবী, খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-২৬৭)

সালাফী শায়েখরাও উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা ইমাম বুখারী (রহঃ) এর মত করেছেন । তাঁরা হলেন,

৭) সাইদ বিন নাসের আল গামিদী । (দেখুন আর রাদ্দুল আলা মুনকিরি সিফাতাইল ওয়াজহি ওয়াল ইয়াদ, পৃষ্ঠা-৭০)

৮) শায়খ আবু উমর সুলাইমান আল আশকার । (দেখুন আল জান্নাতু ওয়ান নার, পৃষ্ঠা-১৭০)

৯) সালাফীদের বিখ্যাত শায়খ আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ আল গুনাইমান (শরহু কিতাবিত তাউহীদ মিন সহিহিল বুখারী)

সুতরাং ইমাম বুখারী (রহঃ) কুরআনের আয়াতের বা হাদীসের তাবিল (ব্যাখ্যা) করার পক্ষপাতি ছিলেন । তিনি ইবনে হাযম জাহিরী তথা জাহিরী মাযহাবের মত কুরআনের বা হাদীসের বাহ্যিক অর্থের উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত নিতেন না ।

খলকে কুরআন এর বিবাদ ও ইমাম বুখারী (রহঃ)

২৫০ হিজরী সনে ইমাম বুখারী (রহঃ) নিশাপুর (ইরান) আসেন । নিশাপুর সেই যুগে ইলমে হাদীসের মারকাজ ছিল । ইমাম মুসলিম (রহঃ) এবং তাঁর উস্তাদ ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া জুহালী (রহঃ) এর মত মুহাদ্দিস সেই মাটি থেকেই উঠে এসেছিলেন । এবং তাঁদের জ্ঞান ও ফজিলতের দ্বারা নিশাপুরকে বহুদুর পর্যন্ত খ্যাতিসম্পন্ন করে দিয়েছিল । তাই ইমাম বুখারী (রহঃ) নিশাপুর পৌঁছে হাদীসের শিক্ষা দান-প্রদানে লেগে গেলেন । শহরের উলামারা

বেশীরভাগ সময় সেখানে উপস্থিত হতেন এবং ইমাম সাহেবের হাদীসের জ্ঞান থেকে লাভবান হতেন । স্বয়ং ইমাম মুসলিম (রহঃ) এর এমন অবস্থা ছিল যে, ইমাম সাহেবের প্রাত্যহিক মজলিসে কখনো তিনি অনুপস্থিত থাকতেন না । একদিন ইমাম সাহেবের হাদীসের ভাণ্ডার এবং ইলমের অনর্গলতার দ্বারা তিনি এতটাই প্রভাবিত হলেন যে, নিজেকে সামালতে না পেরে কপালে চুম্বন করলেন এবং তিনি উৎফুল্ল হয়ে বললেন, "হে হাদীসের সাম্রাজ্যের বাদশাহ! আমাকে অনুমতি দিন যে আমি কদমবুশি করার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারি ।"

ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া জুহালী (রহঃ) এমন পর্যায়ের ব্যাক্তি ছিলেন যে ইমাম মুসলিম (রহঃ) এর উস্তাদ এবং নিশাপুরের প্রতিষ্ঠিত মুহাদ্দিস ছিলেন । তিনি নিজের সমস্ত ছাত্রদেরকে হুকুম দিয়েছিলেন যে, ইমাম সাহেবের মজলিসে উপস্থিত হবে । স্বয়ং ইমাম সাহবের খ্যাতি ফজল এবং কামাল এমনভাবে লোকেদেরকে আকর্ষিত করছিল যে, ইমাম জুহালীর মত বুযুর্গের মজলিস নিস্তেজ হয়ে পড়েছিল ।

একদিন ইমাম জুহালী (রহঃ) নিজের মজলিসে বললেন, "আমি কাল মুহাম্মাদ বিন ইসমাইল বুখারী (রহঃ) এর সাথে সাক্ষাৎ করতে যাব । যার যাওয়ার ইচ্ছা আছে আমার সঙ্গে যেতে পারো ।" এর সাথে ইমাম জুহালী (রহঃ) এর খেয়ালও ছিল যে ইমাম বুখারী (রহঃ) এর জন্যই আমার শিক্ষাঙ্গনে যে নিস্তেজতা ছেয়ে গেছে তার প্রভাব ছাত্রদের উপরও পড়েছে । এই জন্য আমার সাথীদের মধ্যে কেউ এমন কোপ প্রশ্ন যেন জিজ্ঞাসা না করে বসে তাতে আমার সাথে এবং মুহাম্মাদ বিন ইসমাইল বুখারী (রহঃ) এর সাথে মনোমালিন্য হয়ে যায় । এবং অমুসলিমদের আহলে সুন্নাতের মতভেদের ব্যাপারে ঠাট্টা করার সুযোগ হাতে না এসে যায় । সেই জন্য তিনি তাঁর সাথীদেরকে জোর দিয়ে বলেন যে, ইমাম বুখারীর কাছে কোন মতভেদী মাসআলায় প্রশ্ন করবে না ।

দ্বিতীয় দিন ইমাম জুহালী (রহঃ) নিজের জামাআতের সাথে ইমাম সাহেবের কাছে পৌঁছালেন । কারণবশত সেই পরিস্থিতিরই সৃষ্টি হল যা তিনি ভয় করছিলেন । এক ব্যাক্তি উঠে

ইমাম সাহেবকে প্রশ্ন করলেন যে, হে আল্লাহর বান্দা কুরআনের যে শব্দ আমাদের মুখ থেকে বের হয়, সে কি মাখলুক (আল্লাহর সৃষ্টি)? এর প্রকৃত শব্দ ছিল, **"লফযী বিল কুরআনী মাখলুকুন"?** ইমাম সাহেব চুপ থাকলেন । এরপর সেই ব্যাক্তি পুনরায় প্রশ্ন করলেন । ইমাম সাহেব বাধ্য হয়ে উত্তর দিলেন ।

"আফআলুনা মাখলুকাতুন ওয়া আলফাযুনা মিন আফআলিনা" অর্থাৎ আমাদের কর্মগুলো মাখলুক, এবং যে শব্দ আমাদের মুখ থেকে বের হয় সেগুলো আমাদের মুখের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া হওয়ার কারণে সেগুলো আমাদের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া । এই সুক্ষ জবাবকে জনসাধারণ অনুধাবন করতে পারেনি । সেই জন্য ঘটনাকে এমন বাড়িয়ে দেওয়া হল যে, ইমাম সাহেবের প্রতি মানুষের মনে গভীর ভালবাসা ছিল তার মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি হয়ে গেল । কিন্তু যেসমস্ত ব্যাক্তিরা বুদ্ধিজীবি ও সমীক্ষক ছিলেন তাঁরা এই জবাবের গভীরে প্রবেশ করলেন এবং আগের থেকে বেশী ইমাম সাহেবের সম্মান করতে লাগলেন । তাঁদের মধ্যে ইমাম মুসলিম (রহঃ)ও ছিলেন । তিনি যখন বুঝতে পারলেন যে ইমাম জুহালীও এই জবাবের জন্য ইমাম সাহেবের বিরোধী হয়ে গেছিলেন, এবং তিনি নিজের মজলিসে ঘোষনা করে দেন যে, যে ব্যাক্তি "লফযী বিল কুরআনী মাখলুকুন" এর পক্ষাপাতি তারা যেন আমাদের মজলিসে অংশগ্রহণ না করে । তখন তাঁরা কঠিন মনক্ষুন্ন হলেন এবং সমস্ত বসে থাকা ছাত্ররা উঁটে চেপে ফিরে গেলেন । এর দ্বারা ইমাম জুহালী নিজের বক্তব্য সমাপ্ত করেন । (হাদিউস সারী, পৃষ্ঠা-৪৯১)

ইমাম ইয়াহইয়া বিন সায়ীদ ইমাম বুখারী (রহঃ) কে বলেন যে, লোকেরা এসে বলল, আপনি আপনার এই মত থেকে প্রত্যাবর্তন করুন । সমস্ত শহরবাসী আপনার বিরোধী । ইমাম বুখারী (রহঃ) বললেন, "এটা আমার দ্বারা কি করে সম্ভব? কোন জিনিস যদি আমার মত থেকে প্রত্যাবর্তন করতে পারে সেটা হল দলীল ।" (তারিখে বাগদাদ, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩০, সিয়ারু আলামিন নুবালা, খণ্ড-১২, পৃষ্ঠা-৪৫৪)

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের ইজমায়ী আকিদা হল কুরআন শরীফকে আল্লাহর মখকুক বা সৃষ্টি বলা যাবে না । আল্লাহ যেমন চিরন্তন ঠিক তেমনি আল্লাহর বানী কুরআনও চিরন্তন । আল্লাহ যেমন মখলুক নন অনুরুপ আল্লাহর বানী কুরআন শরীফও মখলুক নয় । কিন্তু মু'তাজিলাপন্থীদের আকিদা হল আল্লাহ মখলুক নন তবে আল্লাহর বানী আল কুরআন মখলুক ।

কুরআন শরীফকে মখলুক বলার বিবাদ এক মারাত্মক পর্যায়ের বিবাদ । এই মাসআলার জন্য শত শত আলেমদের প্রাণনাশ হয়েছে । সেই যুগে পাশ্চাত্য দর্শনের প্রভাব বিস্তার করেছিল । আব্বাসী বংশের খলিফা বিশেষ করে সুন্নী খলিফা হারুনুর রশীদের চতুর্থ পুত্র খলিফা মামুন মু'তাজিলা পন্থি ছিলেন এবং পাশ্চাত্য দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন । সেজন্যই তার দরবারে মুতাজিলাদের আগমন বেড়েছিল এবং তাঁর পুরো রাজসভা মু'তাজিলাদের দ্বারা পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল । খলিফা মামুন তাঁর সাম্রাজ্যের সমস্ত বাসিন্দাদেরকে কুরআন শরীফকে মখলুক বলায় বাধ্য করা হয়েছিল । যাঁরা কুরআনকে মখলুক বলতেন না তাঁদেরকে শূলিতে চড়ানো হত নাহয় নির্মমভাবে হত্যা করা হত । এছাড়া আর কোন পথ ছিল না । সমস্ত ইসলামী সাম্রাজ্য জুড়ে ঘোষণা করা হল যাঁরা আলেম উলামা রয়েছেন তাঁরা যেন কুরআন শরীফকে মখলুক বলে স্বীকার করে নেন । এও ঘোষণা করা হল যে, যাঁরা কুরআন শরীফকে মখলুক স্বীকার করবে না তাঁরা যেন এবং এই আকিদার বিকক্ষে দলীল (প্রমাণ) পেশ করেন এবং মুনাযারা (বিতর্ক) করার জন্য রাজসভায় আনা হয় । কেউ বেশী বিরোধীতা করলে তাঁকে যেন সেখানেই হত্যা করা হয় ।

এই খলকে কুরআনের ফিৎনা শুরু হওয়ার পর মুহাদ্দিসদের প্রাণের সংকট শুরু হয়ে গেল । এই খলকে কুরআনের ফিৎনা খলিফা মামুনের খেলাফতের শুরুতে ২১৮ হিজরী সনে শুরু হয় এবং ২২৮ হিজরী পর্যন্ত চরম পর্যায়ে থাকে । খলিফা মামুনের অন্তরে খলকে কুরআনের মাসআলা এমনভাবে গেঁথে যায় যেন এটাকে অস্বীকার করা মানেই প্রকৃত তওহীদকে অস্বীকার করা । যখন সে শাম প্রদেশের একটি জেলায় ছিল তখন সে বাগদাদের গভর্ণর ইসহাক খাযায়ীকে একটি ফরমান পাঠায় যেটি হল,

"আমিরুল মোমেনীন এটা বুঝতে পেরে গেছে যে সম্ভবত সমস্ত মুসলমান যারা শরীয়াতের সুক্ষ্ম বিষয়বস্তু বুঝতে পারেনি তারা কুরআন চিরন্তন হওয়ার পক্ষপাতি । যদিও কুরআন শরীফের আয়াতে এর বিপরীত প্রমাণ রয়েছে । এরা কঠিন জঘণ্য ব্যাক্তি এবং ইবলিশের বার্তাবাহক । বাগদাদের সমস্ত বিচারকদেরকে একত্রিত করে এই ফরমান শুনিয়ে দাও । যারা এটাকে অস্বীকার করবে তাদেরকে বিচারে অক্ষম ঘোষণা করে দাও ।"

খলিফা মামুনের এতেও আত্মতৃপ্তি হল না । তিনি সাতজন বিচক্ষন আলেমকে নিজের কাছে ডাকলেন এবং তাঁদের সম্মুখে বসে আলোচনা করলেন । এই বিচক্ষন আলেমরা মামুনের মতবাদের বিরোধী ছিলেন । কিন্তু তরবারির ভয়ে তাঁরা মামুনকে সমর্থন করলেন যদিও তাঁরা অন্তর থেকে এটা মেনে নেন নি । এই আলেমগণও যখন মামুনের বাহ্যিক পক্ষতাপি হয়ে গেলেন তখন তিনি ইসহাকের নামে দ্বিতীয় ফরমান পাঠালেন যে, ইসলামী সাম্রাজ্যের সমস্ত উলামা মাযহাবী পেশওয়াদেরকে এটাকে (কুরআন আল্লাহর মখলুক) স্বীকার করানো হয় । খলিফা মামুনের এই হুকুমের পুরোপুরি পালন করা হয় । তাঁর যুগে কোন মুহাদ্দিস রেহাই পাননি । শুধুমাত্র ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ) এবং মুহাম্মাদ বিন নুহ (রহঃ) নিজেদের সিদ্ধান্তে অটল থাকলেন এবং আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের ইজমায়ী আকিদা থেকে পিছু হাটলেন না । খলিফা মামুন বুঝতে পারলেন যে যারা তাঁর পক্ষ অবলম্বন করেছেন তাঁরা কেউ অন্তর থেকে তাঁর মতকে মেনে নেননি । শুধুমাত্র প্রাণ বাঁচানোর জন্যই তাঁর মতকে সমর্থন করেছেন । এটা জানতে পেরে তিনি খুবই অসন্তুষ্ট হলেন এবং তিনি হুকুম দিলেন যে তাদেরকে যেন সম্রাটের আস্তানায় আনা হয় । উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন আবু হাসান যিয়াদী, নজর বিন শামিল, কাওয়ারিয়ী, আবু নসর তামার, আলী বিন মুকাতিল, বশর বিন আল ওলীদ প্রভৃতি মুহাদ্দিসগণ । সম্রাটের সেনারা তাঁদেরকে গ্রেফতার করে শামদেশে নিয়ে যায় ।

একদিন ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ) এবং মুহাম্মাদ বিন নুহ (রহঃ) ইমামদ্বয়কে খলিফা মামুন এর সম্মুখে উপস্থিত করা হল এবং খলিফার নিকটবর্তী এক স্থানে তাঁদেরকে

অবস্থান করানো হল । কিছুক্ষন পরেই মামুনের এক খাদিম কান্না করতে করতে সেখানে উপস্থিত হলেন এবং ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ)কে লক্ষ্য করে বলতে লাগলেন, "হে আবু আব্দুল্লাহ, আপনার সম্মুখে মহা কঠিন পরীক্ষা । মামুন তরবারি খাপমুক্ত করেছেন । আর রাসুল (সাঃ) এর নামে শপথ করেছেন যে, আহমদ যদি সমর্থন না করেন, তবে এ তরবারি দ্বারা তাঁকে দ্বিখণ্ডিত করবে ।"

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ) এটা শুনে আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, "হে খোদা তোমার ধৈর্য্য এই দুরাচারকে অত্যক্ত অহঙ্কারী করে তুলেছে । আর আজ তোমার বন্ধুর উপরও তরবারি চালাতে দ্বিধাবোধ করছে না । হে খোদা, তোমার কালাম যদি হয়ে থাকে, তবে তুমি আমাকে সত্যের উপর কায়েম রাখিও । আজ আমি এটার নিমিত্ত সবকিছু বরদাস্ত করতে বদ্ধপরিকর ।" ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ) প্রার্থনা শেষ করার কাছাকাছি পৌঁছেছেন এমন সময় রাত্রিকালের মধ্যেই মামুনের মৃত্যু সংবাদ সারা দেশময় প্রচারিত হয়ে পড়ল । ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ) বললেন, "উক্ত সংবাদে আমি মহাখুশি হলাম । কিন্তু পরক্ষণেই আমি জানতে পারলাম যে মু'তাসিম খলিফারুপে নির্বাচিত হয়েছে । আর মুহাম্মাদ বিন আবী দাউদ উজিররুপে নিযুক্ত হয়েছে । আমার ধারণা জন্মিল যে, এখন পরিস্থিতি আরও খারাপ হবে ।"

সত্যিই পরিস্থিতি খারাপ হয়েছিল । খলিফা মামুনের মৃত্যুর পর খলকে কুরআনের ফিৎনা কিছুদিনের জন্য থেমে গিয়েছিল । কিন্তু মামুনের পুত্র মু'তাসিম রাজসভায় আরোহন করলে খলকে কুরআনের বিবাদ আরও তুঙ্গে উঠে এবং সে পিতার থেকে আরও কঠিন এই বিবাদকে উস্কে দেয় এবং মুহাদ্দিসীনগণ কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হন ।

একদিন খলিফা মু'তাসিম ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ)কে ডাকল । ইমাম সাহেবকে খলিফার নিকটবর্তী হবার আদেশ দেওয়া হল । তিনি সালাম দিয়ে চুপ করে রইলেন । খলিফা এবং ইমাম সাহেবের মধ্যে কিছু আলাপ আলোচনা হল । ইমাম সাহেবের জবাবের গভীরতা

দেখে খলিফা মু'তাসিম মুগ্ধ হল । এমনকি ইমাম সাহেবকে মুক্তি দানের কথাও সে ভেবেছিল কিন্তু সে সুবুদ্ধি তার হয়নি ।

খলিফা মু'তাসিমের আদেশে ইমাম সাহেবকে আব্দুর রহমান অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করল । আব্দুর রহমান প্রশ্ন করল, "আচ্ছা, এমন সময় কি ছিল যে, আল্লাহ ছিলেন এবং কুরআন ছিল না?" ইমাম সাহেব উত্তরে বললেন, "এমন সময় কি ছিল যে, আল্লাহ ছিলেন এবং তাঁর জ্ঞান ছিল না?" এই প্রশ্নের উত্তর দিতে না পেরে আব্দুর রহমান নিরুত্তর হয়ে গেল । ইমাম সাহেব আল্লাহর কিতাব ও আল্লাহর রাসুলের সুন্নতের দলীল চাইলেন । এটা শুনে আবু দাউদ বলে উঠল, "তর্ক করতে গেলে নকল ব্যাতিত বুদ্ধিরও প্রয়োজন হয় ।" ইমাম সাহেব শুনে বললেন, "কিতাব ও সুন্নত ব্যাতিত অপর কোন কিছুর উপর কি ধর্মের ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছে?" তখন তারা ইমাম সাহেবের সম্মুখে দলীল পেশ করল । ইমাম সাহেব সেসব দলীলের দন্ত চুর্ণকারী জবাব দেন । তারা নিরুত্তর হয়ে গেল । কিন্ত কথায় বলে, চোর না শুনে ধর্মের কাহিনী ।

ইবনে আবী দাউদ মু'তাজিলা পন্থীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দুরাচার ব্যাক্তি ছিল । সে ইমাম সাহেবের জ্ঞান গরিমা দ্বারা মু'তাজিলাদেরকে মুগ্ধ করতে দেখে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল । সে খলিফা মু'তাসিমকে বলল, "আমীরুল মোমেনীন, এ ব্যাক্তি পথভ্রান্ত এবং অপরদেরকেও বিভ্রান্তকারী । আপনার ফকীহ ও কাযীদেরকে এখানে সমবেত হয়েছে । আপনি এ সম্বন্ধে তাঁদের অভিমত জিজ্ঞাসা করুন ।" তখন ফকীহ ও কাযীরা ইমাম সাহেবকে পথভ্রান্ত বলে ফতোয়া দিল । তখন খলিফা তর্ক মূলতবী করে দিলেন । এরুপ ক্রমাগত কয়েক অধিবেশন হয়ে গেল । ইমাম সাহেব একাকী সকলের মুকাবিলা করলেন । ইমাম সাহেব বলেন, "তর্ক ব্যাপারে আমাকে এমন কথাও শুনতে হয়েছিল যে, যা বলা আলেমের পদমর্যাদানুযায়ী দূরের কথা বলাও সম্ভবপর নয় ।"

ইমাম সাহেবের সামনে মু'তাজিলাদেরকে অতভম্ব হতে দেকে খলিফা মু'তাসিম বার বার ইমাম সাহেবকে বলেছিলেন, "হে ইমাম সাহেব, আপনি যদি আমার একটিমাত্র প্রশ্ন সম্বন্ধে

একমত হন, তবে আমি আপনাকে বিশিষ্ট বন্ধুরুপে গ্রহণ করব ।” ইমাম আহমদ বিন হাম্বল তাতে রাজী হননি, তিনি বলেন, “আল্লাহর কিতাব ও রাসুলের সুন্নতের বাইরে আমি এক বিন্দুও অগ্রসর হতে রাজী নই ।”

‘মু’তাজিলারা ইমাম খলিফাকে বলে, “আমীরুল মোমেনীন, এই ব্যাক্তি কাফের পথভ্রান্ত এবং বিভ্রান্তকারী ।” খলিফা ইমাম সাহেবকে উদ্দেশ্য করে বললেন, “হে ইমাম সাহেব, আমি আপনার বহু মঙ্গল সাধন করতে চেয়েছিলাম । কিন্তু আপনি জিদের বশবর্তী হয়ে আমার কোন কথার প্রতিই মনোযোগ দান করেন নি । কাজেই আপনাকে কোড়া মারার আদেশ না দিয়ে পারলাম না ।”

শেষ পর্যন্ত মু’তাজিলাদের চক্রান্তে হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ)কে কোড়া মারা হয় । মু’তাজিলারা ফতোয়া দেয়, “আহমদ বিপথগামী এবং কাফের । তাঁকে কিছুতেই ক্ষমার চোখে দেখা যায় না ।”

ইমাম সাহেবকে কোড়া মারা আরম্ভ হয় । প্রথম কোড়ার আঘাতে তিনি বিসমিল্লাহ পাঠ করেন । দ্বিতীয় আঘাতের সময় ‘লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলীইয়িল আজীম’ পাঠ করেন । দ্বিতীয় ও চতুর্থ আঘাতের সময়ও তিনি এই শব্দই উচ্চারণ করেন ।

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ) এর একটাই অপরাধ ছিল যে তিনি কুরআন শরীফকে মখলুক মানতে রাজী ছিলেন না । এই অপরাধের জন্যই তাঁকে অত্যাচারের স্ট্রীম রোলার চালানো হয় । যা ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে ।

এই খলকে কুরআনের বিবাদের বিপক্ষে দ্বিতীয় ফিরকা ছিল । তারা এটা মনে করত যে কুরআন মখলুক নয় এমনকি আমাদের মুখ থেকে যে কুরআনের কিরআতের শব্দগুলি বের হয়

সেগুলিও মখলুক নয় বরং সেগুলিও কুরআনের মত চিরন্তন । এই ফিরকাটি প্রথম ফিরকাটির পুরোপুরি বিপরীত ছিল এবং দুটি ফিরকায় একে অপরের প্রতিদ্বন্দী ছিল ।

ইমাম বুখারী (রহঃ) উভয় ফিরকার বিপরীত সহীহ এবং সঠিক মতটিকে গ্রহণ করেছিলেন এবং বিরোধীদের কোন পরোয়াই তিনি করেন নি । কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ইমাম বুখারী (রহঃ) ও এই ফিৎনার হাত থেকে সুরক্ষিত থাকতে পারেন নি । এবং তিনিও কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হন । যদিও তিনি ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ) এর মত শাসকগোষ্ঠীর হাতে খলকে কুরআনের বিবাদ নিয়ে সমস্যার সম্মুখীন হননি তবে তিনি মুহাদ্দিস ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া জুহালী (রহঃ) এর সাথে বিবাদে জড়িয়ে পড়েন যা এর আগে বর্ণনা করা হয়েছে ।

ইমাম বুখারী (রহঃ) এর লেখা কিছু কবিতা

ইমাম বুখারী (রহঃ) কোন প্রতিষ্ঠিত কবি বা সাহিত্যিক ছিলেন না তবে তিনি এমন কিছু কবিতা লেখেন যা আমাদের অবাক করে দেয় । ইমাম বুখারী (রহঃ) যেসব কবিতা লিখেছেন তার কয়েকটি নিচে দেওয়া হল,

১)

অবসরের সময় রুকুর ফজিলত অর্জন করাকে গণীমত মনে করো,
না জানি কখন তোমার মৃত্যু এসে যায় ।
এটা সত্য যে আমি সুস্থ সবল মানুষদেরকে দেখেছি
যে তাদের প্রাণ সব দিক থেকেই প্রাণবন্ত ছিল,
হঠাৎ তাদের মৃত্যু হয়ে গেছে ।

২

যখন ইমাম বুখারী (রহঃ) এর ছাত্র ও সুনানে দারেমী নামক বিখ্যাত হাদীস গ্রন্থের রচয়িতা হাফিয ইমাম আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহমান দারেমী (রহঃ) এর মৃত্যু হয় তখন সেই মৃত্যু সংবাদ শুনে ইমাম বুখারী (রহঃ) এর কবিতা পাঠ করেন,

যদি জীবন দীর্ঘায়ূ হয়
তাহলে তোমাদেরকে
আগামীতে আত্মীয়দের মৃত্যুর দুঃখ পোহাতে হবে,
সেজন্য তোমার জীবিত থাকাটা বড়ই কষ্টদায়ক হবে ।

৩)

গাফেলদের জন্য নসীহত করতে গিয়ে তিনি লেখেন,

গাফেলদের উদাহারণ সেই চতুস্পদ জন্তুর মতো
বাজার থেকে নিয়ে গিয়ে জবেহ করা পর্যন্ত মৃত্যুর কোন অনুভুতিই থাকে না ।

৪)

বিস্তর সৃষ্টিজগতের সাথে মেলামেশা করতে থাকো,
এবং হাস্যমুখে তাদের সাথে ব্যাবহার করো,
কুকুরের মতো কারো সাথে ঘেউ ঘেউ করো না ।

এইসব কবিতাগুলি ইমাম তাজুদ্দিন সুবকী (রহঃ) ‘তাবক্কাতুস শাফেয়ীয়াতুল কুবরা’ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন ।

ইমাম বুখারী (রহঃ) এর ছাত্রগণ

ইমাম বুখারী (রহঃ) যেমন মহান উস্তাদদের নিকট থেকে হাদীস শিক্ষা করেছেন ঠিক তেমনি তিনি কিছু মহান ছাত্রও তৈরী করে গেছেন । সেই ছাত্ররা হাদীস শাস্ত্রে এক একটি জ্বলন্ত নক্ষত্র । তাদের কয়েকটি ছাত্রের ব্যাপারে নিচে বর্ণনা করা হলঃ

১) ইমাম মুসলিম বিন হাজ্জাজ (রহঃ)

ইমাম মুসলিম বিন হাজ্জাজ (রহঃ) ইমাম বুখারী (রহঃ) এর বিখ্যাত ছাত্রদের মধ্যে একজন ছিলেন । হাদীস শাস্ত্রের দিকে ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) দুইজনকে শায়খায়েন বলা হয় । হাদীসের ব্যাপারে যখনই 'রাওয়াহু শায়খায়েন' বলা হয় তখনই এটা ধরে নেওয়া হয় যে উক্ত কথা ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) দুজনেই বলেছেন । ইমাম দারাকুত্বনী (রহঃ) বলেছেন যে, "ইমাম মুসলিম (রহঃ) ইমাম বুখারী (রহঃ)কে এতটাই সম্মান করতেন যে, হাদীসের ব্যাপারে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে সমাধান না হওয়া পর্যন্ত ইমাম মুসলিম (রহঃ) কান্নাকাটি করতেন । কখনো ইমাম বুখারী (রহঃ) এর কপালে চুম্বন করে বলতেন, আমাকে অনুমতি দিন যে আমি কদমবুশি করার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারি ।

ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া জুহালী (রহঃ) এর সাথে খলকে কুরআনের বিষয়ের বিবাদ নিয়ে যখন ইমাম বুখারী (রহঃ) এর মনোমালিন্য হয় তখন সমস্ত শহরবাসী ইমাম সাহবের সঙ্গ ছেড়ে দিলেও ইমাম মুসলিম (রহঃ) ইমাম সাহেবের বক্তব্যের অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝতে পেরে সঙ্গ ছাড়েন নি । তিনি সমস্ত বসে থাকা ছাত্রদেরকে উঁটে চাপিয়ে ফিরত পাঠিয়ে দেন ।

ইমাম মুসলিম (রহঃ) এর কুনিয়াত ছিল আবুল হাসান । লকব ছিল ইসা কারিউদ্দীন । তিনি ২০২ হিহরীতে জন্মগ্রহণ করেন । তাঁর বংশপঞ্জী হল এইরকম, মুসলিম হাজ্জাজ বিন

মুসলিম বিন ওয়ারদ বিন কোসাজ । ইমাম মুসলিম (রহঃ) এর বংশের সিলসিলা কোরেশ গোত্রের সাথে মিলিত হয় সেজন্য তাঁকে কোরেইশীও বলা হয় । তিনি নিশাপুরের বাসিন্দা ছিলেন । তিনি হাদীসের জ্ঞান অর্জনের জন্য ইরাক, হিজাজ, শাম, মিশর প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করেন । তিনি বাগদাদ বেশ কয়েকবার গিয়েছেন এবং সেখানে তিনি হাদীসের শিক্ষাও দান করেন । তিনি শেষবারের মত ২৫৯ হিজরীতে বাগদাদ নগরীতে যান । (তারিখে বাগদাদ, খণ্ড-১৩, পৃষ্ঠা-১০১)

তাঁর ছাত্ররাও বিখ্যাত মুহাদ্দিস ছিলেন । তাঁদের মধ্যে আবু হাতিম রাযী (রহঃ), আবু ইসা আত তিরমিযী (রহঃ), আবু বকর ইবনে খুযাইমাহ (রহঃ), ইয়াহইয়া বিন সাআদ (রহঃ), আবু আওয়ানাহ (রহঃ) প্রভৃতিগণ ছিলেন । তিনি খুবই শান্ত মেজাজের ব্যাক্তি ছিলেন । ২৫ রজব ২৬১ হিজরী সনে তিনি স্বদেশ নিশাপুরের শহর নাশীরাবাদের ৫৫ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন ।

ইমাম মুসলিম (রহঃ) এর বিখ্যাত হাদীস গ্রন্থের নাম হল 'সহীহ মুসলিম শরীফ' যা সহীহ বুখারী শরীফের পরেই স্থান লাভ করেছে । মুসলিম শরীফে সহীহ হাদীসের পাশাপাশি হাসান হাদীসও রয়েছে । যয়ীফ হাদীস একটিও নেই । যেসব হাদীস বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে উভয়েই রয়েছে সেগুলিকে মুত্তাফাকুন আলাইহি বলা হয় ।

২) ইমাম আবু ইসা আত তিরমিযী (রহঃ)

ইমাম তিরমিযী (রহঃ) ইমাম বুখারী (রহঃ) এর বিখ্যাত ছাত্রদের মধ্যে একজন ছিলেন । তিনি জীবনের অধিকাংশ সময় ইমাম সাহেবের সহচর্যেই অতিবাহিত করেছেন । সেজন্য কিছু মুহাদ্দিস ইমাম তিরমিযী (রহঃ) কে ইমাম বুখারী (রহঃ) এর খলিফাও বলেছেন । (মুকাদ্দামা তুহফাতুল আহওয়াযী, আব্দুর রহমান মুবারকপুরী)

ইমাম তিরমিযী (রহঃ) ২০৯ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন । তাঁর নাম ছিল মুহাম্মাদ, কুনিয়াত ছিল আবু ইসা । তাঁর বংশপঞ্জী হল এইরুপঃ- মুহাম্মাদ বিন ইসা বিন সাওরাহ বিন মুসা বিন আস সিহাক আল সালমী আন নাসীর আল বাওগী । বাওগী বাওগ স্থানের দিকেই নিসবত করে বলা হয় । বাওগ ছিল তিরমিয শহরের একটি বস্তির নাম ।

ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এর দাদার নাম ছিল মারওয়াযী । তিনি তিরমিয শহরে এসে বাসস্থান শুরু করেন । ইমাম তিরমিযীর (রহঃ) এর পিতার নাম ছিল ইসা এবং তাঁর কুনিয়াতও ছিল আবু ইসা । ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এর উস্তাদদের মধ্যে ছিলেন, ইমাম মুসলিম (রহঃ), ইমাম আবু দাউদ (রহঃ), ইমাম কুতাইবাহ বিন সায়ীদ (রহঃ), আলী বিন হাজার (রহঃ) মুহাম্মাদ বিন বশার (রহঃ) প্রভৃতিগণ । এঁরা ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এর শায়েখদের মধ্যে ছিলেন । তিনি কত বড় ফকীহ ছিলেন তা তাঁর জামে তিরমিযী গ্রন্থের বাবগুলি পড়লেই বুঝা যায় । তিনি হাদীসের শিক্ষা অর্জনের জন্য বসরা, কুফা, খুরাসান, হিজাজ প্রভৃতি জায়গা সফর করেন ।

তিনি আল্লাহর ভায়ে সর্বদা কান্নাকাটি করতেন । অধিক কান্নাকাটির জন্য তিনি অন্ধ হয়ে যান । তবে কিছু মুহাদ্দিস বলেছেন যে ইমাম সাহেব জন্ম থেকে অন্ধ ছিলেন । তিনি ২৭৯ হিজরী সনে ইন্তেকাল করেন । তিনি হাদীসের উপর জামে তিরমিযী নামক বিখ্যাত হাদীস গ্রন্থ লেখেন । এছাড়াও তিনি কিতাবুল ইলাল, শামায়েলে তিরমিযী নামে বেশ কয়েকটি বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেন । এই গ্রন্থগুলি আজ সব জায়গা থেকেই প্রকাশিত হয় ।

৩) ইমাম নাসায়ী (রহঃ)

ইমাম নাসায়ী (রহঃ)ও ইমাম বুখারী (রহঃ) এর বিখ্যাত ছাত্রদের মধ্যে একজন ছিলেন । সিহাহ সিত্তাহর হাদীসগ্রন্থের মধ্যে যাঁদের হাদীস রয়েছে ইমাম নাসায়ী (রহঃ) তাঁদের মধ্যে একজন । সুনানে নাসায়ী তাঁর বিখ্যাত হাদীসগ্রন্থের নাম ।

ইমাম নাসায়ী (রহঃ) ২১৫ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন । তাঁর নাম ছিল আহমদ, কুনিয়াত ছিল আবু আব্দুর রহমান এবং লকব ছিল ইমাম নাসায়ী । তাঁর বংশপঞ্জী হল এইরুপঃ- আহমদ বিন শুয়াইব বিন আলী বিন নাসায়ী বিন দিনার ।

তিনি খুরাসানের বিখ্যাত শহর নাসাইতে জন্মগ্রহণ করেন । তিনি প্রাথমিক শিক্ষা সেখান থেকেই অর্জন করেন । ২৩০ হিজরী সনে তিনি ১৫ বছর বয়সে দেশ ত্যাগ করে জ্ঞান অর্জনের জন্য সফরে বেরিয়ে পড়েন । প্রথমে তিনি ইমাম কুতাইবার নিকট বলখ পৌঁছেন । সেখান থেকে ফারিগ হয়ে হিজাজ, শাম, মিশর, জাজিরাহ প্রভৃতি স্থান সফর করেন । মিশরে তিনি বহুদিন অবস্থান করেন । বরং লেখালেখি এবং শিক্ষাদানে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন তা তিনি মিশরেই অর্জন করেন । রিজাল শাস্ত্রে তাঁকে মহান ব্যাক্তি হিসাবে ধরা হয় । ইমাম হাকিম (রহঃ) বলেন, "আমি ইমাম দারাকুত্বনীকে বলতে শুনেছি যে, ইমাম নাসায়ী জারাহর ব্যাপারে, হাদীসের ব্যাপারে, তানকিদের ব্যাপারে সাবধানতায় নিজের জামানায় মহান ছিলেন ।" (তাযকিরাতুল হুফফায, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৭০০)

আল্লামা আবু সায়ীদ বিন ইউনুস স্বীয় কিতাব 'তারিখে মিশর' এর মধ্যে লিখেছেন, "ইমাম নাসায়ী বহুদিন মিশরে অবস্থান করেন । হাদীস শাস্ত্রে তিনি ইমাম ছিলেন । সিক্বাহ এবং হাফিযও ছিলেন ।" (তাযকিরাতুল হুফফায, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৭০১)

ইমাম নাসায়ী (রহঃ) এর চেহরা গোলাপ ফুলের মত ছিল । একদিন অন্তর অন্তর তিনি সর্বদা রোজা রাখতেন । তাসত্বেও তাঁর দাসী থাকার পরেও চারজন স্ত্রী ছিল । তাঁর উস্তাদদের মধ্যে ইমাম বুখারী (রহঃ), ইমাম আবু দাউদ সিজেস্তানী (রহঃ), কুতাইবাহ বিন সায়ীদ (রহঃ), ইসহাক বিন রাহবীয়া (রহঃ), আলী বিন হাজার (রহঃ), সুলাইমান বিন আসআত (রহঃ), মুহাম্মাদ বিন বশার (রহঃ) এর মত মুহাদ্দিসগণ ছিলেন ।

তাঁর ছাত্ররাও বিখ্যাত মুহাদ্দিস ছিলেন । তাঁদের মধ্যে ইমাম আবু জাফর তাহাবী (রহঃ), ইমাম আবুল কাসিম তিবরানী (রহঃ), আল্লামা আবু বশর দাওলাবী (রহঃ), আবু বকর ইবনুল সুন্নী প্রভৃতিরা ইমাম নাসায়ী (রহঃ) এর বিখ্যাত ছাত্র ছিলেন ।

হযরত আলী (রাঃ) কে হযরত আমীর মুআবিয়া (রাঃ) এর থেকে বেশী গুরুত্ব দেওয়ার জন্য খারেযী সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁকে প্রচণ্ড মারধর করে । এবং ৩০৩ হিজরী সনে শাহাদাত বরণ করেন । তাঁকে রামলা নামক স্থানে দাফন করা হয় ।

৪) মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ আল ফিরাবরী (রহঃ)

মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ আল ফিরাবরী (রহঃ) সেই ব্যাক্তি যিনি ইমাম বুখারী (রহঃ) থেকে বুখারী শরীফ বর্ণনা করেছেন । তিনি ২৩১ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন । সহীহ বুখারী শরীফ পড়ার জন্য সারা পৃথিবী থেকে তাঁর কাছে আগমন করতেন । তাঁর বংশপঞ্জী হল এইরুপঃ- মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ বিন মাতর বিন সালেহ বিন বশীর ।

বুখারী শরীফের বেশ কয়েক স্থানে 'ক্বালা ফিরাবরী' বা ফিরাবরী বলেছেন বলে উল্লেখিত আছে । সেগুলি সেইসব স্থানে রয়েছে যেখানে ফিরাবরী (রহঃ) ইমাম বুখারী (রহঃ) এর বর্ণনা বা সনদ সম্পর্কে ফাওয়ায়েদ বর্ণনা করেছেন যা তিনি ইমাম বুখারী (রহঃ) থেকে শুনেন নি । তিনি ৩২০ হিজরী সনে ইন্তেকাল করেন ।

৫) ইমাম দারেমী (রহঃ)

ইমাম দারেমী (রহঃ) ইমামুল মুহাদ্দিসীন ইমাম বুখারী (রহঃ) এর ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন । ইমাম বুখারী (রহঃ) এর মৃত্যুতে তিনি খুবই ব্যাথিত হন । মৃত্যুর খবর শুনে 'ইন্নালিল্লাহি ওয়া

ইন্না ইলাইহি রাজেউন’ পাঠ করেন । চোখ দিয়ে অশ্রু বের হয়ে আসে । দীর্ঘক্ষণ তিনি মাথা নিচু করে থাকেন এবং মাথা উঠিয়ে এই কবিতা পাঠ করেন,

ইন ইশতা তুফজাউ বিল আহিব্বাতি কুল্লিহিম
ওয়া বাকাউ নাফসিকা লা আবা লাকা আফজাউ ।

ইমাম দারেমী (রহঃ) ১৮১ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন । তাঁর নাম ছিল আব্দুল্লাহ, কুনিয়াত ছিল আবু মুহাম্মাদ । তাঁর বংশপঞ্জী হল এইরুপঃ- আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহমান বিন ফজল বিন বাহরাম বিন আব্দুস সামাদ ।

ইমাম দারেমী হাদীসের জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রচুর সফর করেন । তাদের মধ্যে হিজাজ, খুরাসান, ইরাক, মিশর প্রভৃতি । তাঁর উস্তাদদের মধ্যে ইমাম বুখারী (রহঃ) ছাড়াও ইয়াযীদ বিন হারুন (রহঃ), নজর বিন শমীল এবং এছাড়াও তাঁর যুগের বড় বড় মুহাদ্দিসগণ তাঁর উস্তাদদের মধ্যে ছিলেন । তাঁর ছাত্রদের মধ্যে মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া জুহালী (রহঃ), ইমাম আবু দাউদ (রহঃ), আব্দুল্লাহ বিন ইমাম আহমদ মশাহির প্রভৃতিরা ছিলেন । সহীহ মুসলিম শরীফ এবং তিরমিযী শরীফেও ইমাম দারেমী (রহঃ) এর বর্ণনা রয়েছে । ইমাম শামসুদ্দীন যাহাবী (রহঃ) লিখেছেন যে, ইমাম দারেমী (রহঃ) লিখিত গ্রন্থের মধ্যে আল মাসানিদ, কিতাবুত তাফসীর এবং আল জামে অন্যতম । (তাযকিরাতুল হুফফায, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৫৩৫)

ইমাম দারেমী সুলাসিয়াত রাবীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন । ১৫টি হাদীস তাঁর থেকে সুলাসিয়াত ভাবে বর্ণিত হয়েছে । সুলাসিয়াত সেই হাদীসকে বলা হয় যে হাদীস মাত্র তিনটি মাধ্যমেই রাসুল্লাহ (সাঃ) পর্যন্ত পৌঁছে । তিনি ২৫৫ হিজরী সনে আরাফার দিনে ইন্তেকাল করেন ।

৬) জাজিরাতুল হাফিযঃ

আসল নাম সালেহ বিন মুহাম্মাদ জাজিরাহ । ২০৫ হিজরীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন । তিনি হাফিযুল হাদীস ছিলেন । তাঁর এত প্রখর স্মৃতিশক্তি ছিল যে তিনি কাছে কোন কিতাব না রেখেই শিক্ষা দিতেন । তবুও একটি হরফ উলটফের হত না । তিনি ইমাম ইয়াহইয়া বিন মায়ীন (রহঃ), ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ), সায়ীদ বিন সুলাইমান (রহঃ), আবু নসর তমার (রহঃ) এর মত মুহাদ্দিসদের সহচর্য অর্জন করেন । তিনি ২৬৬ হিজরী সনে ইন্তেকাল করেন ।

ইমাম দারকুত্বনী (রহঃ) বলেছেন, তিনি সিক্বাহ, হাফিয এবং হাদীসের মারেফত অর্জনকারীদের মধ্যে ছিলেন । (তাযকিরাতুল হুফফায, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৬৪২)

আবু সায়ীদ বলেছেন, আমি ইবনে আদীর মত ব্যাক্তিদেরকে দেখেছি যে তিনি জাজিরার মহত্ব বর্ণনা করতেন এবং শ্রদ্ধা করতেন । (তাযকিরাতুল হুফফায, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৬৪২, তারিখে বাগদাদ, খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-৩২৪)

সালেহ বিন মুহাম্মাদ জাজিরাহ (রহঃ) ২৯৩ হিজরী সনে ইন্তেকাল করেন ।

৭) ফকীহ ইমাম মুহাম্মাদ বিন নসর মারওয়াযী (রহঃ)

ফকীহ ইমাম মুহাম্মাদ বিন নসর মারওয়াযী (রহঃ) ২০২ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন । তিনি ইমাম বুখারী (রহঃ) এর ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন । মুহাম্মাদ বিন নসর মারওয়াযী (রহঃ) ইমাম বুখারী (রহঃ) ছাড়াও ইমাম ইসহাক বিন রাহবীয়া (রহঃ), ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহঃ), ইয়াযীদ বিন সালেহ (রহঃ), হিশাম বিন আম্মার (রহঃ), সাদকিয়া বিন আল ফজল (রহঃ) প্রভৃতিদেরও ছাত্র ছিলেন । তিনি ২৯৪ হিজরী সনে সমরকন্দে ইন্তেকাল করেন ।

৮) ইমাম আবু হাতিম রাযী (রহঃ)

ইমাম আবু হাতিম রাযী (রহঃ) ইমাম বুখারী (রহঃ) এর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছাত্রদের মধ্যে একজন ছিলেন । তিনি ১৯০ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন । তিনি জারাহ তা'দিলের ইমাম ছিলেন । তিনি হাদীসের জ্ঞান অর্জনের জন্য সারা জীবন পায়ে হেঁটেই সফর করেছেন । আবু হাতিম স্বয়ং বলেছেন যে, আমি এক হাজার ক্রোশ পর্যন্ত পায়ে হাঁটার গণনা করেছি । তারপর গণনা ছেড়ে দিয়েছি । (তাযকিরাতুল হুফফায, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৫৬৭)

ইমাম আবু হাতিম রাযী (রহঃ) শাবান মাসের ২৭৭ হিজরী সনে ইন্তেকাল করেন ।

৯) ইমাম ইবরাহীম আল হারবী (রহঃ)

ইমাম ইবরাহীম আল হারবী (রহঃ) ইমাম বুখারী (রহঃ) এর ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন । তিনি লুগাত (অভিধান), আদব (সাহিত্য), নহু (ব্যাকরণ), ফিকাহ প্রভৃতি শাস্ত্রের ইমাম ছিলেন । তিনি জিলহাজ্জ মাসের ২৮৫ হিজরী সনে ইন্তেকাল করেন ।

১০) ইমাম ইবনে খুযাইমাহ (রহঃ)

ইমাম ইবনে খুযাইমাহ (রহঃ) এর প্রকৃত নাম ছিল আবু বকর বিন ইসহাক বিন খুযাইমাহ বিন মুগিরাহ বিন সালেহ সালমী নিশাপুরী । তিনি হাফিয, হুজ্জাত, ফকীহ, শায়খুল ইসলাম ছিলেন । ২২২ অথবা ২২৩ হিজরীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন ।

তিনি মাত্র সাত বছর বয়সে আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনে হুমাইদ (মৃত্যু ২৩০ হিজরী) থেকে এবং ১৫ বছর বয়সে ইমাম ইসহাক ইবনে রাহবীয়া (মৃত্যু ২৩৮ হিজরী) থেকে হাদীস শ্রবণ করেন । কিন্তু ঐ সময় তাঁর বয়স কম হওয়ায় এবং বিবেকবুদ্ধি কাঁচা থাকায় তিনি ওঁদের দুজন থেকে হাদীস বর্ণনা করেন নি । (সিয়ারু আলামিন নুবালা, খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-২৩৫)

তিনি ১৭ বছর বয়স থেকে হাদীস শিক্ষার জন্য নিশাপুর, মার্ভ, রায়, সিরিয়া, জাজীরাহ, মিশর, ওয়াসিত্ব, বাগদাদ, বসরা, কুফা প্রভৃতি শহর ভ্রমণ করেন । (আল মুন্তাজাম, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-১৮৪)

ইমাম হাকিম নিশাপুরী (রহঃ) বলেন, ইবনে খুযাইমার রচনাবলী একশো চল্লিশ খানা গ্রন্থের অধিক, মাসআলার গ্রন্থ ছাড়া । বিভিন্ন মাসআলা সংক্রান্ত তাঁর গ্রন্থাবলীর সংখ্যা একশো খণ্ডেরও বেশী । বারীরাহ সংক্রান্ত হাদীসটির তত্ত্বাবলী তিনখণ্ডে সম্বলিত । আর হজ্বের মাসআলার বইটি পাঁচখণ্ডও । (মা'রিফাতু উলুমিল হাদীস, পৃষ্ঠা-১০৪)

ইমাম ইবনে খুযাইমাহ (রহঃ) ইমাম বুখারী (রহঃ) এর শর্ত মুতাবিক চয়ন করে একটি হাদীসের গ্রন্থ রচনা করেন যা সহীহ ইবনে খুযাইমাম নামে খ্যাত । তিনি ৩১১ হিজরী সনে ইন্তেকাল করেন ।

মিশরের বিখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা আহমদ শাকির সহীহ ইবনে খুযাইমাহর মর্যাদা সম্পর্কে বলেন, সহীহ ইবনে খুযাইমাহ ও সহীহ ইবনে হিব্বান এবং হাকিমের মুসতাদরাক গ্রন্থ তিনটি ইমাম বুখারী ও মুসলিমের সহীহ দুটি গ্রন্থের পর সহীহ, হাদীসের গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাবলী । (সহীহ ইবনে হিব্বানের ভূমিকা, পৃষ্ঠা-৬-৭)

আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ) বলেন, "সহীহ ইবনে খুযাইমাহ মর্যাদার দিক দিয়ে সহীহ ইবনে হিব্বানের চেয়ে উন্নততর ।" (তাদরীবুর রাবী, পৃষ্ঠা-১০৯)

১১) ইমাম আবু জাফর মুহাম্মাদ বিন আবী হাতিম (রহঃ)

ইমাম আবু জাফর মুহাম্মাদ বিন আবী হাতিম (রহঃ) ইমাম বুখারী (রহঃ) এর খাস ছাত্র ছিলেন । বুখারী শরীফের বেশ কয়েক স্থানে ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ আল ফিরাবরী (রহঃ) তাঁর নাম উল্লেখ করেছেন । তিনি ইমাম বুখারী (রহঃ) কাতিব বা রচয়িতা ছিলেন । হাদীসের যেসব অংশ মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ আল ফিরাবরী (রহঃ) ইমাম বুখারী (রহঃ) থেকে সরাসরি শুনেন নি সেগুলি তিনি আবু হাতিম (রহঃ) এর খসড়া থেকে সংগ্রহ করেন । সেজন্য বুখারী শরীফের বেশ কয়েকটি স্থানে 'ক্বালা ফিরাবরী হাদ্দাসানা ওয়াররাক আন আল বুখারী' শব্দ মওজুদ রয়েছে । (দেখুন উমদাতুল কারী শারাহ আল বুখারী এবং ফতহুল বারী)

ইমাম আবু জাফর মুহাম্মাদ বিন আবী হাতিম (রহঃ) হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৩২৭ হিজরীতে মুহাররাম মাসে ইন্তেকাল করেন । (তাযকিরাতুল হুফফায, খন্দ-৩, পৃষ্ঠা-৮৩১)

ইয়াহইয়া বিন ইবনে মানদাহ বলেন, ইবনে আবু হাতিম – মুসনাদটি এক হাজার খণ্ডে লিখেছেন । এছাড়াও তিনি কিতাবুদ যুহুদ, কিতাবুল কুনা, আল ফাওয়ায়িদুল কাবীর, ফাওয়ায়েদুর রাযিয়্যীয়িন, কিতাবুল জারহি ওয়াত তা'দিল সহ বহু বিষয়ে লিখেছেন । (তাবক্বাতুস শাফেয়ীয়্যিয়াতুল কুবরা লিস সুবকী, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩২৫)

জাহমিয়া ফিরকার বিরুদ্ধেও তিনি কিতাব লিখেছেন । তাঁর ইবাদত বন্দেগী দেখে তাঁর পিতা অবাক হয়ে যেতেন । তাঁর পিতা বলতেন, আব্দুর রহমানের (আবু হাতিম) মত ইবাদত করার ক্ষমতা কে রাখে? আমি তো তার কোন পাপের কথাই জানিনা । (তাযকিরাতুল হুফফায, খন্দ-৩, পৃষ্ঠা-৮৩০)

একবার তিনি নামায পড়ান । সালাম ফিরানোর পর কোন এক মুক্তাদী বলেন, আপনি নামাযটা খুব লম্বা করেছেন । এমতাবস্থায় আমি আমার সিজদাগুলোতে ৭০ বার তসবীহ পড়েছি । অতঃপর ইমাম আবু হাতিম বলেন, আল্লাহর কসম আমি তো কেবলমাত্র ৩ বারই তসবীহ পড়েছি । (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খণ্ড-১১, পৃষ্ঠা-২০৩)

এই মহান রিজালশাস্ত্রবিদ সুফি সাধক হযরত ইমাম বুখারী (রহঃ) এর ছাত্র ছিলেন ।

১২) ইমাম আবু ইসহাক ইবরাহীম (রহঃ)

ইমাম আবু ইসহাক ইবরাহীম (রহঃ) ইমাম বুখারী (রহঃ) এর ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন । পাশ্চাত্যে তাঁর সুত্রেই সহীহ বুখারী শরীফ রেওয়ায়েত করা হয় । ইবনে দাকীক লিখেছেন, “পাশ্চাত্য দেশগুলিতে তাঁর মাধ্যমেই সহীহ বুখারী শরীফ রেওয়ায়েত করা হয় । তাঁর এই সূত্র তাঁর পঞ্জিনামাতে মওজুদ রয়েছে । কিন্তু প্রাচ্যে তাঁর সুত্র একেবারেই খালি ।” (মুসান্নাফ ইবনে দাকীক)

এইসব মুহাদ্দিস ছাড়াও ইমাম বুখারী (রহঃ) এর অনেক ছাত্র রয়েছেন । তাঁদের মধ্যে,

আবু বকর বিন আবী দুনিয়া (মৃত্যু ৩০৫ হিজরী), আবু বকর বাজ্জার (মৃত্যু ২৯২ হিজরী), মুসা বিন হারুন (মৃত্যু ২৯৪ হিজরী), মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ (মৃত্যু ২৯৭ হিজরী), আবু বশর দাওলাবী (মৃত্যু ৩১০ হিজরী), ইসহাক বিন আহমদ বিন জিয়ারক আল ফারসী, মুহাম্মাদ বিন কুতাইবাহ আল বুখারী, আবু বকর আল আয়েন (মৃত্যু ২৪০ হিজরী), আবুল ফজল আহমদ বিন সালমা (মৃত্যু ২৭৬ হিজরী), ওমর বিন মুহাম্মাদ (মৃত্যু ৩১১ হিজরী), হুসাইন বিন মুহাম্মাদ আল কাব্বানী (মৃত্যু ২৮৯ হিজরী), ইয়াকুব বিন ইউসুফ বিন আল আখরাম (মৃত্যু ২৮৭ হিজরী), আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন নাযিয়া (মৃত্যু ৩০১ হিজরী), সহল বিন শাযবীয়া আল বুখারী, আব্দুল্লাহ বিন ওয়াসাল (মৃত্যু ২৭২ হিজরী), কাসিম বিন যাকারিয়া আল মুতাররায (মৃত্যু ৩০৫ হিজরী), আবু কুরাইশ মুহাম্মাদ বিন জামিয়া (মৃত্যু ৩১০ হিজরী), মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ বিন

সুলাইমান আল বাগান্দী (মৃত্যু ৩১২ হিজরী), ইবরাহীম বিন মুসা আল যাওযী, আলী বিন আব্বাস আল মাকানিয়ী, আবু হামিদ আল আ'মাশ (মৃত্যু ৩২১ হিজরী), আবু বকর আহমদ বিন মুহাম্মাদ বিন সাদকিয়া আল বাগদাদী (মৃত্যু ২৯৩ হিজরী), ইসহাক বিন দাউদ আল সাউফ, হাসিদ বিন ইসমাইল আল বুখারী (মৃত্যু ২৬১ হিজরী), মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন আল জিন্দী (মৃত্যু ৩৪৭ হিজরী), মুহাম্মাদ বিন মুসা আল যাহরতরী (মৃত্যু ২৮৯ হিজরী), জাফর বিন মুহাম্মাদ আন নিশাপুরী (মৃত্যু ২৮৮ হিজরী), আবু বকর বিন আবু দাউদ (মৃত্যু ৩১৬ হিজরী), আবু কাসিম আল বাগবী (মৃত্যু ৩১৭ হিজরী), আবু মুহাম্মাদ বিন সাআদ (মৃত্যু ৩১৮ হিজরী), মুহাম্মাদ বিন হারুন আল হাজরামী (মৃত্যু ৩২১ হিজরী) প্রভৃতি মুহাদ্দিসগণ ইমাম বুখারী (রহঃ) এর ছাত্র ছিলেন ।

এইসব মুহাদ্দিসদের লেখা কিতাব আজও সারা পৃথবীতে পাঠ করা হয় এবং সারা পৃথিবীর লোক এর থেকে ফয়েয ও বরকত হাসিল করে থাকেন ।

স্বীয় মাশায়েখের দৃষ্টিতে ইমাম বুখারী (রহঃ)

ছাত্র সম্পর্কে উস্তাদরা যতটুকু জানতে পারেন তা অন্য কেউ জানতে পারে না । উস্তাদরা সবসময় ছাত্রের জ্ঞান, পরিশ্রম, অধ্যসসায় সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকিবহাল থাকেন । তাই আমি মনে করি ইমাম বুখারী (রহঃ) এর উস্তাদরা ইমাম সাহেব সম্পর্কে কি মন্তব্য করেছেন তা ব্যপ্ত করা । তাতে বুঝা যাবে যে ইমাম সাহেব কতখানি মহান ব্যাক্তি ছিলেন ।

১) ইসমাইল বিন আওলিসঃ

তিনি ইমাম মালিক (রহঃ) এর শাগরিদ এবং ইমাম বুখারী (রহঃ) মাশায়েখ ছিলেন । ২৩০ হিজরী সনে তিনি ইন্তেকাল করেন । ইমাম বুখারী (রহঃ) যখন তাঁর লেখা কিতাব থেকে হাদীস মুন্তাখাব (চয়ন) করতেন তখন তিনিও সেই মুন্তাখাব করা হাদীসগুলিকে লিখে নিতেন

এবং গর্বের সাথে বলতেন, “এই হাদীসগুলিকে মুহাম্মাদ বিন ইসমাইল (ইমাম বুখারী) মুন্তাখাব করেছেন ।” (হাদীউস সারী, পৃষ্ঠা-৪৮৫/৪৮৬, তাবক্বাতুস শাফেয়িয়াতুল কুবরা, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২১৬, তাহযীবুত তাহযীব, খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-৪৮/৫৫)

একদিন তিনি ইমাম বুখারী (রহঃ)কে বলেন, “তুমি আমার সমস্ত গ্রন্থগুলিকে দেখে দাও । এবং যা আমার কাছে সম্পত্তি রয়েছেন তা সব তোমার । আমি সারা জীবন তোমার কৃতজ্ঞ থাকব ।” (সিয়ারু আলামিন নুবালা, খণ্ড-১২, পৃষ্ঠা-৪২৯, হাদীউস সারী, পৃষ্ঠা-৪৮৩)

এই ঘটনার দ্বারা বুঝা যায় যে ইমাম বুখারী (রহঃ) এর উস্তাদ ইসমাইল বিন আওলিসের দৃষ্টিতে তিনি কত উচ্চমানের মুহাদ্দিস ও মহান ছাত্র ছিলেন ।

২) আবু মুসায়্যিব আহমদ বিন আবু বকর জুহরীঃ

তিনি ইমাম মালিক (রহঃ) এর ছাত্র ছিলেন । খলিফা মামুনুর রাশীদের পক্ষ থেকে মদীনার গভর্ণর নিযুক্ত হয়েছিলেন । তাঁর ব্যাপারে ইমাম যাহাবী (রহঃ) বলেছেন, “যুবাইর বিন বাক্কার বলেছেন, আবু মুসায়্যিব নিঃসন্দেহে ফকীহ ।” অর্থাৎ কেউ তাঁর সমতুল্য নয় । তিনি সিহাহ সিত্তাহর শায়েখ । ২৪২ হিজরী সনে তিনি ইন্তেকাল করেন । (তাযকিরাতুল হুফফায, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৪৮২, ৪৮৩)

তিনি আরও বলেছেন, “আমার দৃষ্টিতে ইমাম বুখারী ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের থেকেও ফুকাহাতের ব্যাপারে বেশী কামাল ছিলেন এবং হাদীসের ব্যাপারে বেশী বিচক্ষণতা রাখেন ।”

একবার কোন এক ব্যাক্তি অভিযোগ করে বলে, হে আবু মুসায়্যিব! আপনি তো তাঁকে (ইমাম বুখারী) নিজেই পড়িয়েছেন । এই কথা শুনে আবু মুসায়্যিব বললেন, “যদি তুমি ইমাম মালিকের সাথে সাক্ষাত করতে এবং ইমাম বুখারী এবং ইমাম মালিক দুজনের চেহরার দিকে দৃষ্টিপাত করতে তাহলে তুমি বলে উঠতে যে দুজনেই ফুকাহাত এবং হাদীসের ব্যাপারে

সমতুল্য ।” (তারিখে বাগদাদ, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১৯, তারিখে দামিশক, খণ্ড-১৫, পৃষ্ঠা-৫০, তাহযীবুল কামাল, খণ্ড-২৪, পৃষ্ঠা-৪৫৫, তারিখুল ইসলাম, পৃষ্ঠা-২৫৬, সিয়ারু আলামিন নুবালা, খণ্ড-১২, পৃষ্ঠা-৪২০, তুহফাতুল আহওয়াযী, পৃষ্ঠা-২০১, তাগলিক্ব আত তা’লিক্ব, খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-৪০১, হাদীউস সারী, পৃষ্ঠা-৪৮২)

ইমাম বুখারী (রহঃ) এর ব্যাপারে উস্তাদের এই বক্তব্য থেকে বুঝা যায় যে তিনি উস্তাদের নিকট কত নির্ভরযোগ্য ছিলেন ।

৩) ইবনে উসমান মারওয়াযীঃ

তিনি ইমাম বুখারী (রহঃ) সম্পর্কে বলেন, “আমি এই যুবকের (ইমাম বুখারী) থেকে বড় পরীক্ষক কাউকে দেখিনি ।” (তারিখে বাগদাদ, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৫, তারিখে দামিশক, খণ্ড-১৫, পৃষ্ঠা-৫০, তাহযীবুল কামাল, খণ্ড-২৪, পৃষ্ঠা-৪৫৯, তারিখুল ইসলাম, পৃষ্ঠা-২৫৫, সিয়ারু আলামিন নুবালা, খণ্ড-১২, পৃষ্ঠা-৪১৯, তুহফাতুল আহওয়াযী, পৃষ্ঠা-২০০, তাগলিক্ব আত তা’লিক্ব, খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-৪০১, হাদীউস সারী, পৃষ্ঠা-৪৮২)

৪) মুহাম্মাদ বিন কুতাইবা বুখারীঃ

তিনি ইমাম বুখারী (রহঃ) সম্পর্কে বলেন, “আমি একদিন আবু আসিম আন নাবীল এর খিদমতে হাযির ছিলাম । আমি তার কাছে একটি যুবককে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কোন দেশের বাসিন্দা? সে বলল, বুখারা । জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কার ছেলে? সে বলল, ইসমাইলের । আমি বললাম, তুমি আমার আত্মীয় । ইমাম আবু আসিমের মজলিসে অবস্থানকারী একজন ব্যাক্তি উঠে বলল, “এই ছেলে তো এ যুগের শায়েখের সাথে মুকাবিলা করে ।” (তারিখে বাগদাদ, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১৮, তাহযীবুল কামাল, খণ্ড-২৪, পৃষ্ঠা-৪৫৪, তাগলিক্ব আত তা’লিক্ব, খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-৪০২, হাদীউস সারী, পৃষ্ঠা-৪৮২)

ইমাম আবু আসিম আন নাবীল এক বিখ্যাত মুহাদ্দিস ছিলেন । ইমাম শায়বা তাঁর ব্যাপারে বলেছেন, “আমি ইমাম আবু আসিম আন নাবীল এর মত কাউকে দেখিনি । বড় বড় বিচক্ষন ব্যাক্তি তাঁর ছাত্র হওয়ার ব্যাপারে গর্ব করতেন ।” (আত তাক্বরীব, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৩৭৩)

৫) কুতাইবা বিন সায়ীদ শাকফীঃ

তিনি ইমাম মালিক (রহঃ), লাইস (রহঃ) এবং ইসমাইল বিন জাফর (রহঃ) এর শাগরিদ ছিলেন । ইমাম বুখারী (রহঃ), ইমাম মুসলিম (রহঃ), ইমাম আবু দাউদ (রহঃ), ইমাম তিরমিযী (রহঃ), ইমাম নাসায়ী (রহঃ) প্রভৃতিদের শায়েখ ছিলেন । তাঁকে বড় ইমাম বলে মানা হয় । তিনি ইমাম হুমাইদী এবং ইমাম আহমদের সাথী ছিলেন । ২৪০ হিজরী সনে তিনি ইন্তেকাল করেন । কুতাইবা বি সায়ীদ শাকফী বলেন, “আমি ফকীহ, মুহাদ্দিস, উব্বাদের খিদমতে বহুদিন থেকেছি । এক যুগ ধরে তাঁর কাছ থেকে জ্ঞান আহরণ করি । কিন্তু যখন আমি জ্ঞানবান হই, তখন আমি বুঝেছি যে মুহাম্মাদ বিন ইসমাইলে (ইমাম বুখারী) মত কামালাতের অধিকারী কাউকে দেখিনি । ইমাম বুখারী তাঁর যুগের জ্ঞানবুদ্ধি, বিচক্ষণতার দিক দিয়ে এমন ছিলেন যেমন খলিফা ওমর নিজের যুগে ছিলেন । যদি ইমাম বুখারী সাহাবা হতেন তাহলে তিনি আল্লাহ এক নিদর্শন হতেন ।” (হাদীউস সারী, পৃষ্ঠা-৪৮২)

৬) মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ হামদানীঃ

শায়েখ হামদানী বলেছেন যে, আমরা কুতাইবার মজলিসে বসেছিলাম । সেই সময় আবু ইয়াকুব নামে একজন ব্যাক্তি এসে কুতাইবাকে ইমাম বুখারী (রহঃ) এর ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করল । কুতাইবা বললেন, লোকেরা শোন! আমি হাদীস শাস্ত্রে প্রচুর জ্ঞান অর্জন করেছি । ফিকাহর ব্যাপারেও জ্ঞান অর্জন করেছি । ফকীহ, মুহাদ্দিস উব্বাদের মজলিসেও বহুদিন থেকেছি । কিন্তু যখন আমি জ্ঞানবান হই, তখন আমি বুঝেছি যে মুহাম্মাদ বিন ইসমাইলে (ইমাম বুখারী) মত কামালাতের অধিকারী কাউকে দেখিনি ।” (হাদীউস সারী, পৃষ্ঠা-৪৮২, তাগলিক্ব আত তা’লিক্ব, খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-৪০২, সিয়ারু আলামিন নুবালা, খণ্ড-১২, পৃষ্ঠা-৪৩১)

শায়েখ হামদানী বলেছেন যে, একবার কুতাইবা বিন সায়ীদকে মাসআলা জিজ্ঞাসা করা হল যে, নেশাগ্রস্থ অবস্থায় কেউ যদি তালাক দেয় তাহলে তার হুকুম কি? সেই সময় ঘটনাক্রমে মুহাম্মাদ বিন ইসমাইল (ইমাম বুখারী) পৌঁছে গেলেন । কুতাইবা প্রশ্নকারীকে উদ্দেশ্য করে বললেন, “দেখ, আহমদ বিন হাম্বল, ইসহাক বিন রাহবীয়া, আলী বিন মাদীনিকে আল্লাহ তোমার কাছে পাঠিয়ে দিলেন । তাঁর কাছে মাসআলা জিজ্ঞাসা করে নাও ।” (হাদীউস সারী, পৃষ্ঠা-৪৮২, তাগলিক্ব আত তা’লিক্ব, খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-৪০২, সিয়ারু আলামিন নুবালা, খণ্ড-১২, পৃষ্ঠা-৪১৮, তাবক্বাতুস শাফেয়ীয়্যিয়াতুল কুবরা লিস সুবকী, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২২২)

৭) আবু ওমর আল কিরমানীঃ

ইমাম বুখারী (রহঃ) এর উস্তাদ ও শায়েখ আবু ওমর আল কিরমানী মাহইয়ার থেকে বর্ণনা করেছেন, “আমি বসরাতে কুতাইবা বিন সায়ীদ এর খিদমতে হাযির ছিলাম । তিনি বলেছেন যে, আমার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ও সারা পৃথিবী থেকে তালিবে ইলম এবং মুহাদ্দিসরা বহুদুর অতিক্রম করে আসে কিন্তু আজ পর্যন্ত মুহাম্মাদ বিন ইসমাইল (ইমাম বুখারী) এর ব্যাক্তি আসেনি ।” মাহইয়ার বলেছেন যে, কুতাইবা সঠিক কথাই বলেছেন । ইয়াহইয়া বিন মায়ীন এবং কুতাইবা দুজনকেই দেখেছি যে তাঁরা ইমাম বুখারী (রহঃ) এর কাছে আসা যাওয়া করতেন এবং ইয়াহইয়া বিন মায়ীন হাদীস এবং সনদের ব্যাপারে ইমাম বুখারীর অনুসারী ছিলেন । (সিয়ারু আলামিন নুবালা, খণ্ড-১২, পৃষ্ঠা-৪২৯, তাগলিক্ব আত তা’লিক্ব, খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-৪০২, হাদীউস সারী, পৃষ্ঠা-৪৮২)

৮) ইমাম আহমদ বিন হাম্বলঃ

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ) ইমাম বুখারী (রহঃ) উস্তাদ ছিলেন এবং তিনি হাম্বলী মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা ও ইমাম ছিলেন । তিনি ইমাম বুখারী (রহঃ) এর ব্যাপারে বলেছেন যে, “খুরাসানের ধরণীতে ইমাম বুখারীর মত ব্যাক্তি জন্মগ্রহণ করেনি ।” (তারিখে বাগদাদ, খণ্ড-২,

পৃষ্ঠা-২১, তাবক্বাতুল হানাবিলা, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২৭৭, তারিখে দামিশক, খণ্ড-১৫, পৃষ্ঠা-৪৯, আল মুনতাজিম, খণ্ড-১২, পৃষ্ঠা-১১৬, আত তাক্বীদ, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১০, তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৬১, তাহযীবুল কামাল, খণ্ড-২৪, পৃষ্ঠা-৪৫৬, তারিখুল ইসলাম লিয যাহাবী, পৃষ্ঠা-২৫৬, সিয়ারু আলামিন নুবালা, খণ্ড-১২, পৃষ্ঠা-৪২১, তাবক্বাতুস শাফেয়ীয়িয়াতুল কুবরা লিস সুবকী, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২২৩, তুহফাতুল আহওয়াযী, পৃষ্ঠা-২০০, তাগলিক্ব আত তা'লিক্ব, খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-৪০২, তাহযীবুত তাহযীব, খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-৫১, হাদীউস সারী, পৃষ্ঠা-৪৮২, ৪৮৩)

একবার ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ) এর পুত্র আব্দুল্লাহ হুফফাযে হাদীসের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেন তখন তিনি ইমাম বুখারী (রহঃ) এর নাম নিলেন । তিনি বলেন, "চারজন খুরাসানীদের দ্বারা হাদীসের হুফফায সমাপ্ত হয়েছে । তাদের মধ্যে আবু যুরআ রাযী, মুহাম্মাদ বিন ইসমাইল বুখারী, আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহমান সমরকন্দী এবং হাসান বিন শুজা বলখী । (তারিখে বাগদাদ, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২১, তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৬৮, তাহযীবুল কামাল, খণ্ড-২৪, পৃষ্ঠা-৪৫৬, সিয়ারু আলামিন নুবালা, খণ্ড-১২, পৃষ্ঠা-৪২৩)

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ) আরও বলেন, "খুরাসান থেকে মুহাম্মাদ বিন ইসমাইল (ইমাম বুখারী) এর মত অন্য কোন ব্যক্তি আমার কাছে আসেনি ।" (তারিখুল ইসলাম লিয যাহাবী, পৃষ্ঠা-২৫৭, সিয়ারু আলামিন নুবালা, খণ্ড-১২, পৃষ্ঠা-৪৩১)

৯) ইয়াকুব বিন ইবরাহীমঃ

ইমাম ইয়াকুব বিন ইবরাহীম ইমাম বুখারী (রহঃ) এর উস্তাদ ছিলেন । তিনি বলেন, "মুহাম্মাদ বিন ইসমাইল (ইমাম বুখারী) উম্মতের একজন ফকীহ । (তারিখে বাগদাদ, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২২, তাহযীবুল কামাল, খণ্ড-২৪, পৃষ্ঠা-৪৫৭, তারিখুল ইসলাম লিয যাহাবী, পৃষ্ঠা-২৫৫, সিয়ারু আলামিন নুবালা, খণ্ড-১২, পৃষ্ঠা-৪১৯, তুহফাতুল আহওয়াযী, পৃষ্ঠা-২০০, তাগলিক্ব আত তা'লিক্ব, খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-৪০২, হাদীউস সারী, পৃষ্ঠা-৪৮৩, তাবক্বাতুস শাফেয়ীয়িয়াতুল কুবরা লিস সুবকী, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২২৩)

১০) মুহাম্মাদ বিন বশারঃ

হাশিদ বিন ইসমাইল বলেন, আমি বসরাতে উপস্থিত ছিলাম । তখন মুহাম্মাদ বিন ইসমাইল (ইমাম বুখারী) এর আগমনের খবর এল । মুহাম্মাদ বিন বশার শুনে বললেন, "আজ ফকীহদের সর্দার এসেছেন ।" (তারিখে বাগদাদ, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১৬, তাহযীবুল কামাল, খণ্ড-২৪, পৃষ্ঠা-৪৪৯, তারিখুল ইসলাম লিয যাহাবী, পৃষ্ঠা-২৫৬, সিয়ারু আলামিন নুবালা, খণ্ড-১২, পৃষ্ঠা-৪২২, হাদীউস সারী, পৃষ্ঠা-৪৮৩, তাবক্বাতুস শাফেয়ীয়িয়্যাতুল কুবরা লিস সুবকী, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২২৩, তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৬৮)

মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম বুশখজী বলেন, আমি মুহাম্মাদ বিন বশার এর নিকট ২৪৮ হিজরীতে বলতে শুনেছি যে, আমি ইমাম বুখারীর জন্য বহু বছর ধরে গর্ব করে আসছি । যদিও ইমাম বুখারী মুহাম্মাদ বিন বশার এর ছাত্র ছিলেন । (হাদীউস সারী, পৃষ্ঠা-৪৮৩, তারিখে বাগদাদ, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১৭, তাহযীবুল কামাল, খণ্ড-২৪, পৃষ্ঠা-৪৫০, সিয়ারু আলামিন নুবালা, খণ্ড-১২, পৃষ্ঠা-৪২৩)

১১) আলী বিন হুজরঃ

তিনি উচ্চ স্তরের মুহাদ্দিস ছিলেন । তিনি শারিক এবং ইসমাইল বিন জাফরের ছাত্র এবং ইমাম বুখারী, ইমাম নাসায়ী, ইমাম মুসলিম, ইমাম তিরমিযী প্রভৃতিদের উস্তাদ ছিলেন । তিনি ২৪৪ হিজরী সনে ইন্তেকাল করেন । তিনি ইমাম বুখারী (রহঃ) এর ব্যাপারে বলেছেন, "খুরাসান তিনজন ব্যাক্তিকে জন্ম দিয়েছেন । তাদের মধ্যে প্রথমজন হলেন ইমাম বুখারী । ইমাম বুখারী সব থেকে বড় ফকীহ এবং জ্ঞানের দিক দিয়ে সব থেকে বড় ছিলেন । তাঁর মত আমার দৃষ্টিতে কেউ নয় ।" (তারিখে বাগদাদ, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৮, তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৬৯, তারিখুল ইসলাম লিয যাহাবী, পৃষ্ঠা-২৫৬, সিয়ারু আলামিন নুবালা, খণ্ড-১২, পৃষ্ঠা-৪২১, তাগলিক্ব আত তা'লিক্ব, খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-৪০৮, হাদীউস সারী, পৃষ্ঠা-৪৮৪)

১২) আহমদ বিন ইসহাক সরমারীঃ

তিনি উচ্চ স্তরের মুহাদ্দিস ছিলেন । তিনি ইমাম বুখারী (রহঃ) এর উস্তাদ এবং ইয়ালা বিন আবীদের মত ব্যাক্তির ছাত্র ছিলেন । তিনি ২৪২ হিজরী সনে ইন্তেকাল করেন । তিনি ইমাম বুখারী (রহঃ) সম্পর্কে বলেছেন, “যে ব্যাক্তি সত্যিকারের ফকীহ দেখতে চায় সে যেন মুহাম্মাদ বিন ইসমাইলকে (ইমাম বুখারী) দেখে । (সিয়ারু আলামিন নুবালা, খণ্ড-১২, পৃষ্ঠা-৪১৮, তাগলিক্ব আত তা’লিক্ব, খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-৪০৮, হাদীউস সারী, পৃষ্ঠা-৪৮৪)

১৩) আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন সায়ীদ বিন জাফরঃ

তিনি ইমাম বুখারী (রহঃ) এর উস্তাদ ছিলেন । তিনি বলেন, যখন আহমদ বিন হারব নিশাপুরীর মৃত্যু হয় তখন ইমাম ইসহাক বিন রাহবীয়া এবং ইমাম বুখারী জানাযার সাথে যাচ্ছিলেন । আমি সেখানকার পণ্ডিত ও বসরাবাসীদের মুখে বলতে শুনেছি যে ইমাম বুখারী ইমাম ইসহাক বিন রাহবীয়া থেকে বড় ফকীহ ।” (তারিখুল ইসলাম লিয যাহাবী, পৃষ্ঠা-২৫৫, সিয়ারু আলামিন নুবালা, খণ্ড-১২, পৃষ্ঠা-৪১৮, হাদীউস সারী, পৃষ্ঠা-৪৮৪, তাবক্বাতুস শাফেয়ীয়িয়াতুল কুবরা লিস সুবকী, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২২৩, তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৬৮, তাগলিক্ব আত তা’লিক্ব, খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-৪০৯)

১৪) আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ ফারহাইয়ানীঃ

শায়েখ ফারহাইয়ানী লিখেছেন, আমি ইবনে আশকাব এর দরসে উপস্থিত ছিলাম । একজন ব্যাক্তি এসে বলল, আমাদের ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইসমাইল (ইমাম বুখারী) এর প্রয়োজন নেই । ইবনে আশকাব এই কথা কঠিনভাবে রেগে গেলেন এবং দরস বন্দ করে দিলেন । তিনি নারাজ হয়ে দরসগাহ থেকে উঠে গেলেন ।” (তারিখে বাগদাদ, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৮, তাগলিক্ব আত তা’লিক্ব, খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-৪০৯, হাদীউস সারী, পৃষ্ঠা-৪৮৪)

১৫) আবু বকর আল মাদীনিঃ

আল মাদীনি বলেন, আমরা একদিন ইসহাক বিন রাহবীয়া এর মজলিসে উপস্থিত ছিলাম । তিনি এমন একটি হাদীস ধরলেন যার সনদে সাহাবীর শাগরিদ আত্বা কিখরানী নামে একজন ছিল । ইসহাক বিন রাহবীয়া ইমাম বুখারীকে জিজ্ঞাসা করলেন, কিখরান কি? ইমাম বুখারী বললেন, ইয়ামানের একটি গ্রামের নাম । তারপর তিনি বিস্তারিতভাবে বললেন যে, হযরত মুআবিয়া (রাঃ) তাঁর খিলাফতের যুগে একজন সাহাবীকে ইয়ামান পাঠিয়েছিলেন । সেই সময় আত্বা কিখরানী এই হাদীসটাকে সেই সাহাবীর কাছ থেকে শুনেছিলেন । ইসহাক বিন রাহবীয়া এই তাহক্বীক শুনে ইমাম বুখারীকে বললেন যে, আপনি এমন বিস্তারিত বর্ণনা করলেন যেন আপনি সেখানেই উপস্থিত ছিলেন ।” (তারিখে বাগদাদ, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৮, তাহযীবুল কামাল, খণ্ড-২৪, পৃষ্ঠা-৪৪১, সিয়ারু আলামিন নুবালা, খণ্ড-১২, পৃষ্ঠা-৪১৫, তাগলিক্ব আত তা’লিক্ব, খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-৪০৬, হাদীউস সারী, পৃষ্ঠা-৪৮৩, তাহযীবুত তাহযীব, খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-৪৯)

১৬) ফাতাহ বিন নুহ নিশাপুরীঃ

ইমাম বুখারী (রহঃ) এর এই উস্তাদ বলেন, একবার আমি আলী ইবনুল মাদীনির শিক্ষাঙ্গনে উপস্থিত ছিলাম । ইমামুল মুহাদ্দিসীন ইমাম বুখারী ইবনুল মাদীনির ডানদিকে বসে ছিলেন । যখন আলী ইবনুল মাদীনি কোন হাদীস বলতেন তখন তিনি ভীতিসহকারে ইমাম বুখারীর দিকে তাকাতেন যে কোন ভূল তো তার পক্ষ থেকে হয়ে যায় নি । (তারিখে বাগদাদ, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১৮, তাহযীবুল কামাল, খণ্ড-২৪, পৃষ্ঠা-৪৫৪, তাগলিক্ব আত তা’লিক্ব, খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-৪০৬, হাদীউস সারী, পৃষ্ঠা-৪৮৩)

১৭) আমরু বিন আলী আল ফাল্লাসঃ

একবার ইমাম বুখারী (রহঃ) এর এই উস্তাদের ছাত্ররা একটি হাদীস ইমাম বুখারী (রহঃ হঃ)কে জিজ্ঞাসা করেন । ইমাম বললেন, আমার জানা নেই । এই কথা শুনে তারা খুব খুশি হল

এবং তারা ভাবতে লাগল যে, ইমাম বুখারী এই হাদীস জানেন না । সেই ছাত্ররা স্বীয় শায়েখ আমরু বিন আলী আল ফাল্লাস এর কাছে গেল এবং বলল, একটি হাদীস ইমাম বুখারীকে জিজ্ঞাসা করা হল, কিন্তু সেই হাদীস তিনি জানেন না । আমরু বিন আলী আল ফাল্লাস বললেন, যে হাদীসকে ইমাম বুখারী জানেন না, (জেনে নাও) সেটা কোন হাদীসই নয় । তোমাদের এই খুশি অবান্তর । আমরু বিন আলী আল ফাল্লাস বলতেন, আমার বন্ধু মুহাম্মাদ বিন ইসমাইলের মত খুরাসানে আর কেই নেই । (তারিখে বাগদাদ, খণ্ড-৮, পৃষ্ঠা-৪১০, সিয়ারু আলামিন নুবালা, খণ্ড-১২, পৃষ্ঠা-৪২৯, তাগলিক্ব আত তা'লিক্ব, খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-৪০৭, হাদীউস সারী, পৃষ্ঠা-৪৮৩)

১৮) হাফিয রজা' বিন আল মুরাজ্জাঃ

তিনি উচ্চ স্তরের মুহাদ্দিস ছিলেন । তিনি ইমাম বুখারী (রহঃ) এর উস্তাদ ছিলেন । তিনি ২৪৯ হিজরী সনে ইন্তেকাল করেন । তিনি ইমাম বুখারী (রহঃ) সম্পর্কে বলেছেন, "উলামাদের উপর ইমাম বুখারীর ফজিলত ঠিক তেমনি যেমন পুরুষদের ফজিলত নারীদের উপর ।" তিনি আরও বলেন, "ইমাম বুখারী আল্লাহর নিদর্শনের মধ্যে একটি নিদর্শন যা জমিনে চলাফেরা করে ।" (তারিখে বাগদাদ, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৫, সিয়ারু আলামিন নুবালা, খণ্ড-১২, পৃষ্ঠা-৪২৭, তাগলিক্ব আত তা'লিক্ব, খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-৪০৬, হাদীউস সারী, পৃষ্ঠা-৪৮৩, ৪৮৪)

১৯) হুসাইন বিন হারিশঃ

তিনি উচ্চ স্তরের মুহাদ্দিস ছিলেন । তিনি ইমাম বুখারী (রহঃ), ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এবং ইমাম মুসলিম (রহঃ) এর মত মুহাদ্দিসদের উস্তাদ ছিলেন এবং আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহঃ), ফজল বিন মুসা (রহঃ), নজর বিন শমীল (রহঃ) প্রভৃতিদের মত তাবে-তাবেয়ীনদের ছাত্র ছিলেন । তিনি ২৪৪ হিজরী সনে ইন্তেকাল করেন ।

তিনি ইমাম বুখারী (রহঃ) সম্পর্কে বলেছেন, "আমি ইমাম বুখারীর মত কাউকে দেখিনি । তিনি তো রাসুল (সাঃ) এর হাদীসের খিদমতের জন্যই সৃষ্টি হয়েছেন ।" (সিয়ারু আলামিন নুবালা, খণ্ড-১২, পৃষ্ঠা-৪২২, হাদীউস সারী, পৃষ্ঠা-৪৮৪)

২০) আবু বকর বিন আবী শায়বাঃ

তিনি উচ্চ স্তরের মুহাদ্দিস ছিলেন । তিনি ইমাম বুখারী (রহঃ) এর উস্তাদ ছিলেন এবং 'মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা' নামক সুবিশাল হাদীস গ্রন্থের রচয়িতা । তিনি ইমাম বুখারী (রহঃ) সম্পর্কে বলেছেন, "আমি ইমাম বুখারীর মত বিচক্ষণ আর কাউকে দেখিনি ।" (তারিখে বাগদাদ, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৮, আল মুনতাজিম, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১১৬, তাহযীবুল কামাল, খণ্ড-২৪, পৃষ্ঠা-৪৫২, তারিখুল ইসলাম লিয যাহাবী, পৃষ্ঠা-২৫৬, সিয়ারু আলামিন নুবালা, খণ্ড-১২, পৃষ্ঠা-৪২২, তাগলিক্ব আত তা'লিক্ব, খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-৪০৭, হাদীউস সারী, পৃষ্ঠা-৪৮৪)

আবু বকর বিন আবী শায়বা (রহঃ) ইমাম বুখারী (রহঃ) কে পুর্ণাঙ্গ মুহাদ্দিস বলতেন ।

২১) ইয়াহইয়া বিন জাফর বিকান্দীঃ

ইমাম মুহাম্মাদ বিন আবু হাতিম বলেন যে, আমি ইয়াহইয়া বিন জাফর বিকান্দীকে বলতে শুনেছি, যদি আমি আমার জীবনে একটি অংশ দান করে ইমাম বুখারীর হায়াত বাড়িয়ে দিতাম । আমার মৃত্যু একজন সাধারণ মানুষের মৃত্যু কিন্তু ইমাম বুখারীর মৃত্যু মানেই ইলমের মৃত্যু ।

মুহাম্মাদ বিন আবু হাতিম আরও বলেন, আমি ইমাম বুখারীকে বলতে শুনেছি যে, যদি আপনি না থাকতেন তাহলে বুখারাতে জীবনের সৌন্দর্য্যই থাকত না । (তারিখুল ইসলাম লিয যাহাবী, পৃষ্ঠা-২৫৫, সিয়ারু আলামিন নুবালা, খণ্ড-১২, পৃষ্ঠা-৪১৮, তাগলিক্ব আত তা'লিক্ব, খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-৪০৮, হাদীউস সারী, পৃষ্ঠা-৪৮৪)

২২) আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ আল মুসনাদীঃ

ইমাম বুখারী (রহঃ) এর এই উস্তাদ আল মুসনাদী বলেন, "মুহাম্মাদ বিন ইসমাইল বুখারী একজন ইমাম । যে ব্যাক্তি তাঁকে ইমাম না মানবে তাকে সন্দেহযুক্ত মনে করবে ।"

তিনি আরও বলেন, "পৃথিবীতে হুফফায তিনজন আছেন । প্রথমজন হলেন ইমাম বুখারী ।" (সিয়ারু আলামিন নুবালা, খণ্ড-১২, পৃষ্ঠা-৪২৩, তাগলিক্ব আত তা'লিক্ব, খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-৪০৮, হাদীউস সারী, পৃষ্ঠা-৪৮৪)

স্বীয় যুগের মুহাদ্দিসদের দৃষ্টিতে ইমাম বুখারী (রহঃ)

ইমাম বুখারী (রহঃ) এর যুগে যেসব মুহাদ্দিস জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁরা ইমাম সাহেবের যে প্রসংশা করেছেন তাদের কয়েকজনের নাম ও মন্তব্য নিচে উল্লেখ করা হল ।

১) ইমাম আবু হাতিম রাযীঃ

ইমাম আবু হাতিম রাযী বলেন, "খুরাসানে ইমাম বুখারীর মত হুফফায এর কেউ জন্মগ্রহণ করেনি এবং খুরাসান থেকে ইরাক পর্যন্ত ইমাম বুখারীর মত জ্ঞানী ব্যাক্তি আসে নি ।" (তাগলিক্ব আত তা'লিক্ব, খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-৪০৮, হাদীউস সারী, পৃষ্ঠা-৪৮৪, তারিখে বাগদাদ, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৮, তারিখে দামিশক, খণ্ড-১৫, পৃষ্ঠা-৪৩, তাহযীবুল কামাল, খণ্ড-২৪, পৃষ্ঠা-৪৫৯, তারিখুল ইসলাম লিয যাহাবী, পৃষ্ঠা-২৪৭, সিয়ারু আলামিন নুবালা, খণ্ড-১২, পৃষ্ঠা-৪৩১, তাবক্বাতুস শাফেয়ীয়্যিয়াতুল কুবরা লিস সুবকী, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২২৩, তুহফাতুল আহওয়াযী, পৃষ্ঠা-২০১)

২) মুহাম্মাদ বিন হারিশঃ

তিনি বলেন, "আমি ইমাম আবু যুরআকে ইবনে লাহিয়া ব্যাপারে প্রশ্ন করাতে তিনি বলেন, ইমাম বুখারী তাকে মাতরুক করে দিয়েছেন । তাহলে তার ব্যাপারে প্রশ্ন কেন ?" (হাদীউস সারী, পৃষ্ঠা-৪৮৪)

৩) ইমাম দারেমীঃ

তিনি উচ্চ স্তরের মুহাদ্দিস ছিলেন । তিনি সুনানে দারেমী নামক বিখ্যাত হাদীস গ্রন্থের রচয়িতা । তিনি বলেন, "আমি হারামাইন, হিজাজ, শাম, ইরাক প্রভৃতি জায়গায় ঘুরেছি এবং উলামাদের সাথে সাক্ষাত করেছি কিন্তু ইমাম বুখারীর মত কাউকে দেখিনি । ইমাম বুখারী আমাদের থেকে অধিক হাদীস অনুসন্ধানকারী ছিলেন ।" (সিয়ারু আলামিন নুবালা, খণ্ড-১২, পৃষ্ঠা-৪২৬, তাগলিক্ব আত তা'লিক্ব, খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-৪১০, হাদীউস সারী, পৃষ্ঠা-৪৮৫)

ইমাম আব্দুর রহমান দারেমী (রহঃ) কে একটি হাদীসের সহীহ হওয়ার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হল, যে হাদীসকে ইমাম বুখারী সহীহ বলেছেন । ইমাম দারেমী (রহঃ) ইমাম বুখারী (রহঃ) এর সহীহ হওয়াকে মেনে নিয়ে প্রশ্নকারীকে বললেন, "ইমাম বুখারী আল্লাহর একজন মাখলুক এবং বিচক্ষণ ব্যাক্তি । আল্লাহ কুরআন শরীফে এবং নবী (সাঃ) এর পবত্র জুবানীতে (অর্থাৎ হাদীসে) যে হুকুম আহকাম ব্যাপ্ত করেছেন বা যা থেকে নিষেধ করেছেন সেগুলিকে ইমাম বুখারী ভালভাবেই জানেন । যখন তিনি কুরআন পাঠ করতেন তখন তাঁর চোখ, তাঁর কান, তাঁর অন্তর কুরআনের মধ্যে গেঁথে যেত । তিনি কুরআনের বক্তব্যকে গভীরভাবে অনুধাবন করতেন । তার হালাল হারামকে ভালভাবেই জানতেন ।" (তাগলিক্ব আত তা'লিক্ব, খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-৪১০, হাদীউস সারী, পৃষ্ঠা-৪৮৫, সিয়ারু আলামিন নুবালা, খণ্ড-১২, পৃষ্ঠা-৪২৫)

৪) আবু সাহল মাহমুদ বিন আন নজরঃ

তিনি বলেন, "আমি বাসরা, কুফা, শাম, হিজাজ প্রভৃতি সব জায়গায় ঘুরেছি এবং সব জায়গার উলামাদের সাথে সাক্ষাত করেছি । যখন ইমাম বুখারীর ব্যাপারে কোন বর্ণনা তাদের

সম্মুখে করা হত তখন সকলেই একমত হয়ে ইমাম বুখারীকে নিজেদের থেকে ফজিলত দিতেন ।”

তিনি বলেন, আরও বলেন, “আমি মিশরে ত্রিশেরও অধিক জ্ঞানীদেরকে বলতে শুনেছি যে, আমাদের আকাঙ্খা এটাই হল যে, ইমাম বুখারীকে যেন চক্ষু দ্বারা দেখতেই থাকি । তাঁর জিয়ারতে আমাদের চক্ষু উজ্জ্বল হয় ।” (তারিখে বাগদাদ, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১৯, তারিখে দামিশক, খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-৫১, তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৬৯, তাহযীবুল কামাল, খণ্ড-২৪, পৃষ্ঠা-৪৫২, সিয়ারু আলামিন নুবালা, খণ্ড-১২, পৃষ্ঠা-৪২২, তুহফাতুল আহওয়াযী, পৃষ্ঠা-২০২, তাগলিক্ব আত তা’লিক্ব, খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-৪১০, তাহযীবুত তাহযীব, খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-২১, হাদীউস সারী, পৃষ্ঠা-৪৮৫)

৫) মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান আদ গাওলীঃ

তিনি বলেন, বাগদাদের পণ্ডিতগণ ইমাম বুখারীকে একটি চিঠি লেখেন যাতে ইমাম সাহেবকে উদ্দেশ্য করে একটি কবিতা লেখা ছিল । সেই কবিতার বঙ্গানুবাদ হল,

“ইমাম বুখারী যতদিন পর্যন্ত তুমি জীবিত থাকবে
ততদিন মুসলমানদের বরকত থাকবে ।
আল্লাহ না করুন যেদিন তুমি থাকবে না
তখন আর বরকত কোথায়?”

(তারিখে বাগদাদ, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২২, তারিখে দামিশক, খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-৫২, তাহযীবুল কামাল, খণ্ড-২৪, পৃষ্ঠা-৪৫৮, সিয়ারু আলামিন নুবালা, খণ্ড-১২, পৃষ্ঠা-৪৩৪, তুহফাতুল আহওয়াযী, পৃষ্ঠা-২০৩, তাগলিক্ব আত তা’লিক্ব, খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-৪১১, তাহযীবুত তাহযীব, খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-৫১, হাদীউস সারী, পৃষ্ঠা-৪৮৫)

৬) ইমাম আবু বকর বিন ইসহাক বিন খুযাইমাহঃ

তিনি বলেন, "ইমাম বুখারী (রহঃ) এর থেকে বড় রাসুল (সাঃ) এর হাদীসের আলিম আকাশের নিচে আর কেউ নেই ।" (তারিখে বাগদাদ, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৮, তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৭০, তাগলিক্ব আত তা'লিক্ব, খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-৪১০, সিয়ারু আলামিন নুবালা, খণ্ড-১২, পৃষ্ঠা-৪৩১, হাদীউস সারী, পৃষ্ঠা-৪৮৫, তাহযীবুত তাহযীব, খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-৫২)

৭) আবু আমরু খাফফাফঃ

তিনি বলেন, "ইমাম বুখারী হাদীসে ব্যাপারে ইমাম আহমদ ইসহাক থেকে বিশ স্তরের অধিক বড় । যে ব্যাক্তি ইমাম বুখারীর ব্যাপারে কালাম করবে তার উপর আমার পক্ষ থেকে হাজার বার অভিসম্পাত । ইমাম বুখারী যদি এই দরজা দিয়ে পেরিয়ে যান এবং যদি আমি হাদীস বর্ণনা করি তাহলে আমি গর্বে আপ্লুত হয়ে যায় ।" (তারিখে বাগদাদ, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৮, তারিখে দামিশক, খণ্ড-১৫, পৃষ্ঠা-৪৮, তাবক্বাতুস শাফেয়ীয়্যিয়াতুল কুবরা লিস সুবকী, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২২১, ২২৫, তুহফাতুল আহওয়াযী, পৃষ্ঠা-২০৩, তাগলিক্ব আত তা'লিক্ব, খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-৪১২, হাদীউস সারী, পৃষ্ঠা-৪৮৫, তাহযীবুত তাহযীব, খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-৫৪)

৮) আব্দুল্লাহ বিন হাম্মাদ আমলীঃ

তিনি বলেন, "আমার আকাঙ্খা যে আমি যদি ইমাম বুখারী (রহঃ) শরীরের চুল হতাম তাহলে তাঁর চুলের যে বৈশিষ্ট তা আমার থাকত ।" (তারিখে বাগদাদ, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৮, তারিখে দামিশক, খণ্ড-১৫, পৃষ্ঠা-৫১, তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৭০, তারিখুল ইসলাম লিয যাহাবী, পৃষ্ঠা-২৫৮, সিয়ারু আলামিন নুবালা, খণ্ড-১২, পৃষ্ঠা-৪৩৭, ৪৪২, তুহফাতুল আহওয়াযী, পৃষ্ঠা-২০৩, তাগলিক্ব আত তা'লিক্ব, খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-৪১২)

৯) সালীম বিন মুজাহিদঃ

তিনি বলেন, “৬০ বছর অতিবাহিত হয়ে গেল । এখন পর্যন্ত আমি কাউকে ইমাম বুখারীর থেকে বেশী ফকীহ এবং পরহেজগার দেখিনি ।” (তারিখুল ইসলাম লিয যাহাবী, পৃষ্ঠা-২৬৩, সিয়ারু আলামিন নুবালা, খণ্ড-১২, পৃষ্ঠা-৪৪৯, তাবক্বাতুস শাফেয়ীয়্যিয়াতুল কুবরা লিস সুবকী, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২২৭, তাগলিক্ব আত তা’লিক্ব, খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-৪১২)

১০) হাফিয মুসা বিন হারুন হামাল বাগদাদীঃ

তিনি বলেন, “আমার তাহক্বীক যে যদি আগামিতে পুরো ইসলাম ঐক্যবদ্ধভাবে জমায়েত হয়ে ইমাম বুখারীর মত ব্যাক্তি যদি দেখতে চায় তাহলে দেখতে পাবে না ।” (তারিখে বাগদাদ, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২২, তারিখে দামিশক, খণ্ড-১৫, পৃষ্ঠা-৪৯, সিয়ারু আলামিন নুবালা, খণ্ড-১২, পৃষ্ঠা-৪৩৪, তুহফাতুল আহওয়াযী, পৃষ্ঠা-২০৩, তাগলিক্ব আত তা’লিক্ব, খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-৪১৩)

এখানে মাত্র কয়েকটি মুহাদ্দিসের নাম উল্লেখ করা হল । এছাড়াও বহু মুহাদ্দিস ইমাম বুখারী (রহঃ) মানাক্বিব বর্ণনা করেছেন তাঁদের সকলের নাম ও মন্তব্য উল্লেখ করতে গেলে একটি স্বতন্ত্র পুস্তক হয়ে যাবে ।

পরবর্তী যুগের মুহাদ্দিসদের দৃষ্টিতে ইমাম বুখারী (রহঃ)

আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) লিখেছেন, “পরবর্তী যুগের মুহাদ্দিসদের ইমাম বুখারী (রহঃ) এর ব্যাপারে প্রসংশামূলক মন্তব্য যদি উল্লেখ করতে শুরু করে দিই তাহলে কাগজ শেষ হয়ে যাবে এবং জীবন সমাপ্ত হয়ে যাবে । পরবর্তী যুগের মুহাদ্দিসদের প্রসংশা তুলনাহীন ।” (হাদীউস সারী মুকাদ্দামা ফাতহুল বারী, ৪৮৫)

ইমাম বুখারী (রহঃ) সম্পর্কে পরবর্তী প্রত্যেক যুগের মুহাদ্দিসদের প্রসংশা সূচক মন্তব্য উল্লেখ করতে গেলে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ হয়ে যাবে তাই নিচে মাত্র দুইজনের নাম ও তাঁদের মন্তব্য উল্লেখ করা হল ।

১) ইমাম আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী হানাফীঃ

তিনি বলেন, "ইমাম বুখারী হাদীস সংরক্ষণকারী বিচক্ষণ এবং খ্যাতিমান মুহাদ্দিস ছিলেন । তিনি ইমাম ছিলেন । ইসলামের জন্য হুজ্জত ছিলেন । গ্রহণযোগ্য উলামায়ে কেরামগণ তাঁর ফজিলতকে স্বীকার করেছেন ।" (উমদাতুল কারী শারাহ বুখারী, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৫)

তিনি সহীহ বুখারী শরীফের ব্যাপারে লিখেছেন, "সারা পৃথিবীর উলামারা এই ব্যাপারে একমত যে আল্লাহর কিতাবের পরে বুখারী এবং মুসলিমের থেকে বড় কোন কিতাব নেই ।" (উমদাতুল কারী শারাহ বুখারী, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৮)

তিনি আরও লিখেছেন, "পুর্ববর্তী এবং পরবর্তী যুগের আলেমগণ সহীহ বুখারী শরীফের গ্রহণযোগ্যতার ব্যাপারে একমত ।" (উমদাতুল কারী শারাহ বুখারী, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৫)

২) আল্লামা ইবনে আবেদীন শামীঃ

রদ্দুল মুহতার শারাহ দুররুল মুখতার এর লেখক আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী (রহঃ) ইমাম বুখারী (রহঃ) সম্পর্কে লিখেছেন, "ইমাম বুখারী (রহঃ) নবী মুহাম্মাদ (সাঃ) এর মু'জিজার মধ্যে একটি মু'জিজা । হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর উম্মতের মধ্যে এমন সুমহান ব্যাক্তি পাওয়া গেছে যিনি তুলনাহীন । যাঁর অস্তিত্ত্ব এক কঠিন নিয়ামত । তিনি আমীরুল মোমেনীন ফিল হাদীস, সুলতানুল মুহাদ্দিসীন, ইমাম, মুজতাহীদ, এবং প্রচণ্ড জ্ঞানী ।"

তিনি বুখারী শরীফের ব্যাপারে লিখেছেন, "সহীহ বুখারী শরীফ আল্লাহর কিতাবের পরে সহীহুল কুতুব এবং সহীহ মুসলিমের থেকে উচ্চস্তরের । এটাই সঠিক বক্তব্য ।" (উকুদুল আলা ফি মুসনাদ আল আওলা)

তৃতীয় আধ্যায়

ইমাম বুখারী (রহঃ) এর রচিত গ্রন্থাবলী

ইমাম বুখারী (রহঃ) বিভিন্ন বিষয়ের উপর অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন । তার কয়েকটির নাম নিচে দেওয়া হল,

১) কাযায়াস সাহাবা ওয়াত তাবিয়ীনঃ- এই গ্রন্থটি ইমাম বুখারী (রহঃ) সর্বপ্রথম রচনা করেন ২১২ হিজরী সনে । এই গ্রন্থটি তিনি 'তারিখে কাবীর' এর আগে রচনা করেন । এই কিতাবটি খুবই গুরুত্ত্বপূর্ণ কিতাব । কিন্তু দুঃখের বিষয় এই কিতাবটি আজকাল কোথাও পাওয়া যায় না ।

২) তারিখে কাবীরঃ- এই কিতাবটি ইমাম বুখারী (রহঃ) ১৮ বছর বয়সে রচনা করেন । এই কিতাব তিনি মসজিদে নববীতে হুযুর (সাঃ) এর রওযায়ে আকদাসের পাশে বসে পূর্ণিমার রাত্রে লিখেছেন । আল্লামা যাহাবী (রহঃ) ইমাম বুখারী (রহঃ) এর বক্তব্য নকল করে লিখেছেন, "আমি 'কিতাবুত তারিখ' সেই সময় হুযুরে আকরাম (সাঃ) এর কবর মুবারকের পাশে বসে পূর্ণিমার রাত্রে লিখেছি ।" (সিয়ারু আলামিন নুবালা, খণ্ড-১২, পৃষ্ঠা-৪০০)

হযরত ইমাম বুখারী (রহঃ) এর আমল যে হযরত নবী করীম (সাঃ) এর কবর মুবারকের পাশে বসে 'তারিখে কাবীর' রচনা করেন । এর দ্বারা বুঝা যায় যে তিনি নবী (সাঃ) এর কবর থেকে বরকত হাসিলের আকিদায় বিশ্বাসী ছিলেন ।

ইমাম বুখারী (রহঃ) এর এই কিতাব দেখে ইমাম ইবনে ইসহাক বিন রাহবীয়া (রহঃ) আনন্দচিত্তে আমীর আব্দুল্লাহ বিন তাহির খুরাসানীর সম্মুখে পেশ করে বলেন, আমি কি তোমাদেরকে যাদু দেখাব? এই কিতাবের জন্যই ইবনে উকাইদাহ বলেছেন যে, যদি লোকেরা দশ হাজার হাদীসও লেখে তাহলে এই কিতাবের সমতুল্য হতে পারবে না । (তারিখে বাগদাদ, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১৮)

ইমাম বুখারী (রহঃ) এর এই ইতিহাসগ্রন্থটি আবু আহমদ মুহাম্মাদ বিন সুলাইমান বিন ফারিস এবং আবুল হাসান মুহাম্মাদ বিন সহল আল ফাওসী এবং অন্যান্য মুহাদ্দিসরা বর্ণনা করেছেন ।

৩) তারিখুস সাগীরঃ- ইতিহাসের ব্যাপারে ইমাম বুখারী (রহঃ) এর এই গ্রন্থটির মূল্য অপরিসীম । হাদীসশাস্ত্র রিজালশাস্ত্রের সাথে এমন সম্পর্ক যেমন আত্মার সাথে শরীরের সম্পর্ক । সেজন্য ইমাম বুখারী (রহঃ) এর সাথে এই কিতাবের এক খাস আকর্ষন ছিল । এই গ্রন্থটিকে ইমাম বুখারী (রহঃ) থেকে আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান আল আসকির বর্ণনা করেছেন । (হাদীউস সারী, পৃষ্ঠা-৪৯২)

এই কিতাবে ইমাম বুখারী (রহঃ) সাহাবা, তাবেয়ীন, তাবে-তাবেয়ীন প্রভৃতিদের জন্ম, মৃত্যুর ব্যাপারে বর্ণনা করেছেন এবং তিনি জেরাহ তা'দিলের বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন ।

৪) আল জামেউল কাবীরঃ- ইমাম বুখারী (রহঃ) এর এই কিতাবটির ব্যাপারে ইবনে তাহির বর্ণনা করেছেন । এই কিতাবটির ব্যাপারে বিস্তারিত বর্ণনা জানা যায় না এবং এর

নুসখার অবস্থাও জানা যায় না । কাশফুল জুনুন নামক কিতাবের রচয়িতা ইমাম বুখারী (রহঃ) এর 'আল জামেউল কাবীর' এর ব্যাপারে উল্লেখ করে চুপ থেকেছেন ।

৫) খলকে আফআলুল ইবাদঃ- সাহাবা এবং তাবেয়ীনগণ কুরআনের আয়াত এবং হাদীসের মধ্যে ভূলভাল পার্থক্যকে বাতিল সাব্যস্ত করতেন অনুরুপ পন্থা ইমাম বুখারী (রহঃ)ও এই কিতাবে বর্ণনা করেছেন । এটাই ইলমে কালামের নিয়ম ।

এই কিতাবটিকে ইমাম বুখারী (রহঃ) থেকে ইউসুফ বিন রিহান এবং আল্লামা ফিরাবরী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন । এই কিতাবে বাতিল ফিরকা জাহমিয়া এবং মাতালিয়ার প্রতিবাদ করা হয়েছে । এই কিতাবে কুরআনের আয়াতের সাথে হাদীস, সাহাবাদের আসার এবং তাবেয়ীনদের বক্তব্যও উল্লেখ করা হয়েছে ।

৬) আল মুসনাদুল কাবীরঃ এই কিতাবটিকে ইমাম বুখারী (রহঃ) এর ছাত্র মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ ফিরাবরী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন । তিনি ইমাম বুখারী (রহঃ) এর ছাত্র ছিলেন । এই কিতাবটির ব্যাপারে বিস্তারিত বর্ণনা জানা যায় না এবং এর নুসখার অবস্থাও জানা যায় না এবং রাবীদের ব্যাপারেও কিছু জানা যায় না ।

৭) আল তাফসীরুল কাবীরঃ- এই কিতাবটিকেও ইমাম বুখারী (রহঃ) এর ছাত্র মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ ফিরাবরী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন । তিনি ইমাম বুখারী (রহঃ) এর ছাত্র ছিলেন । এই কিতাবটির ব্যাপারে বিস্তারিত বর্ণনা জানা যায় না এবং এর নুসখার অবস্থাও জানা যায় না এবং রাবীদের ব্যাপারেও কিছু জানা যায় না ।

৮) কিতাবু জুআফা আস সাগীরঃ- এই কিতাবে ইমাম বুখারী (রহঃ) যয়ীফ রাবীদের ব্যাপারে বর্ণনা করেছেন । তিনি এই কিতাবে রাবীদের যয়ীফ হওয়ার কারণ এবং তাদের ছাত্রদের কথাও উল্লেখ করেছেন । এই কিতাবের নামকরণ 'কিতাবু জুআফা আস সাগীর' (ছোট

যয়ীফ) থেকে বুঝা যায় যে তিনি 'কিতাবু জুআফা আল কাবীর' নামেও কোন কিতাব লিখেছিলেন বা লেখার মনস্থ করেছিলেন ।

এই কিতাবটিকে ইমাম বুখারী (রহঃ) থেকে ইমাম আবু বশীর মুহাম্মাদ বিন আহমদ বিন হাম্মাদ আদ দাওলাবী (রহঃ) আবু জাফর মুসিহ বিন সায়ীদ (রহঃ) এবং আদম বিন মুসা আল খাওরী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন ।

৯) ইসলামী আস সাহাবিহীঃ- এই কিতাবটির ব্যাপারে আবুল কাসিম বিন মিনদাহ বর্ণনা করেছেন এবং তিনি স্বয়ং এই কিতাবকে ইবনে ফারিস থেকে বর্ণনা করেছেন । আবুল কাসিম বাগবী তাঁর কিতাব 'মুজামে সাহাবিহী' কিতাবে ইমাম বুখারী (রহঃ) এর এই কিতাবের ব্যাপারে উল্লেখ করেছেন । ইসলামী আস সাহাবিহী যে বিষয়বস্তুর উপর লেখা সে ব্যাপারে ইমাম বুখারী (রহঃ) এর আগে কেউ লেখেন নি । অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরামদের ব্যাপারে স্বতন্ত্র কোন গ্রন্থ ইমাম বুখারী (রহঃ) এর আগে কোন লেখক লিখে যান নি । এই মহৎ কাজের সূচনা ইমাম বুখারী (রহঃ) করেন ।

ইমাম বুখারী (রহঃ) এর পরে আবুল কাসিম বিন মিনদাহ, ইবনে আব্দুল বার, ইবনে আল আসির, আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) প্রভৃতি মুহাদ্দিসগণ সাহাবায়ে কেরাম এবং তাবেয়ীনদের অবস্থার ব্যাপারে বিস্তারিত লেখালেখি করেন ।

আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) বলেন, "আমার জানা মতে সাহাবায়ে কেরামদের ব্যাপারে সর্বপ্রথম ইমাম বুখারী (রহঃ) লেখালেখি করেন । তিনিই সর্বপ্রথম এই ব্যাপারে কলম ধরেন । ইমাম বাগবী তাঁর থেকে নকল করেছেন । ইমাম বাগবী সাহাবাদের ছাড়াও যাঁরা সাহাবা নন তাঁদের ব্যাপারেও বর্ণনা করেছেন ।"

১০) কিতাবুল ইলালঃ- আবুল কাসিম বিন মিনদাহ এই কিতাবটির ব্যাপারে উল্লেখ করেছেন । তিনি এই কিতাবটি মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ থেকে তিনি আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ বিন আস শারকী থেকে তিনি ইমাম বুখারী (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন । এই কিতাবটিও খুবই উচ্চমানের । সম্ভবত এই কিতাব যে বিষয়বস্তুর উপর লেখা হয়েছে সে ব্যাপারে ইমাম বুখারী (রহঃ) সর্বপ্রথম লেখালেখি করেন ।

১১) কিতাবুল ওয়াহদানঃ- এই কিতাব থেকে আবুল কাসিম বিন মিনদাহ অধিকাংশ উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছেন । এই কিতাবে ইমাম বুখারী (রহঃ) সেইসব সাহাবাদের ব্যাপারে লিখেছেন যাঁরা কেবলমাত্র একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন । ইমাম নাসায়ী (রহঃ)ও 'কিতাবুল ওয়াহদান' লিখেছেন । ইমাম নাসায়ী (রহঃ) এর 'কিতাবুল ওয়াহদান' ভারতের আগ্রা থেকে প্রকাশিত হয়েছে । ইমাম মুসলিম (রহঃ) ও 'কিতাবুল ওয়াহদান' নামে গ্রন্থ রচনা করেন, সেটাও ভারতের আগ্রা থেকে প্রকাশিত হয়েছে । আশ্চর্য্যের ব্যাপার হল এই বিষয়ের উপর ইমাম বুখারী (রহঃ) এর আগে কেউ লেখেন নি । ইমাম বুখারী (রহঃ) এই বিষয়ের উপর সর্বপ্রথম এই ব্যাপারে কলম ধরেন ।

১২) কিতাবুল মাবসুতঃ- এই কিতাবের ব্যাপারে বর্ণনা ইমাম খালিলী (রহঃ) 'আল ইরশাদ' কিতাবে করেছেন এবং মুহিব বিন সালীম এই কিতাবকে ইমাম বুখারী (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন । 'কিতাবুল মাবসুত' কোন বিষয়বস্তুর উপর লেখা হয়েছে তার সন্ধান পাওয়া যায় তবে নামকরণ থেকে অনুমান করা যায় যে এই কিতাব ইমাম বুখারী (রহঃ) ফিকহী মাসায়েলের উপর লিখেছিলেন যা তিনি হাদীস থেকে ইস্তেম্বাত করেছিলেন ।

১৩) কিতাবুল আসরাবিহীঃ

১৪) কিতাবুল হাবিয়াঃ- এই কিতাবটির ব্যাপারে ইমাম বুখারী (রহঃ) এর পত্রবাহক মুহাম্মাদ বিন আবু হাতিম বর্ণনা করেছেন । তিনি বলেছেন, "ইমাম বুখারী (রহঃ) হাবিয়ার

ব্যাপারে একটি কিতাব রচনা করেছেন । এই কিতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল তবে ওকী' ইবনুল জারাহ এবং আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারকের কিতাব থেকে এর কোন সম্পর্ক নেই । ওকী' ইবনুল জারাহর কিতাবুল হাবিয়ার মধ্যে তিনটি মারফূ হাদীস ছিল এবং আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারকের কিতাবে শুধু পাঁচটি । কিন্তু ইমাম বুখারী (রহঃ) এর কিতাবে পাঁচশ (৫০০) হাদীস ছিল ।" (সিয়ারু আলামিন নুবালা, খণ্ড-১২, পৃষ্ঠা-৪১০)

এই কিতাবটিরও নুসখার ব্যাপারে কোন পাত্তা পাওয়া যায় না ।

১৫) কিতাবুল কিনাঃ- এই কিতাবটির ব্যাপারে আবু মুহাম্মাদ হাতিম বর্ণনা করেছেন এবং তিনি তাঁর গ্রন্থে এই কিতাব থেকে হাওয়ালাও দিয়েছেন । এই কিতাবটি কুনিয়াতের উপর লেখা হয়েছে । কুনিয়াতের উপর জ্ঞান থাকাটা মুহাদ্দিসদের জন্য জরুরী । এই বিষয়বস্তুতে হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে কুনিয়াত বর্ণনা করাটাই উদ্দেশ্য থাকে । এতে এক রাবীর সাথে অন্য রাবীর মিশ্রণ হয়ে যায় না । কুনিয়াত মিশ্রণ হয়ে গেলে বড় বড় মুহাদ্দিসও বিভ্রান্তিতে নিপতিত হন ।

১৬) কিতাবুল ফাওয়ায়েদঃ- এই কিতাবটির ব্যাপারে ইমাম তিরমিযী (রহঃ) স্বীয় জামে তিরমিযী কিতাবের 'কিতাবুল মানাক্বিব' এর মধ্যে বর্ণনা করেছেন । তিনি নং ৩৭৪২ হাদীসের বর্ণনা করতে গিয়ে এই কিতাবের উল্লেখ করেছেন । ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) ইমাম তিরমিযীর হাওয়ালা দিয়ে 'হাদীউস সারী' কিতাবের ৪৯২ পৃষ্ঠায় এবং ইমাম ক্বাসতালানী (রহঃ) ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) এর হাওয়ালা দিয়ে ইমাম বুখারী (রহঃ) এর উক্ত কিতাবের ব্যাপারে লিখেছেন ।

তবে এটা জানা যায় না যে মুহাদ্দিস সম্রাট ইমাম বুখারী (রহঃ) এই কিতাবের মধ্যে কিরকম ফাওয়াদের উল্লেখ করেছেন ।

১৭) বিররুল ওয়ালীদাইনঃ- এই কিতাবটিকে মুহাম্মাদ বিন দাওলিয়া (রহঃ) বর্ণনা করেছেন । নামকরণ থেকে কিতাবটির বিষয়বস্তু জানা যায় তবে এই কিতাবের অস্তিত্ত্বের ব্যাপারে কোন পাত্তা পাওয়া যায় না । আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) 'হাদীউস সারী' কিতাবে ইমাম বুখারী (রহঃ) এর ব্যাপারে বর্ণনা করতে গিয়ে এই কিতাবের ব্যাপারে উল্লেখ করেছেন ।

১৮) কিতাবুর রিকাকঃ- এই কিতাবটির ব্যাপারে বর্ণনা 'কাশফুল জুনুন' নামক কিতাবের রচয়িতা তাঁর গ্রন্থের খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৭৮ এর মধ্যে করেছেন । কিন্তু তিনি ইমাম বুখারী (রহঃ) এর উক্ত কিতাবের ব্যাপারে বিস্তারিত কোন কিছু লেখেন নি ।

ইমাম বুখারী (রহঃ) সহীহ বুখারী শরীফেও 'কিতাবুর রিফাক' নামে বাব লিখেছেন । কিন্তু 'কাশফুল জুনুন' কিতাব থেকে বুঝা যায় যে ইমাম বুখারী (রহঃ) 'কিতাবুর রিফাক' নামে স্বতন্ত্র কিতাব লিখেছেন । কিন্তু আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) এর লেখা থেকে উক্ত কিতাবের কোন বর্ণনা নেই ।

১৯) আল জামেউস সাগীর ফিল হাদীসঃ- 'কাশফুল জুনুন' নামক কিতাবের লেখক লিখেছেন যে, ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) এর বক্তব্য অনুযায়ী এই কিতাব আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ আল আসকির ইমাম বুখারী (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন । ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) ইমাম বুখারী (রহঃ) এর জীবনীকার ও সহীহ বুখারী শরীফের ভাষ্যকার ছিলেন ।

তবে 'কাশফুল জুনুন' নামক কিতাবে যা বর্ণনা করা হয়েছে তা ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) এর মুকাদ্দামা ফাতহুল বারীতে সেই কিতাবের হিসাবে লেখক ইমাম বুখারী (রহঃ) এর নাম উল্লেখ নেই । তবে ইমাম বুখারী (রহঃ) এর 'তারিখুস সাগীর' কিতাবের উল্লেখ থাকলেও 'আল জামেউস সাগীর ফিল হাদীস' এর নাম উল্লেখ নেই ।

২০) জুজ কিরাত খলফল ইমামঃ- এটি নামাযে ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা পড়ার ব্যাপারে ইমাম বুখারী (রহঃ) এর বিখ্যাত রচনা । এই কিতাবে তিনি ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা পড়ার ব্যাপারে হাদীস সংকলন করেন ।

[কোন হানাফী এই কিতাব পড়ে বিভ্রান্ত হবেন না । ইমাম বুখারী (রহঃ) যেহেতু শাফেয়ী মাযহাবের ছিলেন তাই তিনি নিজ মাযহাব মুতাবিক হাদীস সংকলন করেছেন । এই কিতাব পড়ার সাথে সাথে আল্লামা আমীন সফদর ওকাড়বী (রহঃ) এর 'তাহকীক জুজ কিরাত খালফাল ইমাম' অবশ্যই পড়ে নেবেন । তাহলে বিভ্রান্তিতে নিপতিত হবেন না । হযরত আমীন সফদর ওকাড়বী (রহঃ) 'জুজকিরাত খালফাল ইমাম' এর প্রতিটি হাদীসের তাহকীক করে দিয়েছেন । কিতাবটি দারুল উলুম দেওবন্দ থেকে প্রকাশিত হয়েছে ।]

২১) জুজ রফয়ে ইয়াদাইনঃ- নামাযে রফয়ে ইয়াদাইনের করার ব্যাপারে ইমাম বুখারী (রহঃ) এর এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সংকলন । এই কিতাবে তিনি রফয়ে ইয়াদাইন করার সাথে সাথে যারা করে না তাদের উপর কঠিন অভিযোগ করেছেন ।

এই কিতাবটি ইমাম বুখারী (রহঃ) থেকে মাহমুদ বিন ইসহাক খাজরায়ী বর্ণনা করেছেন । তিনি ইমাম বুখারী (রহঃ) এর ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন । তিনি বুখারা শহরে ইমাম বুখারী (রহঃ) থেকে শিক্ষা অর্জন করেন ।

এই জুজ রফয়ে ইয়াদাইন কিতাবে ইমাম বুখারী (রহঃ) সহীহ হাদীসের সাথে সাথে যয়ীফ হাদীসও সংকলন করেছেন ।

[এই কিতাবটি পড়েও কোন হানাফী এই কিতাব পড়ে বিভ্রান্ত হবেন না । ইমাম বুখারী (রহঃ) যেহেতু শাফেয়ী মাযহাবের ছিলেন তাই তিনি নিজ মাযহাব মুতাবিক হাদীস সংকলন করেছেন । এই কিতাব পড়ার সাথে সাথে আল্লামা আমীন সফদর ওকাড়বী (রহঃ) এর

'তাহকীক জুজ রফয়ে ইয়াদাইন' অবশ্যই পড়ে নেবেন । তাহলে বিভ্রান্তিতে নিপতিত হবেন না । হযরত আমীন সফদর ওকাড়বী (রহঃ) 'জুজ রফয়ে ইয়াদাইন' এর প্রতিটি হাদীসের তাহকীক করে দিয়েছেন । এই কিতাবটিও দারুল উলুম দেওবন্দ থেকে প্রকাশিত হয়েছে ।]

২২) আল আদাবুল মুফরাদঃ- এটি ইমাম বুখারী (রহঃ) এর এমন একটি কিতাব যা রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর আদব, আখলাক শিক্ষা দেয় । আসলে এই কিতাবের উপর আমল করলে মানুষ প্রকৃত মানুষ হয়ে যেতে পারে । আজকাল যেভাবে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে মানুষ অপসংস্কৃতির অতল অন্ধকারে ডুবে গেছে, একজন মানুষ অন্যজন মানুষকে মানুষ বলে মনে করছে না, প্রবৃত্তির অনুসরন করে মানুষ আজ হিংস্র জন্তুতে পরিণত হয়ে গেছে, মাতা-পিতা, ভাই-বোন, আত্মীয় স্বজনের প্রতি কি কর্তব্যবোধ তা বিদায় হয়ে গেছে । তাদের জন্য ইমাম বুখারী (রহঃ) এর এই কিতাব পাঠ করা একান্ত জরুরী ।

এই কিতাবটিকে ইমাম বুখারী (রহঃ) থেকে আহমদ বিন মুহাম্মাদ বিন আল জলীল আবরার বর্ণনা করেছেন ।

২৩) আল তারিখে ওয়াসাতঃ- (এই কিতাবটি দুই খণ্ডে সৌদী আরব থেকে প্রকাশিত হয়েছে ।) ইমাম বুখারী (রহঃ) থেকে এই কিতাবটিকে আব্দুল্লাহ বিন আহমদ বিন আব্দুস সালাম খাফফাফ, আবু মুহাম্মাদ জঞ্জুবীয়া বর্ণনা করেছেন । এই কিতাবটির ব্যাপারে বিস্তারিত বর্ণনা জানা যায় না এবং এর নুসখার অবস্থাও জানা যায় না । তবে এই কিতাবটি দুই খণ্ডে সৌদী আরব থেকে প্রকাশিত হয়েছে ।

২৪) কিতাবুত দোয়াঃ- এই কিতাবটি ইমাম বুখারী (রহঃ) দুয়ার ব্যাপারে লিখেছেন । এটি ইমাম বুখারী (রহঃ) এর দুয়ার ব্যাপারে স্বতন্ত্র কিতাব ।

২৫) কিতাবুল আশরেবাহঃ- এই কিতাবটির ব্যাপারে ইমাম দারাকুত্বনী (রহঃ) স্বীয় কিতাব 'আল মাওতালিফ ওয়া আল মুখতালিফ' কিতাবে উল্লেখ করেছেন ।

২৬) কিতাবুল হেবা ।

২৭) আসমাউস সাহাবাঃ এই কিতাবটি ইমাম বুখারী (রহঃ) সাহাবায়ে কেরামদের নামের উপর লিখেছেন ।

২৮) এক লাখ হাদীসের সংকলনঃ আল্লামা ইবনুল মুলাক্কিন (রহঃ) নিজ শারাহ গ্রন্থে ইমাম বুখারী (রহঃ) এর এই গ্রন্থের ব্যাপারে সন্ধান দিয়েছেন । আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রহঃ) আল্লামা ইবনুল মুলাক্কিন (রহঃ) এর এই কথাকে সমর্থন করেছেন । আল্লামা ইবনুল মুলাক্কিন (রহঃ) লিখেছেন, "ইমাম আবু সায়ীদ ইসমাইল বিন আবুল কাসিম আল বুসখাযী স্বীয় কিতাব 'কিতাবুজ জহর বিন বাসমালাহ' এর মধ্যে ইমাম বুখারীর ব্যাপারে লিখেছেন যে, তিনি হাদীসের ব্যাপারে একটি কিতাব লিখেছেন যেখানে তিনি এক লাখ হাদীস সংকলন করেছেন ।" ইবনুল মুলাক্কিন (রহঃ) এবং আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রহঃ) এটাকে গায়ের মশহুর বলে অভিহিত করেছেন কিন্তু দুঃখের কথা হল এই কিতাব দুনিয়ার কোন কুতুব খানায় পাওয়া যায় না । এই কিতাবের রাবীর ব্যাপারে কোন সন্ধান পাওয়া যায় না এবং ইমাম আবু সায়ীদ ইসমাইল বিন আবুল কাসিম আল বুসখাযী ছাড়া কোন মুহাদ্দিস এই কিতাবের ব্যাপারে কোন কিছু বলেন নি । তাই ইমাম বুখারী (রহঃ) উক্ত কিতাব লিখেছেন কিনা সে ব্যাপারে সন্দেহ থেকেই যায় । তবে আমাদের বক্তব্য হল, ইমাম বুখারী (রহঃ) যখন ৬ লাখ হাদীস থেকে চয়ন করে সহীহ বুখারী শরীফ লিখেছেন তখন এটাও অসম্ভব এবং আশ্চর্য্যের ব্যাপার নয় যে তিনি **১** লাখ হাদীসের কোন মজমুয়া সংকলন করে থাকবেন । হতে পারে ইমাম বুখারী তাঁর যুগে **১** লাখ হাদীসের সংকলন করেছেন কিন্তু সেটা কালের চক্রে পড়ে বিলুপ্ত হয়ে গেছে যেমন, সলফ সালেহীনদের অসংখ্য গ্রন্থ কালের চক্রে পড়ে বিলুপ্ত হয়ে গেছে যেগুলি আজ পৃথিবীতে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না । তবে ইমাম বুখারী (রহঃ) যেসব গ্রন্থ আমাদের কাছে আছে সেগুলি কম নয় ।

ইমাম বুখারী (রহঃ) এর ছাত্র মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ আল ফিরাবরী (রহঃ) ইমাম সাহেবের 'আল মুসনাদুল কাবীর' এবং 'আত তাফসীরুল কাবীর' নামের দুটি গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন

যেগুলিকে স্বয়ং ফিরাবরী (রহঃ) বলেছেন, এগুলির কোন সন্ধান পাওয়া যায় না । কালের চক্র সেগুলিকে বিলুপ্ত করে দিয়েছেন । তাই ইমাম সাহেবের ১ লাখ হাদীসের সংকলনও বিলুপ্ত হয়ে গেছে সেটা কোন আশ্চর্য্যের ব্যাপার নয় । আজ যেমন আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহঃ), ইমাম সুফিয়ান সাওরী (রহঃ) এর মত জগৎবিখ্যাত মুহাদ্দিসদের তুলনাহীন কিতাবগুলি কোথাও পাওয়া যায় না । ইমাম বুখারী (রহঃ) এর ক্ষেত্রেও এই ঘটনাই ঘটেছে ।

২৯) আল জামেউস সহীহ আল মাসানিদ বা সহীহ বুখারী শরীফঃ- এই কিতাবটি ইমাম বুখারী (রহঃ) এর জীবনের শ্রেষ্ঠ সংকলন । এই কিতাবটির ব্যাপারে নিচে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে ।

বুখারী শরীফের পরিচয়

বুখারী শরীফ ইমাম বুখারী (রহঃ) এর সব থেকে বেশী গুরুত্ত্বপূর্ণ কিতাব । এই কিতাবকে বলা হয় 'আস সহীহুল কুতুব বা'দি কিতাবুল্লাহ' অর্থাৎ কুরআন শরীফের পর সবচেয়ে বিশুদ্ধ কিতাব হল বুখারী শরীফ । এই ব্যাপারে সমস্ত মুহাদ্দিসগণ একমত । বুখারী শরীফের প্রতিটি হাদীস যে সহীহ এ ব্যাপারে পুরো উম্মাতের ইজমা আছে । এই কিতাবের জন্যই তাঁকে 'আমীরুল মোমেনীল ফিল হাদীস' এর মত আজিমুশ শান উপাধিতে ভুষিত করা হয় । এই কিতাব ইমাম বুখারী (রহঃ) ছয় লাখ হাদীস থেকে চয়ন করে ষোল বছর ধরে সংকলন করেন বা রচনা করেন । (সিয়ারু আলামিন নুবালা, খণ্ড-১২, পৃষ্ঠা-৪০২ ও ৪০৫)

এই কিতাব রচনা করতে গিয়ে এতটাই সাবধানতা অবলম্বন করেছেন যে, প্রতিটি হাদীস সংকলনের আগে দুই রাকআত নামায পড়েছেন । ইমাম বুখারী (রহঃ) স্বয়ং বলেছেন, "আমি এই সহীহ কিতাবের মধ্যে কোন হাদীস ততক্ষণ পর্যন্ত লিখিনি যতক্ষণ পর্যন্ত লেখার আগে গোসল করে দুই রাকআত নামায না পড়েছি ।" (সিয়ারু আলামিন নুবালা, খণ্ড-১২, পৃষ্ঠা-৪০২)

এই কিতাব তিনি বাইতুল হারামের মধ্যে লেখা আরম্ভ করেন । বাবগুলিকে মসজিদে নববীর মিম্বর শরীফ এবং নবী (সাঃ) এর রওজার মধ্যবর্তী স্থানে লেখেন । আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) লিখেছেন যে, ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেছেন, "আমি এই 'জামেউস সহীহ' (বুখারী শরীফ) কিতাব মসজিদে হারামের মধ্যে রচনা করেছি এবং আমি এই কিতাবের মধ্যে কোন হাদীস ততক্ষণ পর্যন্ত লিখিনি যতক্ষণ পর্যন্ত আমি আল্লাহর কাছে ইস্তেখারা করে দুই রাকআত নামায না পড়েছি এবং এর সহীহ হওয়ার ব্যাপারে যতক্ষণ অন্তরে একিন না হয়েছে ।...... (আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী বলেন) আমি বলছি যে, ইমাম বুখারী (রহঃ) এর বক্তব্য যা এর আগে বলা হয়েছে যে, তিনি বিভিন্ন শহরে লিখতে থাকেন । এই দুটি কথার এই ব্যাখ্যায় দেওয়া যেতে পারে যে, তিনি 'জামেউস সহীহ' (বুখারী শরীফ) লেখা, সংকলন শুরু করেছিলেন মসজিদে হারামের মধ্যে, এরপর তিনি হাদীসের তাখরিজ বিভিন্ন শহরে করেছেন । এই কথার সমর্থন মেলে যে, ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেছেন, 'আমি জামেউস সহীহ সংকলন করতে ষোল বছর লাগিয়েছি । বাস্তব কথা হল, তিনি সারা জীবন তো আর মক্কা মুকাররামায় থাকেন নি । ইবনে আদী অনেক মাশায়েখ থেকে এই কথা নকল করেছেন যে, ইমাম বুখারী (রহঃ) জামেউস সহীহ কিতাবের বাবগুলিকে (অধ্যায়গুলি) নবী আকরাম (সাঃ) এর কবর মুবারক এবং মসজিদে নববীর মিম্বর শরীফের মধ্যবর্তী স্থানে লিখেছেন, তিনি তরজমা লেখার সময় দুই রাকআত নামায পড়েছেন ।" (হাদীউস সারী মুকাদ্দামা ফতহুল বারী, পৃষ্ঠা-৩৮৯)

বুখারী শরীফ লেখার কারণ

আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) বুখারী শরীফ লেখার দুটি কারণ উল্লেখ করেছেন । সেই দুটি কারণ নিচে দেওয়া হল,

১) প্রথমতঃ কারণ হল যে, হযরত ইমাম বুখারী (রহঃ) দেখেছিলেন যে, হাদীসের ব্যাপারে অনেক কিতাব লেখা হয়েছে, সেইসব কিতাবে হাসান এবং সহীহ হাদীসের পাশাপাশি যয়ীফ হাদীসও রয়েছে । সেই জন্য তাঁর মনে হয়েছিল যে, হাদীসের এমন একটি সংকলন করা উচিৎ

যাতে শুধুমাত্র সহীহ হাদীস থাকবে । এই উদ্দেশ্য তখনই দৃঢ় হয় যখন একবার ইমাম ইসহাক বিন রাহওয়ায়হ (রহঃ) নিজের সাথীদের মজলিসে বললেন, "যদি তোমরা নবী (সাঃ) এর সহীহ হাদীসগুলিকে নিয়ে কোন সংক্ষিপ্ত কিতাব রচনা কর তাহলে খুব ভাল হয় ।" ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন, উস্তাদের এই কথা আমার অন্তরে গেঁথে গেল এবং আমি 'জামেউস সহীহ' কিতাবকে সংকলন করা শুরু করে দিই । (হাদীউস সারী মুকাদ্দামা ফতহুল বারী, পৃষ্ঠা-৬-৭)

২) দ্বিতীয়তঃ কারণ হল যে, একবার ইমাম বুখারী (রহঃ) স্বপ্ন দেখলেন যে, আমি রাসুল (সাঃ) এর সামনে দাঁড়িয়ে আছি । আমার হাতে পাখা রয়েছে এবং আমি পাখা নাড়াচ্ছি । আমি এর তাবির (ব্যাখ্যা) তাবিরকারীকে (ব্যাখ্যাকারীকে) জিজ্ঞাসা করি । তিনি বলেন যে, তুমি রাসুল (সাঃ) এর দিকে নিসবত করা মিথ্যা হাদীসগুলিকে দূর করবে । এই ঘটনা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আমি 'জামেউস সহীহ' কিতাব লেখার মনস্থ করি । (হাদীউস সারী মুকাদ্দামা ফতহুল বারী, পৃষ্ঠা-৭)

বুখারী শরীফের গ্রহণযোগ্যতা

আবু জাফর উকাইলী বলেছেন, "ইমাম বুখারী (রহঃ) বুখারী শরীফ লেখা পরে (তাঁর উস্তাদ) আলী ইবনে মাদীনি (রহঃ), ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ) এবং ইয়াহইয়া ইবনে মায়ীন (রহঃ) প্রভৃতিদেরকে দেখান । তাঁরা কিতাবটি দেখেন এবং সেটাকে সহীহ হওয়ার সাক্ষ্য দেন শুধুমাত্র চারটি হাদীস ছাড়া । উকাইলী বলেন যে, সেই চারটি হাদীসও ইমাম বুখারী (রহঃ) বক্তব্য অনুযায়ী সহীহ এবং সেই হাদীসগুলিও সহীহ ।" (হাদীউস সারী মুকাদ্দামা ফতহুল বারী, পৃষ্ঠা-৩৮৯)

আবু জায়েদ মারওয়াযী লিখেছেন, "আমি আসওয়াদের স্থান এবং মাকামে ইবরাহীমের মাঝখানে শুয়ে ছিলাম । সেই সময় স্বপ্নে হুযুর (সাঃ) এর জিয়ারত হল, তিনি বললেন, হে আবু জায়েদ! কতদিন পর্যন্ত তুমি ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) কিতাব পড়তে থাকবে? তুমি আমার কিতাব

পড় না? আমি বললাম, ইয়া রাসুলুল্লাহ (সাঃ) আপনার কিতাব কোনটি? তিনি বললেন, মুহাম্মাদ বিন ইসমাইলের (ইমাম বুখারী) জামে অর্থাৎ সহীহ বুখারী শরীফ ।” (হাদীউস সারী মুকাদ্দামা ফতহুল বারী, পৃষ্ঠা-৩৮৯)

বুখারী শরীফের হাদীসের সংখ্যা

হযরত ইমাম নববী (রহঃ) তাঁর ‘তাহযীব’ কিতাবে ও আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) তাঁর ফতহুল বারীর মুকাদ্দামায় ‘হাদীয়স সারী’তে লেখেন যে, বুখারী শরীফে হাদীসের সংখ্যা ৭২৭৫ খানা । পুনরুক্ত ছাড়া হাদীসের সংখ্যা প্রায় ৪০০০ । মতান্তরে ৭৩৯৭, ৯০৮২ খানা । তাকরার, বা পুনরাবৃত্তি ছাড়া এই সংখ্যা মাত্র ২৫১৩ । মুআল্লাক ও মুতাবাআত যোগ করলে এর সংখ্যা পৌঁছায় ৯০৮২ । বুখারী শরীফের প্রধান বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ আল ফিরাবরী (রহঃ) এর বর্ণনা অনুসারে বিখ্যাত ভাষ্যকার আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) কর্তৃক গণনার সংখ্যা এখানে দেওয়া হয়েছে ।

এই সংখ্যা ইমাম বুখারী (রহঃ) এর যতগুলি হাদীস মুখস্ত ছিল তার ১০ ভাগের এক ভাগও নয় । এটা ইমাম বুখারী (রহঃ) এর হাদীস সংকলনের আজিমুশ শান নমূনা ।

বুখারী শরীফের সুলাসিয়াত

বুখারী শরীফের সব চেয়ে উত্তম বর্ণনা হল সেই হাদীসগুলি যেগুলি হুযুর (সাঃ) এবং ইমাম বুখারী (রহঃ) পর্যন্ত মাত্র তিনটি মাধ্যম রয়েছে । (১) তাবে-তাবেয়ীন, (২) তাবেয়ীন, (৩) সাহাবায়ে কেরাম । এইরকম ধরণের বর্ণনাকে সুলাসিয়াত বলা হয় । আর এই সুলাসিয়াতকে

নিয়ে ইমাম বুখারী (রহঃ) গর্ব করেছেন । বুখারী শরীফে মোট সুলাসিয়াতের সংখ্যা হল ২২ টি । এর মধ্যে **১১**টি মাক্কী ইবনে ইবরাহীম থেকে, ৬টি আবু আসিম আন নাবীল থেকে, ৩টি মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ আন আনসারী থেকে, **১**টি খালিদ বিন ইয়াহইয়া আল কুফী থেকে এবং **১**টি ইসাম বিন খালিদ আল হামসী থেকে বর্ণিত হয়েছে ।

এইসব বুযুর্গদের মধ্যে হযরত মাক্কী ইবনে ইবরাহীম (রহঃ) [মৃত্যু ২১৫ হিজরী], আবু আসিম আন নাবীল (রহঃ) [মৃত্যু ২১২ হিজরী] এই দুইজন হযরত ইমাম আযম আবু হানীফা (রহঃ) এর ছাত্র এবং হানাফী মাযহাবের ছিলেন । এঁরা হানাফী ফিকাহ লিপিবদ্ধকারীদের মধ্যে ছিলেন । এঁরা ইমাম বুখারী (রহঃ) এর কুব্বারে মাশায়েখদের মধ্যে ছিলেন । তৃতীয় বুযুর্গ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ আন আনসারী (রহঃ), তিনিও হযরত ইমাম আযম আবু হানীফা (রহঃ) এর ছাত্র এবং হানাফী মাযহাবের ছিলেন । সুতরাং বুখারী শরীফের ২০ সুলাসিয়াতের রাবীই হলেন হযরত ইমাম আযম আবু হানীফা (রহঃ) এর ছাত্র এবং হানাফী মযাহাবের মুকাল্লিদগণ ।

বুখারী শরীফের কিছু ভাষ্যগ্রন্থ

বুখারী শরীফের ভাষ্যগ্রন্থের সংখ্যা অগণিত । তাদের মধ্যে কয়েকটির নাম নিচে দেওয়া হল,

১) ইলামুস সুনানঃ লেখকঃ ইমাম আবু সুলাইমান হাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ আল বুসতী আল খাত্তাবী (রহঃ) [মৃত্যু ৩৭৭ হিজরী]

ইলামুস সুনান বুখারী শরীফের একটি পবিত্র ব্যাখ্যাগ্রন্থ । লেখক উক্ত কিতাবটিকে 'মাআলামুস সুনান' লেখার পর লোকেদের অনুরোধের জন্য এক খণ্ডেই লেখেন ।

২) শারাহ আল মুহাল্লাবঃ

লেখকঃ মুহাল্লাব বিন আবী সাফরাতুল জাদী (রহঃ) [মৃত্যু ৪৩৫ হিজরী] এই গ্রন্থে শারাহ ছাড়াও বুখারী শরীফের হাদীসের তাখরিজও করা হয়েছে ।

৩) মুখতাসার শারাহ আল মুহাল্লাবঃ

লেখকঃ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন খলফ (রহঃ) [মৃত্যু ৪৮৫ হিজরী]

আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন খলফ (রহঃ) মুহাল্লাব বিন আবী সাফরাতুল জাদী (রহঃ) এর ছাত্র ছিলেন । তিনি শারাহ আল মুহাল্লাব গ্রন্থকে সংক্ষিপ্ত করেন এবং বহু ফাওয়ায়েদ বাড়িয়েছেন ।

৪) আল জাওবাতুল আলাল মাসায়েল আল মুসতাগরাব মিন বুখারীঃ

লেখকঃ ইবনে আব্দুল বার মালিকী (রহঃ) [মৃত্যু ৪৬৩ হিজরী]

এই ব্যাখ্যাগ্রন্থে তিনি আল মুহাল্লাব যেসব প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন সেগুলিকে পৃথক করেছেন এবং বাতিল পন্থি জাহেরী মততবাদের প্রতিষ্ঠাতা ইবনে হাযম জাহিরীর মতকেও খণ্ডন করেন । ইবনে হাযম জাহিরী চার মাযহাব মানাকে কঠিন বিরোধীতা করেন এবং লা মাযহাবিয়াতকে প্রাধান্য দেন । সেজন্য তিনি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত থেকে খারিজ হয়ে গেছেন ।

৫) শারাহ আস সিরাজঃ

লেখকঃ আবুল জানাদ (রহঃ) [মৃত্যু ৪২২ হিজরী]

৬) শারাহ ইবনুল বাত্তালঃ

লেখকঃ ইমাম আবুল হাসান আলী বিন খালফ (বিন আব্দুল মালিক) বিন বাত্তাল (রহঃ) [মৃত্যু ৪৪৪ অথবা ৪৪৯ হিজরী]

এই শারাহ গ্রন্থে অধিকাংশ অংশ মালিকী মাযহাবের মাসায়েলকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে । সেজন্য অনেকে অভিযোগ করেন যে, আসল বিষয়বস্তু ছেড়ে উক্ত শারাহ গ্রন্থকে মালিকী মাযহাবের গ্রন্থ বানিয়ে ছেড়েছেন । তবে তাদের এই অভিযোগের কোন মূল্য নেই কেননা, বুখারী শরীফ হল হাদীস গ্রন্থ সেখান থেকে যে কোন মাযহাব অবলম্বী নিজেদের মাযহাবের পক্ষের হাদীস থেকে মাসআলা ইস্তেম্বাত করতে পারেন ।

৭) শারাহ সহীহুল বুখারীঃ

লেখকঃ আবু হাফস আমর বিন আল হাসান বিন আমর আল হাওযী আস শাবিলী (রহঃ) [মৃত্যু ৪৪৪ অথবা ৪৬০ হিজরী]

৮) শারাহ সহীহুল বুখারীঃ

লেখকঃ আবুল কাসিম আহমদ বিন মুহাম্মাদ বিন আমর বিন ওয়ারদুত তামিমী (রহঃ) [মৃত্যু ৪৬০ হিজরী]

৯) শারাহ ইবনুত ত্বীনঃ

লেখকঃ ইমাম আব্দুল ওহাদ বিন আত ত্বীন আস সাফাক্বীসী (রহঃ) [মৃত্যু ৬১১ হিজরী]

১০) শারাহ ইবনুল মুনায়্যিরঃ

লেখকঃ ইমাম নাসীরুদ্দীন আলী বিন মুহাম্মাদ বিন আল মুনীর আল সিকান্দারী [মৃত্যু ৬৯৫ হিজরী]

এটি সুবিশাল ব্যাখ্যা গ্রন্থ । এটি দশ খণ্ডে সমাপ্ত করা হয়েছে । ইমাম নাসীরুদ্দীন ইবনে বাত্তালের শারাহর টীকাও লিখেছেন ।

১১) আল মুতাওয়ারী আলা তারাজীমুল বুখারীঃ

লেখকঃ ইমাম নাসীরুদ্দীন আলী বিন মুহাম্মাদ বিন আল মুনীর আল সিকান্দারী [মৃত্যু ৬৯৫ হিজরী]

লেখক এই শারাহ গ্রন্থে বুখারী শরীফের ৪০০ টি কঠিন প্রশ্নের সুন্দর উত্তর দিয়েছেন ।

১২) আল কাওয়াকাবুদ দারারীঃ

লেখকঃ আল্লামা শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ বিন আলী আল কিরমানী (রহঃ) [মৃত্যু ৭৮৬ হিজরী]

১৩) ফতহুল বারী শারাহ সহীহুল বুখারীঃ

লেখকঃ আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) [জন্ম ৭৭৩ হিজরী ও মৃত্যু ৮৫২ হিজরী] তিনি মিশরের অধিবাসী ছিলেন ।

১৪) গায়াতুত তাওযীহ আল জামেউস সহীহ

লেখকঃ আল্লামা উসমান বিন ইসা বিন ইবরাহীম সিদ্দিকী হানাফী (রহঃ) । শাহি কুতুবখানা রামপুরে এর কলমে লিখিত নুসখা মওজুদ আছে ।

১৫) আল কাওকাবুস সরীহ ফি শারাহ আল জামেউস সহীহ আল বুখারীঃ

লেখকঃ শায়েখ আবুল হাসান আলী বিন হুসাইন বিন আওরাতুল মাওয়াসিলী (রহঃ) [মৃত্যু ৮৩৭ হিজরী]

১৬) শারাহ সহীহুল বুখারীঃ

লেখকঃ আল্লামা আব্দুর রহমান আল বাহরা

১৭) আল আলাম মিন যিকরে ফিল বুখারী মিন আল আলামঃ
লেখকঃ ইবনে হাযম জাহিরী

১৮) তাগলিক্ব আত তা'লিক্বঃ
লেখকঃ ইবনে হাযম জাহিরী

১৯) উমদাতুল কারী । লেখকঃ আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রহঃ) [জন্ম ৭৬২ হিজরী ও মৃত্যু ৮৫৫ হিজরী] তিনিও মিশরের অধিবাসী ছিলেন ।

এই শারাহ গ্রন্থটি আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রহঃ) দশ খণ্ডে লেখেন এবং সেটা বৈরুত থেকে প্রকাশিত হয় । আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রহঃ) বলেন, আমি বালাদ শুমালিয়াতে ৮০০ হিজরীতে বুখারী শরীফকে সঙ্গী করে পৌঁছলাম তখন কিছু শায়েখের কাছে এই কিতাব সম্পর্কে ভাল তথ্য পেলাম । এরপর যখন আমি মিশর গেলাম তখন জামে আল আযহারের নিকট খারাহ কিতামিয়া মহল্লায় ৮২১ হিজরীতে এই শারাহকে লিখতে শুরু করি এবং ৪৩৭ হিজরীতে সমাপ্ত হয় । (উমদাতুল কারী, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৫)

এই উমদাতুল কারী গ্রন্থে আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রহঃ) ফাতহুল বারী গ্রন্থ থেকে প্রচুর সাহয্য নেন এবং কিছু কিছু জায়গায় ফাতহুল বারী থেকে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা হুবহু তুলে ধরেন । আর ফাতহুল বারী গ্রন্থে আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী যেসব বিষয় তুলে ধরেন নি সেগুলো আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রহঃ) তুলে ধরেন । যেমন,

(১) পুরো হাদীসের মতন উল্লেখ করা,
(২) প্রত্যেক রাবীর পুরো অবস্থা লেখা,
(৩) রেওয়াতের পুরোপুরি বাহাস,
(৪) মাআনী এবং বায়ান ।

‘কাশফুল জুনুন’ কিতাবে লেখা আছে, “কোন একজন ব্যাক্তি আল্লামা ইবনে হাজারকে বললেন যে, আল্লামা আইনীর শারাহ তো আপনার শারাহর থেকে বেশী শক্তিশালী । কেননা সেই শারাহর মধ্যে মাআনী, বায়ান প্রভৃতি রয়েছে । শায়খুল ইসলাম ইবনে হাজার সেই ব্যাক্তিকে কঠিনভাবে জবাব দিলেন যে, সেই কথাগুলিকে আল্লামা রুকনুদ্দীনের শারাহ থেকে নকল করা হয়েছে । আমার হাতে রুকনুদ্দীনের শারাহ আগে থেকেই ছিল কিন্তু কিতাবটি অসম্পূর্ণ ছিল সেজন্য সেখান থেকে নকল করাকে আমি উত্তম মনে করিনি ।

২০) মাসাবিহুল জামেঃ

লেখকঃ আল্লামা বদরুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন আবী বকর আদ দামামিনী (রহঃ) [মৃত্যু ৮৬৮ হিজরী]

কথিত আছে যে, এই শারাহ ভারতে মুসলিম শাসন কালে আহমদ শাহ বিন মুহাম্মাদ বিন মুজাফফার শাহ এর জন্য লেখা হয়েছিল । কিন্তু কাশফুল জুনুন এর রচয়িতা লিখেছেন যে, এই ব্যাপারে লেখকের উক্ত কিতাবের মুকাদ্দামায় (ভূমিকায়) এই ব্যাপারে কিছু বলা হয় নি । তাই লেখকের এটা মূলনীতির বিপরীত ।

২১) শারাহ সহীহুল বুখারীঃ

লেখকঃ আল্লামা ইমাম নববী শাফেয়ী (রহঃ) [মৃত্যু ৬৭৬ হিজরী]

বুখারী শরীফের এই শারাহ গ্রন্থের ব্যাপারে ইমাম নববী (রহঃ) মুসলিম শরীফের শারাহ গ্রন্থের মুকাদ্দামায় বর্ণনা করেছেন । কিন্তু দুঃখের বিষয় হল এই শারাহ গ্রন্থটি তিনি পূর্ণ করে যেতে পারেন নি । শুধুমাত্র বুখারী শরীফের ‘কিতাবুল ঈমান’ পর্যন্ত লিখেছেন । ইমাম নববী (রহঃ) উক্ত শারাহ গ্রন্থের ব্যাপারে লিখেছেন, “এই শারাহ গ্রন্থটি ইলমের খুবই সুক্ষ বিষয়বস্তুর উপর লেখা হয়েছে ।” (মুকাদ্দামা শারাহ মুসলিম লিন নববী, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৪)

২২) আল ফাইযুল যারীঃ
লেখকঃ আল্লামা সিরাজুদ্দীন আমর বিন রাসলান আল বুলকিনী (রহঃ) [মৃত্যু ৮০৫ হিজরী]

এই শারাহ গ্রন্থটি বুখারী শরীফের একটি অংশের শারাহ । পঞ্চাশটি অধ্যায়ে কিতাবুল ঈমান পর্যন্ত ব্যাখ্যা করা হয়েছে । কাযী ইমাম শাওকানী ‘বাদরুত তালে’ কিতাবের খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-৫০৭ এর মধ্যে আমর বিন রাসলান আল বুলকিনী (রহঃ) এর পরিচয় দিতে গিয়ে লিখেছেন যে, তিনি বুখারী শরীফের কমপক্ষে ২০টি হাদীসের ব্যাখ্যা দুই খণ্ডে লিখেছেন ।

২৩) মিনহুল বারী বিস সহীহ আল ফসীহুল বুখারীঃ
লেখকঃ আল কামুস রচয়িতা আল্লামা মুহিউদ্দীন আবু তাহির মুহাম্মাদ বিন ইয়াকুব ফিরোজাবাদী আস সিরাজী (রহঃ) [মৃত্যু ৮১৭ হিজরী]

এই শারাহ গ্রন্থটি ২০ খণ্ড পর্যন্ত লিখতে পেরেছেন । কিন্তু উক্ত আল্লামা মুহিউদ্দীন আবু তাহির মুহাম্মাদ বিন ইয়াকুব ফিরোজাবাদী আস সিরাজী (রহঃ) উদ্দেশ্য ছিল ৪০ খণ্ডে লেখার । এই শারাহ গ্রন্থে তিনি শায়েখ মুহিউদ্দীন ইবনে আরাবী (রহঃ) ‘ফুতুহাতে মাক্কীয়া’ কিতাবের ইবারত অনেক জায়গায় উল্লেখ করেছেন । শায়েখ ইবনে আরাবী (রহঃ) মাসআলা ওয়াহদাতুল ওজুদের প্রবক্তা ছিলেন এবং তিনি ওয়াহদাতুল ওজুদের বিষয়কে ভিত্তি করেই ‘ফুতুহাতে মাক্কীয়া’ কিতাবটি রচনা করেন । অর্থাৎ উক্ত শারাহ গ্রন্থে ইয়াকুব ফিরোজাবাদী আস সিরাজী (রহঃ) ওয়াহদাতুল ওজুদের বিষয়েও লিখেছেন । অনেকে মনে করেন যে, এই শারাহ গ্রন্থে শায়েখ ইবনে আরাবী (রহঃ) এর ‘ফুতুহাতে মাক্কীয়া’ কিতাবের হাওয়ালা দেওয়াতে মুহাদ্দিসদের নিকট গ্রহণযোগ্যতা পাইনি । তাদের এই ধারণা ভূল কারণ শায়েখ ইবনে আরাবী (রহঃ) এর মাসআলা ওয়াহদাতুল ওজুদের বিষয় নিয়ে অনেকে বিভান্তিতে পতিত হয়েছে । অনেকে ওয়াহদাতুল ওজুদের আকিদাকে কুফরী মনে করেন । তাঁদের এই ধারণা ভূল কারণ ওয়াহদাতুল ওজুদের সঠিক ধারণা না থাকার জন্যই তাঁরা এই আকিদাকে শিরকিয়া মনে করেন ।

(ওয়াহদাতুল ওজুদের ব্যাপারে অপবাদ খণ্ডনের জন্য পড়ুন, 'শারহু আকিদাতি ওয়াহদাতিল ওজুদ মাআবুতলানী শারহিহাল মারদুদ' পুস্তকখানী)

২৪) হাদীয়াতুল বারীঃ

লেখকঃ শাইখুল ইসলাম যাকারিয়া আল আনসারী (রহঃ) [মৃত্যু ৯২৬ হিজরী] {ছাত্র আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ)}

এই শারাহ গ্রন্থটি মিশর থেকে প্রকাশ করা হয়েছে । পরবর্তীকালে কিছু লেখক এই শারাহ গ্রন্থটিরা নাম 'হাদীয়াতুল বারী' না লিখে 'হাদীয়াতুল কারী' লিখেছেন । এই গ্রন্থটি দুই খণ্ডে ইখতেসার আবুল হাসান সিন্ধীর (মৃত্যু ১১৩৬ হিজরী) বুখারী শরীফের হাশিয়া সহ কাউরো থেকে ১৩০০ হিজরী সনে প্রকাশিত হয়েছে ।

২৫) শারাহ সহীহুল বুখারীঃ

লেখকঃ বুরহানুদ্দীন ইবরাহীম বিন আলী আল তা'মানী (রহঃ) [মৃত্যু ৮৯৮ হিজরী]

এই গ্রন্থের লেখক বুরহানুদ্দীন ইবরাহীম বিন আলী আল তা'মানী (রহঃ) বুখারীব শরীফের উক্ত শারাহকে সমাপ্ত করে যেতে পারেন নি । তিনি বুখারী শরীফের কিতাবুস সালাত পর্যন্ত ব্যাখ্যা করেছেন ।

২৬) শারাহ সহীহুল বুখারীঃ

লেখকঃ আবুল বাকা মুহাম্মাদ বিন আলী বিন খালফ আল মাহদী আল মিশরী শাফেয়ী (রহঃ) [মৃত্যু ৮৯৮ হিজরী]

এই গ্রন্থটিকে লেখক ইমাম কিরমানী (রহঃ) শারাহ ইমাম বদরুদ্দীন আইনী (রহঃ) এর শারাহ এবং আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) এর শারাহর উপর ভিত্তি করে উত্তম শারাহ গ্রন্থ রচনা করেন ।

২৬) ইরশাদুর সারীঃ

লেখকঃ আল্লামা শিহাবুদ্দীন আহমদ বিন মুহাম্মাদ বিন আবী বকর আল খত্বীব কাসতালানী মিশরী (রহঃ) [জন্ম ৮৫১ হিজরী ও মৃত্যু ৯২৩ হিজরী] তিনি মিশরের অধিবাসী ছিলেন ।

এই শারাহ গ্রন্থটিকে লেখক খুব সহজ সরল ভাবে লেখেন । এতে তিনি বুখারী শরীফের কঠিন বিষয়বস্তুগুলিকে সহজ করে দেন । এজন্য যাঁরা সহীহ বুখারী শরীফের শিক্ষা দেন তাঁরা এই শারাহ গ্রন্থটিকে সামনে রেখে পড়ালে সাচ্ছন্দ বোধ করেন এবং পড়াতে সুবিধা হয় । তাঁদের কোন অসুবিধা হয় না । লেখক এই শারাহ গ্রন্থে বড় বড় শারাহ গ্রন্থের সমাধান করে দিয়েছেন । এই শারাহ গ্রন্থের শুরুতে যে মুকাদ্দামা লেখা হয়েছে তাতে প্রচুর ফাজায়েল বর্ণনা করা হয়েছে । ইলমে হাদীসের ফজিলত, যাঁরা হাদীস শাস্ত্রকে সর্বপ্রথম সংকলিত করেন, উসুলের হাদীসের ব্যাপারে, ইমাম বুখারী (রহঃ) শর্ত, ইমাম বুখারী (রহঃ) এর জীবনী, বুখারী শরীফের মুকাদ্দামার সংক্ষিপ্ত শারাহ পৃথকভাবে লেখেন । বুখারী শরীফের মুকাদ্দামার যে সংক্ষিপ্ত শারাহ তিনি লেখেন সেটি 'নাইলুল মা'নী ফি তরজিহ মুকাদ্দামাতুল কাসতালানী' নামে পরিচিত ।

২৭) আল খাইরুল জারীঃ

লেখকঃ আল্লামা ইয়াকুব বিনানী (রহঃ) [মৃত্যু ১০০৩ হিজরী]

সহীহ বুখারী শরীফের এই শারাহ গ্রন্থটি আল্লামা শিহাবুদ্দীন কাসতালানী মিশরী (রহঃ), আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রহঃ) এবং আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) এর ফতহুল

বারী গ্রন্থের উপর ভিত্তি করে লেখা হয়েছে । তিনি উত্তম পদ্ধতিতে এই শারাহ গ্রন্থটি লিখেছেন । শারাহ ছাড়াও তিনি এর মধ্যে অনেক তথ্যও পরিবেশন করেছেন । এই গ্রন্থটি পাটনার নিটল পাবলিক লাইব্রেরীতে কিতাবুয যাকাত পর্যন্ত এক খণ্ডে মওজুদ রয়েছে ।

২৮) মাওয়ানাতুল কারীঃ

লেখকঃ আবুল হাসান আলী বিন নাসীরুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ আল মালিকী (রহঃ) [মৃত্যু ১২৯৮ হিজরী]

এই কিতাবটির ব্যাপারে আল্লামা ইজলানী (রহঃ) স্বীয় কিতাব 'আল ফাওয়ায়েদুদ দারারী'তে বর্ণনা করেছেন । এবং এই শারাহ গ্রন্থের লেখক আলী বিন নাসীরুদ্দীন আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ) এর ছাত্র ছিলেন ।

২৯) আনওয়ারুস সারীঃ

লেখকঃ আল্লামা শায়খ হাসান আল ইদবী আল হামযাবী মালিকী (রহঃ) [মৃত্যু ১৩০৩ হিজরী]

১২৭৯ হিজরী সনে কাইরো থেকে যে বুখারী শরীফ দশ খণ্ডে ছাপা হয়ে তার হাসিয়া এবং শারাহ লেখা হয়েছে ।

৩০) আল ফাইযুল জারীঃ

লেখকঃ ইসমাইল বিন মুহাম্মাদ আব্দুল হাদী আল ইজলানী (রহঃ) [মৃত্যু ১৩০৩ হিজরী]

এই কিতাবটিকে লেখক **১১৪১** হিজরী সনে লেখা শুরু করেন । তিনি শিক্ষকতা জীবনে এই শারাহ গ্রন্থটি লেখা শুরু করেন । লেখক এই গ্রন্থে 'আল ফাওয়ায়েদুদ দারারী ফি তরজমাতুল বুখারী' গ্রন্থের সংকলনের কারণও লিপিবদ্ধ করেন ।

৩১) লামেউদ দারাবীঃ

লেখকঃ মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহঃ) [জন্ম **১২৪৪** হিজরী ও মৃত্যু **১৩২৩** হিজরী] তিনি ভারতের অধিবাসী ছিলেন ।

৩২) ফায়যুল বারীঃ

লেখকঃ আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী (রহঃ) [জন্ম **১২৯২** হিজরী ও মৃত্যু **১৩৫২** হিজরী] তিনি ভারতের অধিবাসী ছিলেন ।

তথ্যসূত্রঃ

১) হাদীউস সারী মুকাদ্দামা ফাতহুল বারী- আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) ২) সিয়ারু আলামিন নুবালা- আল্লামা শামসুদ্দীন যাহাবী (রহঃ), ৩) মিরক্বাত – মুল্লা আলী কারী হানাফী (রহঃ), ৪) তাহযীবুল কামাল, ৫) তাযকিরাতুল হুফফায- আল্লামা শামসুদ্দীন যাহাবী (রহঃ), ৬) ই'লাউস সুনান- জাফর আহমদ উসমানী (রহঃ), ৭) তাহযীবুত তাহযীব- আল্লামা শামসুদ্দীন যাহাবী (রহঃ), ৮) শরহুল মুআত্তা-আল্লামা বাজী (রহঃ), ৯) মানাকিবে মুঅফফাক, ১০) মিফতাহুস সাআদাহ, ১১) তাহযীবুল আসমা- ইমাম নববী (রহঃ), ১২) মুকাদ্দামা কিতাবুল তা'লিম লিল আলামাতি মাসউদ বিন বিন শায়বাতি – ইয়াযীদ বিন হারুন (রহঃ), ১৩) তাবক্বাতে ইবনে সাআদ-আল্লামা ইবনে সাআদ (রহঃ), ১৪) কিতাবুল কনী ওয়াল আসমা-হাফিয আবু বিশর দওলাবী (রহঃ), ১৫) ফতহুল ক্বাদীর - আল্লামা ইবনে হুমাম (রহঃ), ১৬) আল হাদীসুল ফাসিল- ইমাম রাহমর মিযযী (রহঃ), ১৭) মাআরেফাতি উলুমুল হাদীস- ইমাম হাকিম (রহঃ), ১৮) তাবক্বাতুস শাফেয়ীয়া লিল কুবরা- আল্লামা তাজুদ্দীন সুবকী (রহঃ), ১৯) তাদরীবুর রাবী-আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ), ২০) ইযাহুল বুখারী, ২১) সিরাতুল বুখারী- মাওলানা আব্দুস সালাম মুবারকপুরী, ২২) তারিখে বাগদাদ – আল্লামা খত্বীব বাগদাদী (রহঃ), ২৩) লাওকাহাল আনওয়ার ফি তাবক্বাতুল খিয়ার - আল্লামা আব্দুল ওহাব শা'রানী (রহঃ), ২৪) আল ইনসাফ মাআ তরজমা ওয়াসসাফ- হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী (রহঃ), ২৫) আবজাদুল উলুম - নবাব সিদ্দিক হাসান খান ভূপালী, ২৬) আল হিত্তাহ ফি যিকরে সিহাহ সিত্তাহ- নবাব সিদ্দিক হাসান খান ভূপালী, ২৭) তাবক্বাতুল হানাবিলা - কাযী আবুল হুসাইন মুহাম্মাদ বিন আবী ইয়ালা হাম্বলী (রহঃ), ২৮) ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া- আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ), ২৯) আলামুল মুআক্কিয়িন-আল্লামা ইবনে কাইয়্যিম (রহঃ), ৩০) ফতহুল বারী শারাহ সহিহুল বুখারী - আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ), ৩১) তায়েফায়ে মনসুরা- মাওলানা সরফরাজ খান সফদর (রহঃ), ৩২) ফাইযুল বারী- আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী (রহঃ), ৩৩) নাসবুর রায়াহ-ইমাম যাইলায়ী হানাফী (রহঃ), ৩৪) আত তালিক আলা সুরুতুল আয়েম্মাতিল খামসিয়াতিল হিজামী, ৩৫) তরজমা বুখারী শরীফ- ওয়াহীদুজ্জামান হায়দ্রাবাদী, ৩৬) তাইসীরুল বারী- ওয়াহীদুজ্জামান হায়দ্রাবাদী, ৩৮) বায়ানু তালবিসিল জাহামিয়া- আল্লামা ইবনে

তাইমিয়া (রহঃ), ৩৯) হাদীল আরওয়াহ- আল্লামা ইবনে কাইয়্যিম (রহঃ), ৪০) আন নুকাতু ওয়াল উয়ূন তথা তফসীরে মারওয়াদী- ইমাম মারওয়াদী (রহঃ), ৪১) তফসীরে বাগাবী- ইমাম বাগাবী (রহঃ), ৪২) তফসীরে সমরকন্দী- ইমাম আবু লাইস সমরকন্দী (রহঃ), ৪৩) তফসীরে সালাবী- ইমাম সা'লাবী (রহঃ), ৪৫) আর রাদ্দুল আলা মুনকিরি সিফাতাইল ওয়াজহি ওয়াল ইয়াদ- সাইদ বিন নাসের আল গামিদী, ৪৬) আল জান্নাতু ওয়ান নার- শায়খ আবু উমর সুলাইমান আল আশকার, ৪৭) শরহু কিতাবিত তাউহীদ মিন সহিহিল বুখারী- শায়খ আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ আল গুনাইমান, ৪৮) উমদাতুল কারী শারাহ আল বুখারী – আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রহঃ), ৪৯) আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া- আল্লামা ইবনে কাসীর (রহঃ), ৫০) তারিখে দামিশক, ৫১) তারিখুল ইসলাম- আল্লামা শামসুদ্দীন যাহাবী (রহঃ), ৫২) তুহফাতুল আহওয়াযী- আব্দুর রহমান মুবারকপুরী, ৫৩) তাগলিক্ব আত তা'লিক্ব- কাযী শাওকানী, ৫৪) আত তাক্বরীব- আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ), ৫৫) আল মুনতাজিম, ৫৬) তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত, ৫৭) উকুদুল আলা ফি মুসনাদ আল আওলা- আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী (রহঃ), ৫৮) কাশফুল জুনুন, ৫৯) তাহকীক জুজ কিরাত খালফাল ইমাম- আল্লামা আমীন সফদর ওকাড়বী (রহঃ), ৬০) তাহকীক জুজ রফয়ে ইয়াদাইন- আল্লামা আমীন সফদর ওকাড়বী (রহঃ), ৬১) মুকাদ্দামা শারাহ মুসলিম লিন নববী- ইমাম নববী (রহঃ), ৬২) ফুতুহাতে মাক্কীয়া- শায়েখ ইবনে আরাবী (রহঃ), ৬৩) শারহু আকিদাতি ওয়াহদাতিল ওজুদ মাআবুতলানী শারহিহাল মারদুদ- মুহাম্মাদ আব্দুল আলিম, ৬৪) বাদরুত তালে- কাযী শাওকানী

লেখকের সংগ্রহযোগ্য পুস্তকাবলী

১) তসলিমা নাসরিনের বিচার হোক জনতার আদালতে (অনলাইন/অফলাইন) ৩০/-

২) ইসলাম কি তরবারীর জোরে প্রসারিত হয়েছে? (অনলাইন/অফলাইন) ১৫/-

৩) এরা আহলে হাদীস না শিয়া? (অনলাইন/অফলাইন) ২০/-

৪) ওয়াজহুন জাদীদ লি মুনকিরিত তাকলীদ
(আহলে হাদীস ফিৎনার নতুন রুপ) (অফলাইন/অফলাইন) ৬০/-

৫) আল কালামুস সরীহ ফি রাকআতিত তারাবীহ
(৮ রাকাআত তারাবীহর খন্ডন ও ২০ রাকাআত তারাবীহর জ্বলন্ত প্রমান) (অনলাইন/অফলাইন)৭০/-

৬) ওয়াহদাতুল ওজুদের বিরুদ্ধে আহলে হাদীসদের অপবাদ ও তার খন্ডন (অনলাইন) ৫০/-

৭) আহলে হাদীস ফিরকার ফিকহের ইতিহাস ও তার পরিচয় (অনলাইন) ৪০/-

৮) তিন তালাকের মাসআলা ও হালালার বিধান (অনলাইন) ৩৫/-

৯) সম্রাট আওরঙ্গজেব কি হিন্দুবিদ্বেষী ছিলেন? (প্রকাশিতব্য) ---

১০) ধর্ম নিরপেক্ষতা একটি ভ্রান্ত মতবাদ (প্রকাশিতব্য) ----

১১) আমরা সবাই মৌলবাদী (প্রকাশিতব্য) ----

১২) কবর পুজার ধ্বংসাত্মক ফিৎনা (অনলাইন) ৩০/-

১৩) আমরা সবাই তালিবান (প্রকাশিতব্য) ----

১৪) রাম জন্মভূমি না বাবরী মসজিদ? (প্রকাশিতব্য) ----

১৫) মুহাররাম মাসে তাজিয়াবাজী (অনলাইন) ২০/-

১৬) মাসআলা আমীন বিল জেহের (অনলাইন) ২০/-

১৭) সুন্নতে রাসুলে আকরাম ফি কিরাআত খলফল ইমাম
(ইমামের পিছনে মুক্তাদীর সুরা ফাতেহা পাঠ) (প্রকাশিতব্য) ----

১৮) সুন্নতে রাসুলুস সাকইল ফি তরকে রফয়ে ইয়াদাইন (অনলাইন) ৫০/-

১৯) তরবারীর ছায়ার তলে জান্নাত (প্রকাশিতব্য) ----

২০) গুমরাহীর নায়ক ডাঃ জাকির নায়েক (প্রকাশিতব্য) ----

২১) আকিদা হায়াতুন নবী (সাঃ) (অনলাইন) ৩০/-

২২) বেদ কি আল্লাহর বানী ? (অনলাইন) ৩০/-

২৩) আসুন আমরা সন্ত্রাসবাদের আখড়া মাদ্রাসাগুলিকে খতম করি (অনলাইন) ২০০/-

২৪) আমিরুল মোমেনীন মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর মুজাহিদ হাফিজাহুল্লাহ (অনলাইন) ৪০/-

২৫) শহীদে আযম ওসামা বিন লাদেন রাহিমাহুল্লাহ (প্রকাশিতব্য) ----
২৬) তাযকিরাতুল মুজাহিদীন (প্রকাশিতব্য) ----
২৭) নাস্তিক্যবাদ নিপাত যাক (অনলাইন) ৫০/-
২৮) তথাকথিত নাস্তিক প্রবীর ঘোষের যুক্তি খন্ডন (প্রকাশিতব্য) ----
২৯) নাস্তিকতাবাদীদের কফিনে শেষ পেরেক (প্রকাশিতব্য) ----
৩০) যুক্তিবাদীদের যুক্তি খন্ডন (প্রকাশিতব্য) ----
৩১) নাস্তিকের অপবাদ খন্ডন (প্রকাশিতব্য) ----
৩২) প্রবীর ঘোষকে অপেন চ্যালেঞ্জ (অনলাইন) ১০/-
৩৩) তসলিমা নাসরিনকে অপেন চ্যালেঞ্জ (অনলাইন) ১০/-
৩৪) নাস্তিক অভিজিৎ রায়ের অপবাদ খন্ডন (অনলাইন) ৫০/-
৩৫) হিন্দুধর্মে গো-মাংস খাওয়ার প্রমান (অনলাইন) ১০/
৩৬) তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ দুটি আলাদা নামায (অনলাইন) ২৫/-
৩৭) ইহুদীদের ষড়যন্ত্র ফাঁস আইএস ইসরাইলের সৃষ্টি (অনলাইন) ৬০/-
৩৮) মুজাহিদ নারী ডাঃ আফিয়া সিদ্দিকী (অনলাইন) ৩০/-
৩৯) গণতন্ত্র একটি কুফরী মতবাদ (অনলাইন) ৮০/-
৪০) রফয়ে ইয়াদাইন সম্পর্কে লা মাযহাবী আনওয়ারুল হক ফাইযীর মিথ্যাচারের জবাব (অনলাইন)২০-
৪১) ভারতে আইবি (ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো) সন্ত্রাস ও মুসলমান (অনলাইন) ২০/-
৪২) 'আমীন প্রসঙ্গে মিথ্যাচারের জবাব' এর পোষ্ট মর্টেম (অনলাইন) ৪০/-
৪৩) নাসীরুদ্দীন আলবানীকে নিয়ে আহলে হাদীসদের বাড়াবাড়ি (অনলাইন) ৪০/-
৪৪) হাদীস গবেষনায় লা মাযহাবী জুবাইর আলী যাই এর জালিয়াতি (অনলাইন) ৩৫/-
৪৫) লা মাযহাবী আনওয়ারুল হক ফাইযীর পোষ্ট মর্টেম (অনলাইন) ৩০/-
৪৬) ইতিহাস বিকৃতির প্রয়াস ও বেরেলী ফিৎনার আবির্ভাব (প্রথম প্রকাশ - ২০১০ ফেব্রুয়ারী, বর্তমানে বাজেয়াপ্ত) ৩০/-
৪৭) নামাযে হাত বাঁধা নিয়ে আনওয়ারুল হক ফাইযীর মিথ্যাচারের জবাব (অনলাইন) ৩০/-
৪৮) রফয়ে ইয়াদাইন প্রসঙ্গে ইবনে ওমর (রাঃ) হাদীসের বিরুদ্ধ আনওয়ারুল হক ফাইযীর অপবাদ খণ্ডন (অনলাইন) ৩০
৪৯) নামাযে নারী পুরুষের নামাযে পার্থক্য (অনলাইন) ৩৫/-
৫০) মৌদুদী মতবাদের স্বরুপ উন্মোচন (অনলাইন) ৩০/-
৫১) আল কুরআনের আমোঘ ঘোষণা নামাযে রফয়ে ইয়াদাইন করা যাবেনা (অনলাইন) ২০/-

৫২) আহলে হাদীসদের নিকটে ১০০টি প্রশ্ন (অনলাইন) ২০/-

৫৩) মানবতার শত্রু আমেরিকা (অনলাইন) ১০/-

৫৪) মুহাদ্দিস সম্রাট ইমাম বুখারী (রহঃ) [অনলাইন] ৮০/-

(৫৫) শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী (রহঃ) জীবন ও কর্ম [অনলাইন] ৫০/-

অনুদিত পুস্তক

১) হাদীস এবং সুন্নতের মধ্যে পার্থক্য (প্রকাশিতব্য)

[মূল উর্দূ লেখকঃ হুজ্জাতুল্লাহফিল আরদ হযরত আল্লামা আমীন সফদর ওকাড়বী (রহঃ)] ----

২) আহলে হাদীসদের খুলাফায়ে রাশেদীনদের সাথে মতবিরোধ । (প্রকাশিতব্য)

[মূল উর্দূ লেখকঃ আল্লামা মুহাম্মাদ পালন হাক্কানী (রহঃ)] ----

৩) হযরত মুহাম্মাদ এবং ভারতীয় ধর্মগ্রন্থ । (মূল হিন্দী লেখকঃ ডঃ এইচ এ শ্রীবাস্তব/ অনলাইন)৩০/-

৪) কল্কি অবতার এবং হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) [মূল হিন্দী লেখকঃ ডাঃ বেদ প্রকাশ উপাধ্যায়] ৩০/-